সূচিপত্র

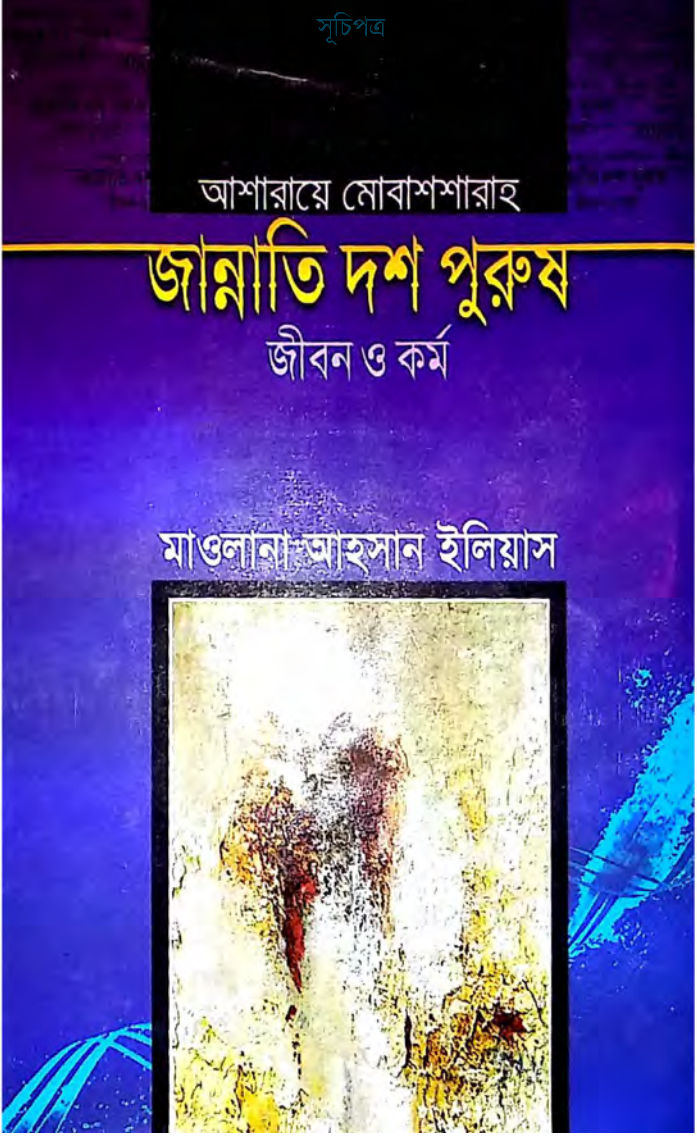

www.banglakitab.weebly.com

আশারায়ে মোবাশশারাহ

জান্নাতি দশ পুরুষ

জীবন ও কর্ম

মাওলানা আহসান ইলিয়াস

আল-এছহাক প্রকাশনী
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
al.ashakprokasoni@yahoo.com

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

www.banglakitab.weebly.com

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১১
পুনর্মুদ্রণ : জুন ২০১৭

জান্নাতী দশ পুরুষ
জীবন ও কর্ম : মাওলানা আহসান ইলিয়াস

প্রকাশক : তারিক আজাদ চৌধুরী
আল-এছহাক প্রকাশনী,
বিশাল বুক কমপ্লেক্স (দোকান নং-৪৫)
৩৭, নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
০২-৪৭১১৬৮৪০, ০১৯১৬৭৪৩৫৭৯

স্বত্ব : সংরক্ষিত

বর্ণ বিন্যাস : আল-এছহাক বর্ণসাজ
প্রচ্ছদ : শাহ ইফতেখার তারিক
মুদ্রণ : মুন্নি আর্ট প্রেস, ঢাকা
মূল্য : ১০০ (এক শত) টাকা মাত্র।

ISBN : 978-984-837-006-4

www.banglakitab.weebly.com

নিবেদন

একজন নিঃস্বার্থ সমাজসেবক
আলহাজ ডা. আবদুল খালেক।
তাঁর সুদীর্ঘ সুন্দর সুস্থ জীবন প্রত্যাশায়
এই শ্রদ্ধা-নিবেদন।

—আহসান

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

www.banglakitab.weebly.com

উপহার

'জান্নাতি দশ পুরুষ : জীবন ও কর্ম' বইখানা

আমার প্রিয় সহধর্মিণী

বোন

.... কে

শ্রদ্ধার/স্নেহের

নিদর্শনস্বরূপ

উপহার দিলাম।

নাম ____________________

ঠিকানা ____________________

তারিখ ____________________

www.banglakitab.weebly.com

এক নজরে দশ সাহাবী

১। হযরত আবু বকর (রাঃ)
২। হযরত ওমর (রাঃ)
৩। হযরত ওসমান (রাঃ)
৪। হযরত আলী (রাঃ)
৫। হযরত তালহা (রাঃ)
৬। হযরত যুবায়ের (রাঃ)
৭। হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ)
৮। হযরত সা'দ (রাঃ)
৯। হযরত সায়িদ (রাঃ)
১০। হযরত আবু উবায়দা (রাঃ)

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত আবু বকর রা.	**১৫**
বংশপরিচয়	১৬
নাম-পরিচয় ও গঠন-প্রকৃতি	১৭
শৈশব	১৭
ইসলামগ্রহণ	১৮
কয়েকটি বৈশিষ্ট্য	১৮
হিজরত	১৯
যুদ্ধের ময়দানে	২১
রাসুল সা.-এর অন্তিমকালে	২৩
রাসুল সা.-এর ইনতেকালের পর	২৩
খেলাফত লাভ	২৪
অবদান	২৫
হাদিস বর্ণনা	২৫
পারিবারিক ও ব্যক্তিজীবন	২৬
ইনতেকাল	২৬
হযরত ওমর রা.	**২৭**
নাম ও বংশপরিচয়	২৭
শৈশবকাল	২৭
ইসলামগ্রহণ	২৮
হিজরত	৩০

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
জিহাদে অংশগ্রহণ	৩১
স্বভাব ও প্রভাব	৩৩
খেলাফত লাভ	৩৫
আল্লাহর ভয় ও রাসুলের ভালবাসা	৩৬
ইলম ও জ্ঞান	৩৮
দানশীলতা	৩৯
সন্তান-সন্ততি	৩৯
ওমর রা.-এর শাসন ব্যবস্থা	৪০
ইনতেকাল	৪২
হযরত ওসমান রা.	**৪৪**
নাম ও বংশপরিচয়	৪৪
ইসলামগ্রহণ	৪৪
হিজরত	৪৬
জিহাদে অংশগ্রহণ	৪৭
স্বভাব-চরিত্র	৪৯
আল্লাহর ভয় ও রাসুলের মহব্বত	৫০
খেলাফত লাভ	৫১
শাহাদাতবরণ	৫৩

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত আলি রা.	**৫৫**
নাম-পরিচয়	৫৫
জন্ম ও বংশপরিচয়	৫৫
শৈশবকাল	৫৫
ইসলামগ্রহণ	৫৬
হিজরত	৫৬
মসজিদ প্রতিষ্ঠায় আলি রা. এর অবদান	৫৮
পারিবারিক অবস্থা	৬০
জিহাদে অংশগ্রহণ	৬০
হুদায়বিয়ার সন্ধি ও হযরত আলি রা.	৬১
খায়বর বিজয়	৬২
মদিনার গভর্নর	৬৩
ইসলাম প্রচার	৬৪
দূত নির্বাচন	৬৫
রাসুলের ইনতেকাল	৬৬
খেলাফত লাভ	৬৬
শাহাদাতবরণ	৬৭
হযরত তালহা রা.	**৬৮**
নাম ও বংশপরিচয়	৬৮
ইসলামের ছায়ায়	৬৯

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
জিহাদে অংশগ্রহণ	৭০
মুসলিমজাহানে নৈরাজ্য সৃষ্টি	৭১
হযরত ওসমান রা. এর শাহাদাত	৭১
শাহাদাত বরণ	৭৪
অনুপম চরিত্র	৭৪
দানশীলতা	৭৫
আতিথেয়তা	৭৬
জীবিকানির্বাহ	৭৭
পরিবার-পরিজন	৭৮
হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম রা.	**৭৯**
নাম ও বংশপরিচয়	৭৯
জন্মগ্রহণ	৭৯
ইসলামগ্রহণ	৭৯
হিজরত	৮০
যুদ্ধে অংশগ্রহণ	৮০
হাদীস বর্ণনা	৮৩
সততা	৮৪
দানশীলতা	৮৪
ইনতেকাল	৮৪

www.banglakitab.weebly.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা.	**৮৫**
নাম ও বংশপরিচয়	৮৫
জন্মগ্রহণ	৮৫
ইসলামগ্রহণ	৮৬
মদিনায় হিজরত	৮৬
জিহাদে অংশগ্রহণ	৮৭
ইলম ও ফজল	৮৯
সততা	৯০
তাকওয়া ও খোদাভীতি	৯০
রাসুলের ভালবাসা	৯১
জীবিকা নির্বাহ ও পোশাক-পরিচ্ছদ	৯২
দানশীলতা	৯৪
ইনতেকাল	৯৫
বিবাহ ও সন্তান-সন্ততি	৯৫
মাকাম ও মর্যাদা	৯৫
হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.	**৯৮**
নাম ও পরিচয়	৯৮
ইসলামগ্রহণ	৯৯
জননীর ক্ষুব্ধ আচরণ	৯৯
মক্কায় অবস্থান	১০০
ইসলামের জন্য প্রথম রক্তপাত	১০১

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
হিজরত	১০১
ইসলামের জন্য প্রথম তীর চালনা	১০২
জিহাদে অংশগ্রহণ	১০২
অহুদের যুদ্ধ	১০৪
সাদের রোগযন্ত্রণা ও রাসুলের ভবিষ্যদ্বাণী	১০৫
বিজয়-অভিযান	১০৬
গভর্নর পদে নিয়োগ লাভ	১০৮
ইনতেকাল	১০৯
হযরত সায়িদ ইবনে যায়েদ রা.	১১০
নাম ও বংশপরিচয়	১১০
সত্যান্বেষী পিতা; পুত্রের ইসলাম গ্রহণ	১১০
জিহাদে অংশগ্রহণ	১১৩
গভর্নর পদে নিয়োগ	১১৫
একটি ঘটনা	১১৫
আশারায়ে মোবাশশারার অন্যতম	১১৬
ইনতেকাল	১১৭
আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ রা.	১১৮
শারীরিক গঠন	১১৯
স্বভাব-প্রকৃতি	১১৯
আখলাক-চরিত্র	১২০
ইসলামগ্রহণ	১২১
হিজরত	১২১
জিহাদে অংশগ্রহণ	১২২
ইয়ারমুকের যুদ্ধ	১২৬
শামদেশে প্লেগ	১২৬

www.banglakitab.weebly.com

হযরত আবু বকর রা.

সর্বোত্তম ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন আল্লাহর রাসুল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তার অনুপম স্নেহের পরশে পাহাড় ও পাথর বিগলিত হয়েছে। প্রিয়নবীর স্নিগ্ধ হাসির ঝলকে বালুময় মরুতে গোলাপ-কলি বিকশিত হয়েছে। পাপড়ি মেলেছে। মহানবীর মাধুর্যপূর্ণ ছোঁয়ায় চৌচির জমিনেও বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে। পত্র-বল্লবিত হয়েছে। ফুল ফুটেছে। সুবাশিত হয়েছে পরিবেশ। মধুময় সে নির্মল সুবাশ বিচ্ছুরিত হয়েছে বিশ্বব্যাপী। একদিকে যেমন নরম কোমল আচরণ দ্বারা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তেমনি প্রয়োজনের তাগিদে স্পাত-কঠিন হয়েছেন তিনি। তাঁর মোলায়েম হাত রণাঙ্গনে বাতিলের বিরুদ্ধে বজ্রকঠিনরূপে প্রকাশ হয়েছে। কুফুর-শিরিক মোকাবেলায় কারও সাথে আপোষ করেননি তিনি। মাথা নত করেননি কোনো পরাশক্তির কাছে। ক্ষণিকের জন্যও সত্যচ্যুত হননি। ভয় করেননি কোনো রক্তচক্ষু। বরং সাহসের সাথে অকুতোভয়ে মোকাবেলা করেছেন সকল কুফরি-শক্তির। বিনয় ও কঠোরতা- উভয় গুণের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে।

মহানবীর একজন প্রিয় সাথী ছিলেন হযরত আবু বকর রা.। তিনি ছিলেন প্রিয়নবীর সুখ-দুঃখ সব সময়ের সাথী। বাল্যকালের সাথী। যৌবনের সাথী। বার্ধক্যের সাথী। এমনকি আদর্শেরও সাথী। মহানবীর মাঝে যে অনুপম আদর্শ ছিল সে আদর্শের অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছিল সিদ্দিকে আকবর হযরত আবু বকর রা. এর মাঝে। হযরত আবু বকর রা. একদিকে যেমন সুন্দর মনোরম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন ঠিক তেমনি প্রয়োজনে তিনি বাতিলের মোকাবেলায় ছিলেন বজ্রকঠিন ও আপোষহীন।

www.banglakitab.weebly.com

বংশপরিচয়

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি এই সোনার মানুষটি জন্মেছিলেন কোরাইশ-বংশে। আরবদেশের পবিত্র মক্কা ভূমিতে কোরাইশ বংশটি ছিল সবচেয়ে অভিজাত ও ঐতিহ্যবাহী। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মেছিলেন এই বংশে। কোরাইশ-বংশের বনু তায়েম শাখায় হযরত আবু বকর রা. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল ওসমান। পিতার ডাকনাম ছিল আবু কুহাফা। আবু কুহাফা ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত লোক। স্থানীয় ও সমসাময়িক লোকজনের মাঝে তার যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা ছিল। তার মাতার নাম ছিল সালমা। ডাকনাম উম্মুল খায়ের। তার মাও ছিলেন কোরাইশ-বংশের। কোরাইশ-বংশের একজন গুণী মহিলা হিসাবে তার সুনাম ছিল।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ হযরত আবু বকর রা. এর বংশ একসঙ্গে মিলিত হয়েছে। উভয়ের ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষের নাম ছিল মুররাহ। এই মুররাহ হতেই দুটি শাখা বের হয়েছিল। সেই শাখা দুটি উক্ত দুজনের দুটি ভিন্ন ভিন্ন শাখার বংশধারা। যেমন, রাসুলের বংশধারা– মুররাহ'র ছেলে কিলাব, তার ছেলে কুসাই, তার ছেলে আবদে মানাফ, তার ছেলে হাশিম, তার ছেলে আব্দুল মোত্তালিব, তার ছেলে আবদুল্লাহ, তার ছেলে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

হযরত আবু বকর রা.-এর বংশধারা– মুররাহ'র ছেলে তায়েম, তার ছেলে সাআদ, তার ছেলে কাআব, তার ছেলে আমর, তার ছেলে আমির, তার ছেলে আবু কুহাফা, তার ছেলে সিদ্দিকে আকবর হযরত আবু বকর রা.।[১]

---

[১] তাবাকাতে ইবনে সাদ, আল ইসাবা, তারিখুল খুলাফা।

www.banglakitab.weebly.com

নাম, পরিচয় ও গঠন-প্রকৃতি

মাতা-পিতার পক্ষ থেকে রাখা-নাম ছিল আবদুল্লাহ। আবু বকর হল তার ডাকনাম। আতিক আর সিদ্দিক হল উপাধি।

তিনি উজ্জ্বল গৌড়-বর্ণের অধিকারী ছিলেন। দেহ ছিল পাতলা ছিপছিপে। হালকা-পাতলা গড়নের এই মানুষটির ললাট ছিল প্রশস্ত। শেষ বয়সে চুলগুলো সা'দা হয়ে গিয়েছিল। সা'দা চুলে তিনি মেহেদি ব্যবহার করতেন।

সিদ্দিকে আকবর হযরত আবু বকর রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রায় সমবয়সের ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে দুবছর কয়েক মাসের ছোট ছিলেন হযরত আবু বকর রা.। ইনতেকালও করেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুবছর কয়েক মাস পর। এই সমতার মধ্যে হযরত আবু বকর রা. এর মধ্যে একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে সন্দেহ নেই।[২]

শৈশব

হযরত আবু বকর রা. ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাল্যবন্ধু। বাল্যকাল থেকেই দুজনের মাঝে সম্পর্ক ছিল হৃদ্যতাপূর্ণ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ বাণিজ্য-সফরে হযরত আবু বকর রা. সাথে থাকতেন। একবার সিরিয়ায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণিজ্যিক সফর ছিল, হযরত আবু বকর রা. সাথে ছিলেন। তখন আল্লাহর রাসুলের বয়স ছিল বিশ বছর আর আবু বকর রা. এর বয়স ছিল আঠারো। উভয়ে যখন সিরিয়া-সীমান্তে উপনীত হলেন তখন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্রামের জন্য একটি গাছের ছায়ায় বসেন। অদূরে সিদ্দিকে আকবর রা. এর সাথে এক পাদ্রির সাক্ষাত ঘটে। কথা হয় তার সাথে। তিনি হযরত আবু বকর রা. কে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। গাছের নিচে

---

[২] তাবাকাতে ইবনে সাদ, আল ইসাবা, তারিখুল খুলাফা।

www.banglakitab.weebly.com

বসে-থাকা এই লোকটি একদিন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নবুওয়াতপ্রাপ্ত হবেন।

ইসলাম গ্রহণ

সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত খাদিজা রা.। তার পর ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত আলি রা.। তার পর যায়েদ বিন হারেসা রা.। তার পর হযরত আবু বকর রা.। একটু লক্ষ করলে দেখা যায়, প্রথম তিনজন আল্লাহর রাসুলের পরিবারভুক্ত। পরিবারের বাইরে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত আবু বকর রা.।

হযরত আবু বকর রা. এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মন্তব্য হল, বিনাবাক্যব্যয়ে কেবল আবু বকর ইসলাম গ্রহণ করেন।[৩]

কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

হযরত আবু বকর রা. এর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, ১. সাথীদের মধ্যে ইসলামের কথা তিনিই সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন।

২. প্রকাশ্যে নামায সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর রা.-ই আদায় করেন। সাহাবাদের মধ্যে সর্বপ্রথম নামায আদায়কারীদের মধ্যে হযরত আবু বকর রা. ছিলেন তিন নম্বর।

৩. হযরত আবু বকরের দাওয়াতে হযরত ওসমান গনি রা., হযরত যোবায়ের ইবনুল আওয়াম রা., হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. এর মত আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত সাহাবাগণ ইসলামে দীক্ষিত হন।

৪. দ্বিধাহীনচিত্তে ইসলাম গ্রহণ করেন।

৫. সিদ্দিক উপাধি লাভ। মিরাজের খবর মক্কায় প্রকাশের পর নির্দ্বিধায় তা বিশ্বাস করায় সিদ্দিক উপাধিতে ভূষিত হন তিনি।[৪]

---

[৩] তারিখুল খুলাফা।

[৪] মাদারিজুন নবুওয়াহ, মুসতাদরাকে হাকেম।

www.banglakitab.weebly.com

হিজরত

মক্কায় দাওয়াতি মিশন চলছিল স্বাভাবিক গতিতে। তবে বাধাও আসছিল পদে পদে। বাধা-প্রতিবন্ধকতার মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলছিল। শুরু হল নির্যাতন-নিপীড়ন। একপর্যায়ে মদিনা অভিমুখে হিজরত শুরু হল। এর আগেও দুই দুইবার আবিসিনিয়ায় হিজরত সংঘটিত হয়। অন্য সাহাবাদের মত হযরত আবু বকরও হিজরতের অনুমতি চাইলেন। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অপেক্ষা কর। হিজরতের জন্য হয়তো তোমার একজন সাথী মিলে যাবে। সেদিন থেকে প্রতিক্ষায় ছিলেন হযরত আবু বকর রা.। কিছুদিন পর হযরত আবু বকর রা. এর বাড়িতে এসে রাসুল সা. হিজরতের সংবাদ দিলেন। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আজ রাতেই হিজরত করতে হবে। সফরসঙ্গী আবু বকর তুমি।

হযরত আয়েশা রা. এ সময় উপস্থিত ছিলেন। মা আয়েশা রা. বলেন, মানুষ অতি আনন্দে কিভাবে কাঁদেন আমি তা প্রত্যক্ষ করলাম পিতা মহোদয়ের অশ্রু-প্রবাহ দেখে। কথামত রাতে শুরু হল মদিনা-অভিমুখে যাত্রা। আবু বকর রা. আগে আগে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিছে পিছে। একপর্যায়ে একটি গুহার মুখে গিয়ে যাত্রাবিরতি করলেন। এ বিরতি ছিল বিশ্রামের জন্য। হযরত আবু বকর রা. এর মনে ভয় জাগল, শঙ্কা দানা বেধে উঠল। গুহায় প্রবেশ করবে দুজাহানের বাদশা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ জন্য সতর্কতামূলক গুহাটি ভালো করে দেখে নিলেন বিশ্ববিখ্যাত নবীপ্রেমিক হযরত আবু বকর রা.। গুহায় বিপজ্জনক কিছু নেই, এটা নিশ্চিত হওয়ার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে গুহায় প্রবেশ করেন হযরত আবু বকর রা.। গুহায় প্রবেশ করার পর আবু বকরের মনে ভয়ের উদ্রেক হল– শত্রুরা অবস্থান জেনে ফেলে কি না। হযরত আবু বকরের এই ভয় আত্মরক্ষার জন্য ছিল না। বরং তা ছিল রাসুলকে শঙ্কামুক্ত করার জন্য। নবীজির নিঃস্বার্থ এই সাথীর অকৃত্রিম অনুরাগ, ভালবাসা আল্লাহর দরবারে সাদরে সানন্দে গৃহীত হল। এই প্রেমময় দৃশ্য মহান প্রভুর কাছে ভালো লাগল।

www.banglakitab.weebly.com

তাই তো আল্লাহ কুরআনে করীমে উল্লেখ করে দিলেন। ব্যবস্থা করলেন কেয়ামত পর্যন্ত স্মরণীয় করে রাখার।[৫]

উম্মতের দরদে ব্যথাতুর হৃদয়। কাফের-মুশরিকদের বিরোধিতায় অব্যাহত মানসিক চাপ। এরপর আবার পাহাড়ের আঁকাবাকা গিরিপথ অতিক্রম করায় আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্লান্ত হয়ে পড়েন। এ জন্য গুহায় অবস্থানের পর বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু গহীন নির্জন এই গুহায় বিশ্রামের পরিবেশ কোথায়? আলো নেই, বাতি নেই, বালিশ নেই, বিছানা নেই, ধুলাবালি আর কঙ্কর পরিষ্কার করার জন্য নেই কোনো ঝাড়ু। এ জন্য কোনো দুঃখ নেই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। দুঃখ নেই হযরত আবু বকরের। বরং আপন মনে অনুকূল-প্রতিকূল সবকিছু গ্রহণ করেন স্বাভাবিকভাবে। ঠিক এই অবস্থায়ই মাটিতে শুয়ে পড়লেন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবীপ্রেমিক আবু বকর রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথা রাখলেন নিজ উরুতে। ক্লান্ত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে পড়লেন। হযরত আবু বকর রা. আশপাশে লক্ষ্য করে দেখেন, বেশ কিছু গর্ত দেখা যায়। হযরত আবু বকর রা. ভাবলেন এসব গর্তের ভেতর সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি থাকতে পারে। তাই জরুরি ভিত্তিতে বন্ধ করতে হবে। কিন্তু কী দিয়ে বন্ধ করা যায়। গর্ত বন্ধ করার মত উপায়-উপকরণ যে কিছুই নেই। তাই গত্যন্তর না দেখে নিজের চাদর ছিড়ে ছিড়ে গর্তগুলো বন্ধ করে দিলেন। একটি গর্ত বাকি রয়ে গেল। এই গর্ত কিভাবে বন্ধ করা যায়– চিন্তায় পড়ে গেলেন হযরত আবু বকর রা.। এই চিন্তা, এই অস্থিরতা নিজের জন্য নয়। বরং আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য। কোনো কিছু না পেয়ে তিনি নিজের পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে গর্তটা আটকে রাখলেন। লক্ষ্য একটাই সাপ দংশন করলে আমি আবুবকরের পায়ে দংশন করুক। তবু উপরে উঠে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেন দংশন করতে না পারে, এ জন্য এই ব্যবস্থা। ইতিমধ্যে ঘটে গেল একটা দুঃখজনক ঘটনা। গর্তে-থাকা সাপ কোনোভাবে

---

[৫] সূরা তাওবা, আয়াত, ৪০।

www.banglakitab.weebly.com

বের হতে না পেরে হযরত আবু বকর রা. এর পায়ে দংশন করল। বিষাক্ত পাহাড়ি সাপের দংশনে হযরত আবু বকর রা. এর গোটা শরীর বিষিয়ে উঠল। ব্যথায় কাতর আবু বকর রা. একটুও ছটফট করেননি, নড়াচড়া করেননি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘুম নষ্ট হয়ে যায় কিনা এই শঙ্কায়। কিন্তু চোখের পানি তো বাধ মানে না। কেউ বিষিয়ে উঠলে আপনাতেই গড়িয়ে পড়ে পানি। সেই হিসাবে দু'ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায়। এতে ঘুম ভেঙ্গে যায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখ মেলে দেখেন আবু বকর রা. কাঁদছেন সাপের দংশনে। আল্লাহর রাসুল ক্ষতস্থানে থুথু লাগিয়ে দিলে ব্যথার উপশম ঘটে। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইশারায় সাপটি চলে গেল। এখানে তিনি তিনদিন তিনরাত অবস্থানের পর গর্ত থেকে বের হন। অতঃপর উপকূলের রাস্তা দিয়ে মদিনা-অভিমুখে যাত্রা করেন। হযরত আবু আইয়ুব আনসারি রা. এর বাড়িতে সর্বপ্রথম মেহমান হন। আবু বকরের মেহমানদারির দায়িত্ব গ্রহণ করেন হযরত জারিবা ইবনে যায়েদ রা.। এভাবে প্রায় সাত মাস অতিবাহিত হয়। পরে হযরত আবু বকর রা. এর আর্থিক সহযোগিতায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক খণ্ড জমি ক্রয় করেন। জমিনের একাংশে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইতিহাসে এই মসজিদটিই মসজিদে নববী নামে পরিচিত।[৬]

যুদ্ধের ময়দানে

মদিনায় হিজরত করার পর সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক বদরযুদ্ধ সংঘটিত হয়। বদরযুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন। অস্ত্রশস্ত্র বলতে তেমন কিছু-ই ছিল না। পক্ষান্তরে মক্কার কাফের কোরাইশরা সহস্রাধিক সৈন্যের বিরাট বাহিনী নিয়ে অল্পসংখ্যক মুসলমানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। লক্ষ ছিল মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করা। স্মরণীয় এ যুদ্ধে হযরত

---

[৬] বুখারি, মুসতাদরাকে হাকিম, তাবারি, ইবনে হিশাম।

www.banglakitab.weebly.com

আবু বকর রা. এর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হযরত সিদ্দিকে আকবর রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি তাবু তৈরি করলেন এবং নিজেই খোলা তলোয়ার নিয়ে চারদিকে পাহারা দিতে লাগলেন। এই যুদ্ধে তিনি এমন বীরত্ব দেখিয়েছেন যে, একই সময়ে যুদ্ধের ময়দানেও থাকতেন আবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেফাজত ও খেদমতও করতেন। একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাঁধ হতে চাদর মোবারক পড়ে যাচ্ছিলো, এ দেখে সিদ্দিকে আকবর রা. দৌড়ে এসে চাদর কাঁধে তুলে দেন। আবার দ্রুত যুদ্ধের ময়দানে চলে যান।

বদরযুদ্ধে একবার তার ছেলে আবদুর রহমান [যিনি তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি] সামনে এলো। সে পিতাকে দেখে তরবারি নত করে অন্যদিকে চলে যায়। কিছুদিন পর আবদুর রহমান ইসলাম গ্রহণ করে মদিনা চলে আসে। কথা প্রসঙ্গে একদিন বললো, আব্বাজান, বদরযুদ্ধে আপনি আমার তরবারির তলে এসেছিলেন, কিন্তু আমি স্বেচ্ছায় কিছু করিনি। অন্যদিকে চলে গিয়েছি। উত্তরে সিদ্দিকে আকবর রা. বলেন, খোদার কসম, আমি তোমাকে লক্ষ্য করিনি। অন্যথায় আমি তোমাকে জীবিত ছাড়তাম না।

এই যুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রা. কে মুসলিম সেনাদের ডানদিক পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি সুষ্ঠুভাবে তা পরিচালনা করেন। হযরত আলি রা. বলেন, 'সর্বাপেক্ষা বাহাদুর হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা.। তিনি একা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাবু পাহারা এবং একইসঙ্গে সৈন্য পরিচালনাও করেছিলেন সুষ্ঠুভাবে।[৭]

এমনিভাবে অহুদযুদ্ধেও তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে ছিলেন। একপর্যায়ে কাফেরদের আঘাতে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অচেতন হয়ে পড়লে হযরত আবু বকর রা. অন্যদের সহযোগিতায় আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিরাপদ

---

[৭] মুসলিম শরিফ, যুরজানি, ফাতহুল বারি, তাবারি, মুসতাদরাকে হাকিম।

www.banglakitab.weebly.com

স্থানে নিয়ে যান। এমনিভাবে হুনাইন, খন্দক, হুদায়বিয়ার সন্ধিতে হযরত আবু বকর রা. এর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রাসুল সা.-এর অন্তিমকালে

বিদায় হজের পর আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়েন। ক্রমে অসুস্থতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবস্থা এ পর্যায়ে উপনীত হয় যে, ইমামতি করা তার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সময় মা আয়েশার মাধ্যমে হযরত আবু বকর রা. কে ইমামতি করানোর জন্য বলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে হযরত আবু বকর রা. ইমামতি করেন। ইমামতির জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নির্দেশ এক সুদূরপ্রসারী ইঙ্গিত বহন করেছিল। এটা সাহাবাগণের মধ্যে হযরত আবু বকর রা. এর শ্রেষ্ঠত্ব এবং সর্বপ্রথম খলিফা পদে বাইয়াত হওয়ার প্রমাণ।

রাসুল সা.-এর ইনতেকালের পর

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকাল হল। প্রিয়তম রাসুল হারানোর বিয়োগ-ব্যথা ছিল অত্যন্ত কঠিন। এ জন্য অনেকেই দিশেহারা হয়ে পড়ে। হযরত ওমর রা. এর মত দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন ব্যক্তিও দিশেহারা হয়ে ছোটাছুটি করতে লাগলেন। রাসুল হারানোর বিয়োগ-ব্যথা সহ্য করতে না-পেরে সাহাবাগণ যেখানে কিংকর্তব্যবিমূঢ় সেখানে হযরত আবু বকরের দৃঢ় চেতনা-বোধে সবাই সচেতন হয়ে দাঁড়াল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের সংবাদটি আবু বকর রা. সর্বপ্রথম নিশ্চিত করেন। তারপর মসজিদে নববীতে গিয়ে তাৎক্ষণিক ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, যারা আল্লাহর ইবাদত করে তাদের মনে রাখা উচিত আল্লাহ আছেন। তিনি চিরঞ্জীব। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার বান্দা ও মানুষ। তবে তিনি রাসুল। তিনি চলে গেছেন। ইতিপূর্বে অন্য নবী-রাসুলগণও এভাবে চলে গেছেন। দৃঢ় চেতনাসম্পন্ন সময়োপযোগী এ বক্তব্য শুনে সকলের মাঝে স্বাভাবিকতা ফিরে আসে। শান্ত হয় পরিবেশ।

www.banglakitab.weebly.com

এরপর দাফন কোথায় হবে এ নিয়ে যখন স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছিল না ঠিক তখন উম্মতের কাণ্ডারী হযরত আবু বকর রা. শুনালেন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অমিয় বাণী। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, নবিগণের ইনতেকাল যেখানে হয় সেখানেই হয় তাদের সমাধি। এ কথা বলার পর তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি চূড়ান্ত হয়ে যায়। এরপর বর্তমান অবস্থানে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাফন সম্পন্ন হয়।[৮]

খেলাফত লাভ

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতেকালের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ খলিফা নিয়োগ। এ বিষয়ে প্রথমদিকে কিছুটা বিভ্রান্তি থাকলেও যখন হযরত আবু বকর রা. এর নাম প্রস্তাব করা হয় তখন কেউ এর বিরোধিতা করেননি। সকলে একযোগে মেনে নেন। হযরত ওমর রা. এর ঘোষণা দেওয়ার পর পর্যায়ক্রমে সকল সাহাবাই হযরত আবু বকর রা. এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন।

খেলাফত লাভের পর হযরত আবু বকর রা. কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হন। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতেকালের পূর্বে হযরত উসামা রা. এর নেতৃত্বে একটি জিহাদি কাফেলা প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের কারণে ধর্মত্যাগ, যাকাত অস্বীকার, মিথ্যা নবুওয়াতের দাবি ইত্যাকার ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এ পরিস্থিতিতে সাহাবাদের অনেকেই এই বাহিনী না পাঠানোর পরামর্শ দিচ্ছিলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর রা. কঠোরভাবে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কেউ কেউ বিশ বছরের এই নওজোয়ানের পরিবর্তে অন্য একজনকে সিপাহসালার নিয়োগ দেওয়ার আবেদন করেন। কিন্তু হযরত আবু বকর রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্ত ও তার মনোনীত ব্যক্তিকে পরিবর্তন করার ব্যাপারে

---

[৮] বুখারি শরিফ, তাবাকাতে ইবনে সাদ, মাদারিজুন নবুওয়াহ।

www.banglakitab.weebly.com

মোটেই রাজি হলেন না। সেদিন আবু বকর রা. এর মধ্যে কোনো রকম দুর্বলতা প্রকাশ পেলে দীনের মারাত্মক ক্ষতি হওয়ার সমূহ আশংকা ছিল।[৯]

অবদান

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের পর সব ধরনের ফেতনা তিনি কঠোর হস্তে দমন করে উম্মতের ঐক্য ধরে রাখেন। পরস্পরের মধ্যে আন্তরিকতা, মহব্বত-ভালবাসা থাকে অটুট ও অবিচল। তিনিই সর্বপ্রথম কুরআন সংকলনের কাজ আনজাম দেন। অহীর লেখকদের নিকট কুরআন সংরক্ষিত ছিল। এগুলো তিনি একত্র করার ব্যবস্থা করে একটি পাণ্ডুলিপি তৈরীর নির্দেশ জারি করেন। তার এই মোবারক উদ্যোগের ফলে কুরআনে করীম সংকলিত হয়। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর উম্মতের জন্য শ্রেষ্ঠ অবদান হলো কুরআন সঙ্কলনের কাজ ও মুরতাদদের বিদ্রোহ দমন। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিষয়ের সূচনা করেছিলেন হযরত আবু বকর র. এর আমলে তা অব্যাহত থাকে। হযরত সিদ্দিকে আকবর রা. এর খেলাফত আমলে ইসলামি রাষ্ট্রের সীমানা বিস্তৃতির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে তার পথ অনুসরণ করেই মুসলমানগণ সিরিয়া, ইরান, ইরাক ইত্যাদি দেশ জয় করতে সক্ষম হয়েছিল।[১০]

হাদিস বর্ণনা

হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে হযরত সিদ্দিকে আকবর রা. এর রেওয়ায়াত যদিও অল্প কিন্তু বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে অতি উচ্চমানের। কারো কারো মতে তিনি পাঁচশত হাদিস বর্ণনা করেছেন। আবার কারো মতে একশত পঞ্চাশটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তার থেকে স্বল্পসংখ্যক হাদিস বর্ণনার কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ হল, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের পর তিনি এমন সময় পাননি যে, অধিক হাদিস

---

[৯] তারিখুল খোলাফা, তাবারি।
[১০] ফতহুল বারি, তাবারি, তাবাকাতে ইবনে সাদ।

www.banglakitab.weebly.com

বর্ণনা করতে পারেন। আর যা সময় পেয়েছিলেন তাতে তিনি শত্রু দমন, নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদার, মুরতাদ ও বিদ্রোহ দমন এবং শাম ও ইরাক অভিযানের ব্যস্ততায় ছিলেন। দ্বিতীয় কারণ, তিনি হাদিসকে কুরআনের মত মর্যাদা দিতেন। হাদিস বর্ণনাকালে অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করতেন। এসব কারণেই তিনি অধিক হাদিস বর্ণনা করতে পারেননি।

পরিবার ও ব্যক্তিজীবন

তিনি চারটি বিবাহ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে দুটি এবং ইসলাম গ্রহণের পর দুটি। এদুটো ইসলাম গ্রহণের পর মদিনায় সংঘটিত হয়েছিল। বিবিদের মধ্যে প্রথমজনের নাম ছিল কুতায়লা। তার গর্ভে একটি পুত্রসন্তান জন্মলাভ করেছিল। তার নাম ছিল আবদুল্লাহ। হযরত আবু বকর রা. ইসলাম গ্রহণের পর তাকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হলে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। হযরত আবু বকর রা. এ জন্য তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম ছিল উম্মে রুমান। উম্মে রুমান স্বামীর অনুসরণ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। তার গর্ভে দুজন সন্তান জন্মগ্রহণ করে। একজন পুত্রসন্তান। তার নাম আবদুর রহমান। অন্যজন কন্যাসন্তান। তার নাম আয়েশা সিদ্দিকা রা.। ৮ম হিজরিতে তৃতীয় বিবাহ করেন। আর চতুর্থ বিবাহ করেন উম্মে হাবিবা নামক একজন মহিলাকে। হযরত আবু বকর রা. ইনতেকালের সময় শেষোক্ত দুই স্ত্রী জীবিত ছিলেন। হিজরতের পরও হযরত আবু বকর ব্যবসা চালিয়ে রেখেছেন।

ইনতেকাল

১৩ হিরজির ৭ জুমাদাল উখরা হযরত আবু বকর রা. জ্বরে আক্রান্ত হন। ১৫ দিন অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন। ১৩ হিজরির ২১ জুমাদাল উখরায় তিনি ইনতেকাল করেন। হযরত মা আয়েশা রা. এর হুজরায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে একটু পূর্ব দিকে তাকে দাফন করা হয়। তিনি দু'বছর তিন মাস দশদিন খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেন।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত ওমর রা.

নাম ও বংশপরিচয়

নাম, ওমর। পিতার নাম, খাত্তাব। উপাধি ফারুক। ডাকনাম আবু হাফস। মাতার নাম, হানতামা বিনতে হাশিম। কারো মতে হানতামা বিনতে হিশাম। তিনি কোরাইশ বংশের আদি গোত্রের লোক। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের সাথে তার বংশের মিল রয়েছে।

শৈশবকাল

হযরত ওমর রা. এর জন্ম ও বাল্যজীবন সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না। যতটুকু জানা যায় তা হল এই যে, পিতার অত্যন্ত আদরের সন্তান ছিলেন তিনি। তার মধ্যে বুদ্ধি ও সাহসিকতা প্রস্ফুটিত ছিল শৈশব থেকেই। তার পিতা ছিলেন সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিত। হযরত আমর ইবনে আস রা. বলেন, একদিন আমরা ক'জন বসে ছিলাম। এমন সময় শোরগোল শোনা গেল। সংবাদ নিয়ে জানা গেল খাত্তাবের একটি ছেলে হয়েছে। এতে বোঝা যায় ওমরের জন্মের কারণে আনন্দোৎসব হয়েছিল।

হযরত ওমর রা. এর পিতা শিক্ষিত হওয়ার কারণে সন্তানের শিক্ষার প্রতিও গুরুত্ব দেন। তাই অল্প-স্বল্প বিদ্যা অর্জন তিনি করেছেন। তবে তাকে তার পিতা কাদিদ নামক স্থানে উট চড়ানোর দায়িত্ব দেন। সাথে সাথে তীর চালনা, কুস্তিগিরি এবং যুদ্ধবিদ্যায়ও সমান নৈপুণ্য অর্জন করেন। আরবের বিখ্যাত উকাজ মেলায় তিনি কুস্তির প্রতিযোগিতা করতেন। তার খেলাফতকালে তার উট চরানোর স্থান দিয়ে একদিন অতিক্রম করার সময় তিনি বলেছিলেন, মনে পড়ে আমি পশমী কাপড় পরে এই মাঠে উট চরাতাম, ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিলে পিতামহোদয়ের হাতে

www.banglakitab.weebly.com

প্রস্তুত হতাম। কিন্তু আজ এমন দিন এসেছে, এক আল্লাহ ছাড়া আমার উপর কর্তৃত্ব করার কেউ নেই। তিনি যৌবনকালেই নিজ বুদ্ধি-বিবেক, জ্ঞান-গরিমা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা আরবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এ ছাড়াও ঘোড়সওয়ারিতে ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। ভাষা সাহিত্যেও ছিল হযরত ওমরের স্বভাবজাত গুণ। বিখ্যাত ঐতিহাসিক বালাজুরি লিখেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতকালে গোটা কোরাইশে মাত্র সতেরজন লোক লেখাপড়া জানতেন। হযরত ওমর রা. তাদের একজন। আরবের প্রাচীন কবিদের কবিতা প্রায় সবই তার মুখস্থ ছিল। আরবীয় কাব্যসমালোচনার বিজ্ঞানভিত্তিক ধারার প্রতিষ্ঠাতা প্রকৃতপক্ষে তিনিই।

ইসলামগ্রহণ

জন্মগতভাবে তিনি মূর্তিপূজক ছিলেন। মূর্তিকে ভালবাসতেন আর তাওহিদকে ঘৃণা করতেন। রাসুলের দীনের দাওয়াত কবুল করার ফলে পিতা কর্তৃক যায়েদ ইবনে সায়িদের বিরোধিতা তিনি স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন। তাই তিনিও দাঁড়িয়ে গেলেন ইসলামের বিরুদ্ধে। তার সাহসিকতা আর সততার কথা সবাই জানতেন। এমন একজন সাহসী পুরুষের দরকার ছিল ইসলামের জন্য। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ, ওমর কিংবা আবু জাহল- যেকোনো একজনের মাধ্যমে তুমি ইসলামকে শক্তিশালী কর। আল্লাহ পাক তার দোয়া কবুল করলেন এবং হযরত ওমরকে মনোনীত করলেন। কারণ হযরত ওমর ছিলেন সত্যের সন্ধানী। যতক্ষণ ইসলামের ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা হয়নি ততক্ষণ বিরোধিতা করেছেন। যখন সত্যকে সত্য মনে হয়েছে তখন কবুল করেছেন। এক কথায়, হযরত ওমরের ছিল সত্য মেনে নেওয়ার দুর্লভ মানসিকতা আর দুর্ভাগা আবু জাহলের ছিল বিরোধিতা করার নিকৃষ্ট স্বভাব। তাই রাসুলের বাড়ির কাছে থেকেও সে ছিল দুশমন আর ওমর রা. দূরে থেকেও হলেন বন্ধু।

তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। তিনি ভাবলেন, সবাই মুহাম্মদের কারণে ধর্মান্তরিত হচ্ছে, সুতরাং মুহাম্মদকেই শেষ করতে হবে। আবার মনের আরেক কোণায় এও দোলা দিচ্ছিল, যারা ধর্মান্তরিত

www.banglakitab.weebly.com

হয়েছে, তারা কেউ তা ছেড়ে দেয়নি। প্রয়োজনে বাড়ি-ঘড় ছেড়েছে। তা হলে সত্য কোনটা? তাই তিনি তরবারি কোষমুক্ত করে এগিয়ে গেলেন রাসুলের মাথাটা নিয়ে আসতে। তখন গাছের পাতারা আর আকাশের পাখিরা বলছিল, এই ওমর, যাচ্ছ কোথায়? মাথা কাটতে নাকি তোমার মাথাটা তার কাছে সমপর্ণ করতে। হযরত ওমর রা. কে বাধা দেয় এই সাহস কারো নেই। কাফেররা তাকে দেখে আনন্দে নেচে উঠল। আর মুসলমানরা অজানা ভয়ে কেঁপে উঠল। পথে নওমুসলিম নায়িমের সঙ্গে তার সাক্ষাত হল। তিনি বললেন, কোথায় যাচ্ছ? ওমর বললেন, মুহাম্মদের মাথা কাটতে।

হযরত ওমর রা. এর ইসলামগ্রহণ ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। তখন পর্যন্ত ৩০ কি ৪০ জন ইসলামগ্রহণ করেছে। তখন পর্যন্ত প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াতের অনুমতি পাওয়া যায়নি। কিন্তু হযরত ওমর ইসলাম গ্রহণের পর নিজ থেকেই প্রকাশ্যে দাওয়াতের সিদ্ধান্ত নিলেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পর সেই রাতেই চিন্তা করলাম, মক্কার মধ্যে রাসুলের সবচেয়ে কট্টর দুশমন কে আছে, আমি তাকেই প্রথমে জানাব। দেখলাম সে হলো আবু জাহল। তাই পর দিন সকাল হতেই আমি তার বাড়িতে কড়া নাড়লাম। আবু জাহল বেরিয়ে এসে বলল, কী ব্যাপার, কী মনে করে?

বললাম, আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্ম গ্রহণ করেছি।

একথা শুনে সে মুখের উপর দরজা লাগিয়ে দিল। আর বলল, আল্লাহ তোমাকে কলংকিত করুক।

হযরত ওমর বললেন, ইসলাম গ্রহণের পর আমি রাসুলকে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা কি সৎপথে আছি?

তিনি বললেন, সেই পাক জাতের কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা সকলেই সৎপথে আছ।

হযরত ওমর রা. বললেন, তা হলে সত্য গোপন থাকবে কেন। অবশ্যই তা প্রকাশ করব। সেমতে মুসলমানরা দুই সারিতে বিভক্ত হয়ে বের হলেন। এক সারিতে হযরত হামযা রা.। অন্য সারিতে হযরত ওমর রা.।

www.banglakitab.weebly.com

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে কাবা শরীফে পৌঁছে ইসলামের ঘোষণা করেন এবং নামায আদায় করেন। কারো এই সাহস ছিল না, বাধা দিবে। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ফারুক উপাধিতে ভূষিত করেন। তার ইসলাম গ্রহণকালে সাহাবায়ে কেরাম কাবার চত্বরে বসে গল্প করতেন। নামায আদায় করতেন। কেউ কিছু বলত না। ওমর রা. এর ইসলাম গ্রহণের পর জিবরাইল আ. এসে জানালেন ওমরের ইসলাম কবুলে আকাশের সবাই আনন্দ প্রকাশ করছে। ইসলাম গ্রহণের সময় হযরত ওমরের বয়স ছিল ৩৪ বছর। হযরত ওমর ছিলেন রাসুলের তের বছরের ছোট।[১১]

হিজরত

কোনো সন্দেহ নেই যে, হযরত ওমর রা. এর ইসলামগ্রহণ মুসলমানের শক্তি বৃদ্ধি করেছিল। তার ইসলাম গ্রহণের পর সাহাবাগণের নিজ নিজ ইসলাম প্রকাশ করার মনোবল সৃষ্টি হল। প্রকাশ্যে ইবাদত করার সুযোগ পেলেন। যেন কাফেরদের একহাত ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু কাফেররা দমে যায়নি। তাদের বিরোধিতা কিছুটা কমলেও থেমে থাকেনি। হযরত ওমর রা. সবার মত অত্যাচার সহ্য করতে লাগলেন। এমন সময়ও এলো যে, তিনি রাসুলের কাছে হিজরতের অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু তার হিজরত অন্যান্য মুসলমানের হিজরত থেকে কিছুটা ভিন্ন। সবাই গোপনে হিজরত করেছেন আর তিনি করেছেন প্রকাশ্যে এবং ঘোষণা দিয়ে। হিজরতের প্রস্তুতি গ্রহণ করার পর তিনি সাথীদেরকে নিয়ে কাবা শরীফে গমন করেন। তাওয়াফ করেন। প্রকাশ্যে ইবাদত করেন। মুশরিকরা চারপাশে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছিল। বাধা দেওয়ার সাহস কারো হয়নি। তিনি নামায শেষে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি হিজরত করছি, যদি কোনো সন্তান মায়ের বুক খালি করতে চাও তা হলে বাধা দিতে এসো। কিন্তু কেউ সামনে বাড়েনি। তিনি বীরদর্পে মদিনায় হিজরত করেন।

---

[১১] আশারায়ে মুবাশশারা।

www.banglakitab.weebly.com

মদিনা ছিল মুসলমানদের জন্য নিরাপদ ভূমি। হযরত ওমর প্রথমে কোবায় অবস্থান নেন। রিফাআ বিন আবদুল মুনাযের নামক এক ব্যক্তি তাকে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করেন। পরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরতকালে মুহাজির ও আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃ-বন্ধন স্থাপন করেন, যা পৃথিবীতে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। তিনি বনু সালেম গোত্রের সরদার আতবান ইবনে মালেক রা. এর সাথে ওমরের ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেন।

হযরত বারা ইবনে আযেব রা. বলেন, আমাদের কাছে সর্বপ্রথম হিজরত করে আসেন মুসআব ইবন ওমায়ের রা.। তার পর আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রা.। তার পর হযরত ওমর রা. বিশজন আরোহীসহ এলেন। আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসুল কী করছেন? তিনি বললেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও হিজরত করেছেন। অবশেষে রাসুল এলেন। সাথে ছিলেন আবু বকর রা.।

জিহাদে অংশগ্রহণ

বদর, অহুদ, খন্দক, হুনাইনসহ ইসলামের সকল জিহাদেই হযরত ওমর রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। বদরযুদ্ধে মক্কার কোনো গোত্রই অবশিষ্ট থাকেনি। সবাই যুদ্ধে শরিক হয়েছে। কিন্তু হযরত ওমর রা এর ভয়ে তার গোত্র বনু আদি হতে কেউ আসেনি। বদরযুদ্ধে সর্বপ্রথম শহীদ হন ওমর রা. এর গোলাম মাহ্‌যা। হযরত ওমরই সর্বপ্রথম স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন যে, ইসলামের মোকাবেলায় কোনো আত্মীয়তার দায়বদ্ধতা নেই। তাই তিনি বদরযুদ্ধের বন্দিদের ব্যাপারে রায় পেশ করেছিলেন যে, প্রত্যেকেই তার আত্মীয়কে হত্যা করবে। হামযা করবে আব্বাসকে, আলি করবে আকিলকে আর আমি আমার আত্মীয়দেরকে। তার এই দৃঢ় এবং কুফুরের বিরুদ্ধে কাঠোর মনোভাব আল্লাহর পছন্দ হয়। যদিও এর বিপরীত সিদ্ধান্ত রাসুল গ্রহণ করেছিলেন।

অহুদযুদ্ধের পর যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের নিয়ে পাহাড়ের আড়ালে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তখন আবু সুফিয়ান সবার

www.banglakitab.weebly.com

নাম বলে বলে ডাকছিল। রাসুলের নির্দেশে সবাই চুপ থাকলেন। আবু সুফিয়ান বলল, নিশ্চয় তারা সকলে নিহত হয়েছে। এ কথায় হযরত ওমরের পৌরুষে আঘাত লাগে। তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। তাই তিনি বলে উঠলেন, ওরে আল্লাহর দুশমন, আমরা সবাই জীবিত। আবু সুফিয়ান বলল, হুবলের জয় হোক। তখন রাসুলের ইঙ্গিতে হযরত ওমর বললেন, আল্লাহই মহান ও সম্মানী।

খন্দকের যুদ্ধে এক স্থানের পরিখা খননের দায়িত্ব তার উপর পড়েছিল। সেখানে আজও তার নামে নির্মিত মসজিদ সেই স্মৃতি বহন করে আছে। তার সেই পরিখার স্থান দিয়ে অতিক্রম করার সাহস কোনো কাফের করেনি। খননের কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন তার নামায কাজা হয়ে গিয়েছিল। তিনি রাসুলের কাছে এসে বললেন, শত্রুরা আমাকে নামায পড়তে দেয়নি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আমিও পড়তে পারিনি।

হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন তিনি রণসাজে সজ্জিত হয়ে ছিলেন। তিনি খবর শোনতে পেলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইয়াত করছেন। শুনে দৌড়ে গিয়ে বাইয়াত হলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধি বাহ্যত মুসলমানদের বিপক্ষে অপমানজনক মনে হলো। তাই প্রথমে আবু বকর রা. তার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে তিনি বলতে থাকেন, আমরা কি হকের উপর নেই? ইসলাম কি সত্য নয়? বলা হলো, অবশ্যই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি আল্লাহর রাসুল। আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছুই করি না। ফলে তিনি শান্ত হলেন এবং অনুতপ্ত হলেন। নফল রোজা রেখে, নামায আদায় করে, গোলাম আযাদ করে এবং দান-খয়রাত করে এই গোস্তাখির কাফ্‌ফারা আদায় করলেন।

খায়বর যুদ্ধে একটি দূর্গ জয় করা সম্ভব হচ্ছিল না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি আগামীকাল এমন এক ব্যক্তির হাতে ঝাণ্ডা তুলে দিব, যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন। হযরত ওমর রা. বললেন, এই দিন ব্যতীত আমি কোনো দিন নেতৃত্ব লাভের আশা করিনি। কিন্তু এই গৌরব হযরত আলি রা. অর্জন করেন। হুনাইনের যুদ্ধেও মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.banglakitab.weebly.com

ওয়াসাল্লামকে ঘিরে রেখেছিলেন যারা তাদের মধ্যে হযরত ওমর রা. অন্যতম। এ ছাড়াও তিনি সকল যুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে অংশগ্রহণ করে ইসলামের বিজয়ে অবদান রাখেন। তার খেলাফতকালেই পৃথিবীতে ইসলাম দূর-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। মক্কা বিজয়ের দিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইয়াত করছিলেন। অন্য দিকে হযরত ওমর রা.-কেও এই সম্মানজনক কাজে অভিষিক্ত করেন।[১২]

স্বভাব ও প্রভাব

সততা ও সুবিচার, অন্যায় ও মিথ্যার বিরুদ্ধে সুদৃঢ় পদক্ষেপ, ভ্রাতৃত্ব, সত্যের ক্ষেত্রে নম্রতা, সরলতা, দানশীলতা, আতিথেয়তা, আল্লাহর ইবাদত, দীন ও শরিয়তের প্রতি গভীর ভালবাসাই ছিল হযরত ওমর রা. এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো কুফুরের বেলায় কঠোরতা আর হকের ক্ষেত্রে নম্রতা। মূলত তিনি নরম স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। আর এই কারণেই হয়ত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে ঘোষণা দিয়েছিলেন, আমার পর কেউ নবী হলে ওমরই হতো। হযরত আবু বকর রা. যখন পরবর্তী খলিফা হযরত ওমর রা. কে নির্ধারণ করতে যাচ্ছেন, তখন কেউ কেউ বাধ সাধলো। উত্তরে বলা হল, তিনি কঠোর বটে, তবে দায়িত্ব এলে তিনিও নরম হয়ে যাবেন। দেখা গেল পরবর্তী সময়ে তা-ই হয়েছে।

ঘটনা আছে, তার খেলাফতকালে এক বুড়িমাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, খলিফা কেমন? বুড়ি তাকে চিনত না। তাই বলল, খুব খারাপ। খেলাফতের সময় থেকে এক টাকাও আমাকে দেয়নি। তিনি বললেন, সবার খবর সে কিভাবে রাখবে? আপনি আপনার দুরবস্থা গিয়ে বলেন না কেন? বুড়ি বলল, সে খলিফা। তার দায়িত্ব সবার খবর নেওয়া। এমন সময় হযরত আলি রা. হে আমিরুল মুমিনীন বলে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে এলেন। বুড়ি এবার থরথর করে কাঁপতে লাগল। কিন্তু হযরত ওমর রা. তাকে পাঁচ হাজার দিনার দান করলেন।

---

[১২] বুখারি, তাবাকাতে ইবনে সাদ, মুসলিম।

www.banglakitab.weebly.com

তিনি ছিলেন খুব হিসেবি, যেন আখেরাতের ভয়ে সবসময় কম্পমান। জামা-কাপড় ছিল সাদামাটা। বায়তুল মাল থেকে খলিফা হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের মতই ভাতা নিতেন। তাঁর জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্র ছিল ব্যবসা। খেলাফতের দায়িত্ব বেড়ে গেলে ব্যবসায় মনোযোগ দিতে পারতেন না। তারপরও ভাতা বাড়াননি। একবার তার ছেলে আবদুল্লাহ বলেন, আব্বাজান, আপনি হাসান হুসাইনকে ভাতা বেশি দেন অথচ তারা আমার চেয়ে ছোট। জবাবে তিনি বলেন, তাদের নানার মত মর্যাদাশীল তোমার নানা কখনো হতে পারবে না।

পোশাক-পরিচ্ছেদের মত তার খাওয়াদাওয়াও ছিল সাধারণ মানের। একবার তিনি এক গ্লাস পানি চাইলে তাকে মধু মেশানো পানি দেওয়া হলো। তিনি পান করে বললেন, আমার ভয় হচ্ছে আল্লাহ আখেরাতের হিস্সা দুনিয়ায় দিয়ে দিচ্ছেন কি না। এ কথা বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। হযরত হাফসা রা. ও হযরত আয়েশা রা. তাকে বলেন, আপনার সাথে বিদেশী রাষ্ট্রদূতরা ভালো ভালো জামা-কাপড় পরে আসে। আপনিও ভাল কাপড় পরুন। জবাবে তিনি বলেন, তুমি কি ভুলে গিয়েছ যে, একবার তুমি বিছানা ভাজ করে দিয়েছিলে আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সময় উঠে বললেন, হাফসা, তুমি আমাকে নরম বিছানায় শুইয়ে অলস বানিয়ে ফেলছো।

তিনি হযরত হুসাইন রা. এর পিছনে এ জন্য ঘুরতেন যে, তার খেলাফতকালে আল্লাহপাক মুসলমানদেরকে অনেক সম্পদ দান করলেও তিনি খাওয়ার মধ্যে যবের রুটি এবং তাতে সিরকা, লবণ, খেজুর ও মধুই পছন্দ করতেন। তাকে হযরত হাফসা বিনতে আবুল আস রা. বললেন, আপনি আরেকটু ভাল আহার করুন। তিনি বললেন, আখেরাতের ভয়ে খেতে পারি না।

তার মধ্যে অহংকার ও ক্ষমতার লোভ ছিল না। খলিফা হওয়া সত্ত্বেও তিনি অনাথ ও বিধবাদের বিভিন্ন কাজ নিজ হাতে করে দিতেন। অথচ তখন তার ভয়ে সারা বিশ্ব কাঁপত। একবার হযরত ওমর রা. কে খোঁজতে কয়েকজন দূত এলো। লোকজন তাদেরকে একটি গাছ দেখিয়ে দিল। তারা সেখানে গিয়ে দেখল, একটি লোক গাছের ছায়ায় খেজুর পাতার

www.banglakitab.weebly.com

উপর শুয়ে আছে। মাথার নিচে ইট। পিঠে খেজুর পাতার দাগ পড়ে আছে। তারা বলল, ভাই, খলিফা ওমরকে কোথায় পাব? তিনি বললেন, আমিই ওমর। কী বলবে বল। তারা এতটাই আশ্চর্য হয়েছিল যে, তারা ফিরে গিয়ে বলেছিল যে, খলিফা দেহরক্ষি ছাড়া চলাফেরা করে এবং সা'দাসিধে জীবনযাপন করে। তাকে দেখেই বিশ্ব কাঁপতে পারে। তাঁর প্রভাব ছিল তুলনাহীন। তিনি যতই সা'দাসিধে থাকুন না কেন, চেহারায় ছিল এমন দীপ্তি যে, তার সামনে অসৎ কথা বলার সাহস কেউ করত না। তার ভয়ে শয়তান কাছে ভিরত না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বললেন, ওমর, তোমার ভয়ে শয়তান অন্য রাস্তা দিয়ে চলে। শয়তানের উপরই যদি তার এমন প্রভাব থাকতে পারে তা হলে মানুষের উপর কেমন হতে পারে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হযরত ওমর রা. থাকলে লোকজন খুব সাবধানে কথা বলতেন। বিশেষ করে মুনাফিকদের ব্যাপারে তিনি এত কঠোর ছিলেন যে, হত্যাই তাদের একমাত্র বিচার মনে করতেন। মক্কা বিজয়ের পূর্বে হযরত হাতিব ইবনে আবু বালতা রা. যখন যুদ্ধের আগাম সংবাদ জানিয়ে মক্কায় চিঠি পাঠিয়ে দিলেন এবং পরে তা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পেরে উদ্ধার করেন তখন হযরত ওমর তরবারি হাতে মজলিসে দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, অনুমতি দিন। এই মুনাফিকের গর্দান আলাদা করে ফেলি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওমর, সে বদরী।[১৩]

খেলাফত লাভ

হযরত আবু বকর রা. অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি পরবর্তী খলিফা নিযুক্ত করে যেতে চাইলেন। তাই পরামর্শক্রমে হযরত ওমর রা. কে-ই বাছাই করলেন। যদিও কেউ কেউ দ্বিমত পোষণ করেছিলেন তার কঠোর স্বভাবের কারণে। কিন্তু পরে সবাই তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে। অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অফাতের পর চারদিকে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়লে সবাই হযরত ওমর রা. কে খলিফা মনোনীত করতে

---

[১৩] বুখারি, মুসলিম, দারাকুতনি, ফাতহুল বারী, মুওয়াত্তা।

www.banglakitab.weebly.com

চাইলেন। কিন্তু তিনি ক্ষমতাপ্রত্যাশী ছিলেন না। তাই তিনি সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর রা. এর হাতে বাইয়াত হলেন।

হযরত ওমর রা. সর্বপ্রথম আমিরুল মুমিনীন উপাধি লাভ করেন। খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের সাথে সাথে তিনি নমনীয় হয়ে পড়লেন। গোলামদের প্রতি এতই দয়ার্দ্র হলেন যে, আরবদের সমস্ত গোলাম আযাদ করে দিয়ে বললেন, আরবরা গোলাম হতে পারে না। চারদিকে ইনসাফ ছড়িয়ে পড়লো। তিনি প্রতি রাতে জনগণের অবস্থা জানার জন্য শহরে ঘুরে বেড়াতেন। এবং যথাসাধ্য সহযোগিতা করতেন। তার সময়ে ইনসাফ এত ব্যাপকতা লাভ করল যে, এক রাতে তিনি হাঁটতে হাঁটতে একটি ঘরে শোনতে পেলেন, এক মা তার মেয়েকে বলছে, ওঠ, ভোর হয়ে এলো। দুধ দোহন করো এবং পানি মেশাও। মেয়ে বলল, মা, খলিফা তো দুধে পানি মেশাতে নিষেধ করেছেন। মা বলল, খলিফা কি এখন দেখবে? মেয়ে বলল, মা, আল্লাহ দেখবেন। পরে এই মেয়ের সাথে ওমর রা. পুত্র আমেরের বিবাহ দেন। তার গর্ভেই পরবর্তী সময়ে ওমর বিন আবদুল আজিজ রহ. জন্মগ্রহণ করেন, অর্থাৎ এই মেয়ে তার নানী। হযরত ওমর রা. এর খেলাফতের মেয়াদ ছিল দশ বছর। তার খেলাফতের আমলেই ইসলাম সবচেয়ে বেশি প্রচার-প্রসার লাভ করে। তিনি ইরাক, ইরান, মাদায়েন, মিসর, হিমস, বায়তুল মুকাদ্দাস এবং আলেকজান্দ্রিয়া বিজয় করে ইসলামের ঝাণ্ডা উত্তোলন করে দিগ্বিদিক ছড়িয়ে দেন। তিনিই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয়ভাবে কাজির ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। তিনিই সর্বপ্রথম সমস্ত ইসলামি সালতানাতের জায়গায় জায়গায় সেনাছাউনি বসান এবং মুসাফিরখানার ব্যবস্থা করেন। তিনি শেষ সময়ে ছয়জন বিশিষ্ট সাহাবির তালিকা করে গিয়েছিলেন, পরামর্শক্রমে যাদের মধ্যে পরবর্তী খলিফা নিযুক্ত হবে।

আল্লাহর ভয় ও রাসুলের ভালবাসা

হযরত ওমর রা. আল্লাহকে ছাড়া কাউকেই ভয় করতেন না। তিনি অধিকাংশ সময় আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন। সারারাত নামাযে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিতেন। আল্লাহর ভয়ে নামাযে এমনভাবে দাঁড়াতেন, যেন

www.banglakitab.weebly.com

কোনো দাস গুরুতর অপরাধের কারণে মুনিবের সামনে কম্পমান। এক রাতে তিনি তার পিঠে এক অনাহারী পরিবারের জন্য আটার বস্তা বহন করে নেওয়ার সময় তার গোলাম বললেন, আমাকে নিতে দিন। তিনি বললেন, কেয়ামতের দিন তুমি আমার বোঝা বহন করতে পারবে না।

আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হতে হবে। আমলের বিচার হবে। এই ভয়ে সবসময় তিনি তটস্থ থাকতেন। হাদিসে এসেছে, কেয়ামতের দিন হযরত আবু বকর রা. কে দিয়ে আল্লাহপাক বিচারের কাজ শুরু করবেন। তিনি জান্নাতের পয়গাম পেয়ে এসে হযরত ওমর রা. কে পাঠাবেন। হযরত ওমর ভয়ে সেখানেই কেঁদে ফেলবেন। অথচ তিনি ঐ দশজনের একজন, যারা দুনিয়াতে-ই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন।

আল্লাহর প্রতি তার যেমন ছিল ভয় তেমনি ছিল ভালবাসা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরও ভালবাসা ছিল প্রগাঢ়। রাসুলের শানে বিন্দু পরিমাণ বেআদবি বা কটূক্তি তিনি সহ্য করতেন না। একবার এক মুসলমান ও ইহুদি কোনো বিষয়ে তর্ক করছিল। বিচারের জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদীর পক্ষে রায় দিলেন। মুসলমান ভাবলো, ওমর তো কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর, তার কাছে যাই। তা হলে আমার প্রতি দয়া হবে। ইহুদির কোনো ভয় নেই। কারণ তার দাবিই সত্য। হযরত ওমর বললেন, আমার কাছে কেন? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাও। তখন ইহুদি ঘটনা বলল। ওমর রা. বললেন, দাঁড়াও আসছি। এ কথা বলে ঘর থেকে তরবারি এনে সেই কথিত মুসলমানের শির মাথা থেকে আলাদা করে ফেললেন। আর বললেন, যে রাসুলের বিচার মানে না, ওমরের কাছে তার বিচার এটাই। পরবর্তী সময় খবর নিয়ে জানা গেলো ঐ ব্যক্তি মুনাফিক ছিল। এমনিভাবে তিনি সকল যুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থেকেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অফাতের পর যখন চারদিকে ক্রন্দন রোল, তখন তিনি তরবারি হাতে বেরিয়ে পড়লেন এবং বললেন, যে বলবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতেকাল করেছে, তার গর্দান আলাদা করে ফেলবো। তার মাঝে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসা এতই প্রগাঢ় ছিল

www.banglakitab.weebly.com

যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকাল তিনি মেনে নিতেই পারছিলেন না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের পর বায়তুল মাকদিস বিজয় হলে তিনি একদিন সেখানে গমন করলেন। সেখানে হযরত বিলাল রা. এর কণ্ঠে আযান শুনে তার মনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতি ভেসে ওঠে। ফলে কাঁদতে কাঁদতে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। মৃত্যুর পরও যেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকতে পারেন তার জন্য হযরত আয়েশা রা. এর কাছে একাধিকবার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি প্রথমে নিষেধ করলেও শেষে হযরত ওমর সেই সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনের আশা পূরণে ছিলেন বদ্ধপরিকর। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশা ছিল মুশরিকশূন্য আরব আর ইহুদিশূন্য মদিনা। তাই হযরত ওমর রা. তার খেলাফতকালে ইহুদিদেরকে মদিনা থেকে তাড়িয়ে দেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তার ভালবাসা সত্যিই অমর হয়ে থকবে।

ইলম ও জ্ঞান

হযরত ওমর রা. ছিলেন ইলমের সাগর। একজন রাসুলের যতমুখী জ্ঞান থাকা আবশ্যক, ঠিক ততখানিই হয়ত ছিল। যার ফলে তার শানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার পর নবী হলে ওমর হত। কিন্তু আমিই শেষ নবী। যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাষ্ট্র-পরিচালনাসহ সকল ক্ষেত্রে তার জ্ঞান অতুলনীয়। কুরআনের বহু আয়াতে তার ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে, তার কথার পক্ষে অবতীর্ণ হয়েছে। যখন মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেল তখন তার ছেলে, যিনি খাঁটি মুমিন ছিলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার পিতার জানাজা পড়ানোর জন্য অনুরোধ জানাল। ফলে দয়ার সাগর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগ্রসর হোলেন। কিন্তু হযরত ওমর রা. জানতে পেরে দৌড়ে গিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছন থেকে জামা টেনে ধরে বললেন, সে মুনাফিক, আপনি তার জন্য

www.banglakitab.weebly.com

ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন না। তখন আয়াত নাযিল হয় 'আপনি তাদের [মুনাফিক] কারো জানাজা পড়াবেন না এবং তাদের কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না'।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি স্বপ্ন দেখলাম, আমাকে একটি দুধের পেয়ালা দেওয়া হলো। আমি তা থেকে পান করলাম এবং অতিরিক্তটুকু ওমরকে দিলাম। তখন সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এর কী ব্যাখ্যা করবেন ইয়া রাসুলাল্লাহ। তিনি বললেন, ইলম।

হযরত কাবিসা ইবনে জাবের রা. বলেন, আল্লাহর শপথ, আমি আবু বকর থেকে বেশি দয়ার্দ্র এবং উত্তম কাউকে দেখিনি। আর কিতাবুল্লাহ সম্পর্কে বেশি জ্ঞানী, দীনের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় ফকিহ, আল্লাহর বিধান পালনে সবচেয়ে শক্ত এবং মানুষের হৃদয়ে সবচেয়ে ভীতি সঞ্চারকারী ওমর ছাড়া কাউকে দেখিনি। এবং ওসমান ইবনে আফ্‌ফান থেকে অধিক লজ্জাশীল কাউকে দেখিনি।

দানশীলতা

হযরত ওমর রা. প্রচুর দান করতেন। তাবুক যুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সবাইকে সম্পদ জমা করতে বললেন তখন তিনি তার সম্পদের অর্ধেক আল্লাহর রাস্তায় দান করলেন। খায়বর যুদ্ধে মুসলমানদের এত বেশি গনিমত অর্জন হয় যে, রীতিমত দরিদ্রজন ধনীতে পরিণত হয়। যাকাত গ্রহণের হকদার ব্যক্তি যাকাত প্রদান করতে থাকে। সেই সময়ে হযরত ওমর রা. তার প্রাপ্য সকল সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করে দেন। আর এটাই আল্লাহর রাস্তায় সর্বপ্রথম ওয়াক্‌ফকৃত মাল। তার খেলাফতকালে এক দরিদ্র ব্যক্তি তাঁর কাছে অভাবের কথা বললেন। তিনি নিজের জামা খুলে তাকে দিয়ে দিলেন।

সন্তান-সন্ততি

হযরত ওমর রা. মোট পাঁচটি বিবাহ করেন। তবে একত্রে নয়। কাউকে ইসলাম গ্রহণ না করার কারণে, কারো সাথে বনিবনা না হওয়ার কারণে

www.banglakitab.weebly.com

তালাক প্রদান করেন। তিনি সর্বশেষ হযরত আলি রা. এর কন্যা হযরত উম্মে কুলসুম রা. কে বিবাহ করেন। তার দীর্ঘ জীবনের সাধ ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। ফলে তিনি এই বিবাহে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

হযরত ওমর রা. এর সন্তান-সন্ততির মধ্যে উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা রা. ও হযরত আবদুল্লাহ রা. অত্যধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। হযরত ওমর রা. এর আর যে সব সন্তানের নাম পাওয়া যায় তারা হলেন যায়েদ, মুজির এবং আবদুর রহমান রা.। হযরত যায়েদ পিতার জীবদ্দশায় ইনতেকাল করেন।

ওমর (রা)-এর শাসন ব্যবস্থা

হযরত ওমর রা. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজেতাদের অন্যতমই ছিলেন না, সুযোগ্য প্রশাসক হিসেবেও তিনি অক্ষয় কীর্তি রেখে গিয়েছেন। হিট্টি বলেন, "ইসলামের ইতিহাসে হযরত ওমর রা. ছিলেন ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায় জাতির দিক নির্দেশক।" তিনি শুধু বিশাল সাম্রাজ্য জয়ই করেননি একটি সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট শাসন ব্যবস্থাও কায়েম করে গিয়েছেন। যা নিম্নে প্রদত্ত হলো,

১. **শাসন ব্যবস্থার দুটি মূলনীতি :** তার শাসন ব্যবস্থা প্রধানত দু'টি মূলনীতির উপর নির্ভরশীল। প্রথমত তিনি আরবীয়দের জাতীয়তা রক্ষা করার জন্য খায়বর হতে ইহুদিদেরকে এবং নাজরান হতে খ্রিষ্টানদেরকে উচ্ছেদ করেন। দ্বিতীয়ত: আরব আভিজাত্য সৃষ্টির মানসে তিনি আরব অনারবে মেলামেশা ও বিবাহ বন্ধন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

২. **পরামর্শ সভা :** আল্লামা শিবলী নোমানীর ভাষায় ওমর রা.-এর বক্তব্য "পরামর্শ ব্যতীত কোন খিলাফত হতে পারে না।" হযরত ওমর রা.-এর শাসন ব্যবস্থা দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। ক. মজলিসুল-খাস ও খ. মজলিসুল-আম।

www.banglakitab.weebly.com

৩. **পুলিশ বাহিনী :** ওমর রা. জনশক্তি রক্ষা ও অপরাধ নিবারণ কল্পে দিওয়ানে এহ্দাস নামে পুলিশ বিভাগ খোলেন এবং এর বিভাগীয় প্রধানকে সাহেবুল এহ্দাস' বলা হত।

৪. **গণতান্ত্রিক শাসন :** ঐতিহাসিক মাওলানা মুহাম্মদ আলী বলেন, "Under Omar :he principle of democracy was carried :o a poin: :o which i: will ye: :ake :he world :ime :o a::ain." গণতন্ত্রের ভিত্তিতে তিনি রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেছিলেন।

৫. **রাজস্ব বিভাগ বা দিওয়ান :** ভনক্রেমার ভাষায়, "সংক্ষেপে ওমরের দিওয়ানের ভিত্তিমূলে ইসলামের গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা গ্রথিত ছিল।"

৬. **প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা :** শানস ব্যবস্থার সুবিধার জন্য ওমর রা. সমগ্র সাম্রাজ্যকে ১৫টি প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রদেশের শাসন কর্তার উপাধি ছিল আমীর এবং জেলার শাসক ছিলেন ওয়ালী বা নায়েব।

৭. **সামরিক বিভাগ :** ওমর রা. সেনাবাহিনীকে নিয়মিত ও অনিয়মিত দুই ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। নিয়মিত সৈন্য বাহিনী সব সময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকত।

৮. **বিচার বিভাগ :** বিচার ব্যবস্থায় তিনি ছিলেন কঠোর। তিনি বিশ্বাস করতেন, Law is no respec:or of person বিচার বিভাগের সংস্কার সাধনে ইসলামের ইতিহাসে হযরত ওমর রা. এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। আদর্শ রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে খলিফা ওমর রা. বিচার বিভাগকে নির্বাহী শাসন ব্যবস্থা হতে পৃথক করে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। তারই কঠোর নির্দেশে দিগ্বিজয়ী মহাবীর খালিদ সেনাপতির পদ হতে সামান্য সৈনিকের পদে নেমে আসেন। কথিত আছে যে, "ওমরের চাবুক অপরের তলোয়ার হতে ভয়ঙ্কর ছিল।" তার বিচার বিভাগ একদিকে যেমন অত্যন্ত সুক্ষ্ম ছিল, তেমনি অপর দিকে বিচার ব্যবস্থা ছিল অত্যান্ত কঠোর।

www.banglakitab.weebly.com

শুধু তার শাসন নীতির জন্যই নয় চরিত্র মাধুর্য, বিখ্যাত বিজেতা, এবং বৈপ্লবিক সংস্কারক হিসেবেও তিনি সমসাময়িক এবং পরবর্তীকালে ইতিহাসের একজন আদর্শ রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। বস্তুত তার মত ন্যায়পরায়ণ সত্যনিষ্ঠ এবং দায়িত্ব সম্পন্ন শাসক পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। ধর্মানুরাগ কোমলতা, সংযম, বিচক্ষণতায় তিনিই ছিলেন মহানবীর প্রতিচ্ছবি। তিনি প্রকৃতপক্ষে ইসলামের রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি শরীয়তের আইন প্রবর্তন করে রাজস্ব ও বিচার ব্যবস্থা সংস্কার সাধন করেন। মূলত তার শাসন প্রণালী এত ব্যাপক ও চমৎকার যে ইহা স্বল্প পরিসরে আলোচনা করে শেষ করা যায় না। ঐতিহাসিক ইমামুদ্দীন বলেন, "He was no: only a grea: conqueror bu: classed for all :ime, among :he bes: of rulers and mos: successful of :he na:ional leders."

তাই ইসলামের মত এক সুন্দর আদর্শও মক্কার কোরাইশগণ গ্রহণ করেনি; বরং মুসলমানদের উপর শুরু হয় কোরাইশদের অমানুষিক অত্যাচার নির্যাতন। ফলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবিগণ মাতৃভূমি ছেড়ে মদিনায় হিজরত করতে বাধ্য হন।

ইনতেকাল

হযরত ওমর রা. তেষট্টি বছর বয়সে ২৩ হিজরি সনে শাহাদাত বরণ করেন। তার খেলাফতের বয়স ছিল দশ বছর পাঁচমাস এক দিন। তাকে ২৪ হিজরির মহররমের সকালে দাফন করা হয়। তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন যিলহজ মাসের ২৬ তারিখ বুধবার সকালে। আক্রান্ত হওয়ার পর চতুর্থ দিন শাহাদাত বরণ করেন। তিনি শহীদ হবেন, তা পূর্ব থেকেই মহান প্রভুর দরবারে নির্ধারিত ছিল। তাই তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আবু বকর, ওমর আর ওসমান রা. কে নিয়ে অহুদ-পাহাড়ে আরোহণ করলেন তখন অহুদ-পাহাড় কেঁপে উঠল। আর রাসুলের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, থাম, অহুদ-পাহাড় থাম। তুমি কি জান তোমার উপর কারা আছে? নবী, সিদ্দিক এবং শহীদ।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত ওমর রা. শেষ হজ থেকে ফেরার পথে আবতা নামক স্থানে উট থামিয়ে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ, আমার বয়স অনেক হয়েছে। শক্তি কমে গেছে। তোমার বান্দাগণ দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়েছে। তুমি আমাকে তোমার কোলে তুলে নাও।

তার শাহাদাতের ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। ২৩ হিজরি সনের যিলহজ মাসের ২৬ তারিখ ফজরের নামাযের কাতার ঠিক করছিলেন হযরত ওমর রা.। ইকামতের পর তিনি নিয়ত বাধলেন এবং প্রথম রাকাতে সূরা ইউসুফ বা সূরা নাহল শুরু করলেন। এমনি সময় তিনি তাকবির বলে উঠলেন এবং বলতে লাগলেন, আমাকে হত্যা করেছে কিংবা বললেন, কুকুর আমাকে খেয়ে ফেললো। এ বলে তিনি হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. কে সামনে বাড়িয়ে দিলেন ইমামতির জন্য। ফলে তিনি সংক্ষেপে নামায শেষ করলেন। মুসল্লিরা হযরত ওমরের আওয়াজ না পেয়ে তাকবির দিতে লাগলো। এ দিকে একটি লোক কাতার ভেঙ্গে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল। আর ডানে বামে যাকে পাচ্ছিল তাকেই আঘাত করছিল। এ অবস্থা দেখে একজন মুসলমান তার উপর চাদর নিক্ষেপ করলো। যখন সে দেখল ধরাপড়ে যাচ্ছে, তখনি সে তার ছুরি দিয়ে আত্মহত্যা করল। নামায শেষে হযরত ওমর রা. বললেন, এই ইবনে আব্বাস, দেখ তো কে আমাকে আঘাত করল? তখন তিনি গিয়ে দেখলেন হযরত মুগিরা ইবনে শুবা রা. এর গোলাম আবু লুলু। সে কামারের কাজ করত এবং অস্ত্র নির্মাণ করত। ঐ দিন সে মোট তেরজনকে আঘাত করেছিল। তাদের মধ্যে সাতজন শহীদ হয়েছেন। এরপর হযরত ওমর রা. তিনদিন পৃথিবীতে থেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার দুই সাথী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রা. এর সাথে তাকে চিরদিনের জন্য শোয়ানো হয়।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত ওসমান রা.

নাম ও বংশপরিচয়

নাম ওসমান। পিতার নাম আফফান। ডাকনাম আবু আবদুল্লাহ। কেউ কেউ বলেন, আবু আমর তার ডাকনাম। উপাধি হলো জুন্নুরাইন। তার মাতা আরওয়া বিনতে কুরাইজ। তিনি কুরাইশ বংশের উমাইয়া শাখার সন্তান। তার উর্ধ্বতন পুরুষ আবদে মানাফে গিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশ–তালিকার সাথে মিলিত হয়েছে। তার নানি রায়দা বিনতে আবদুল মুত্তালিব রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফু। এভাবে মাতাপিতা উভয়ের বংশ রাসুলের বংশের সাথে মিলিত হয়েছে।

আরবে তখন দুটি গোত্রের প্রসিদ্ধি এবং প্রভাব ছিল। ধর্মীয় দিক দিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশ বনু হাশিম। আর এ দিকেই মানুষ ঝোঁকত বেশি। অপরদিকে ওসমান রা. এর বংশ বনু উমাইয়া ছিল আর্থিক দিক দিয়ে প্রতিপত্তিশালী। তার বংশের উমাইয়া বিন আবদে শামস অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। তার নামেই তাদেরকে বনু উমাইয়া বলে ডাকা হত।

ইসলামগ্রহণ

হযরত ওসমান রা. শিক্ষাগ্রহণের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্য করতে থাকেন এবং এতে অত্যন্ত লাভবান হন। ফলে তার সুখ্যাতি সারা আরবে ছড়িয়ে পড়ে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতপ্রাপ্তির সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৪ বছর। হযরত আবু বকর রা. ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনিও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে লোকজনকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতে থাকেন। হযরত আবু বকর রা. ছিলেন

www.banglakitab.weebly.com

বংশগতভাবে সম্ভ্রান্ত, ভদ্র ও জ্ঞানী। লোকজন তাঁর কাছে আসা-যাওয়া করত। তাই তাঁর হাতে যুবায়ের ইবনুল আওয়াম, তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ এবং ওসমান রা.-সহ অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করলেন। হযরত আবু বকর রা. ওসমান রা. কে ইসলামের দাওয়াত দিলে তাঁর মন ইসলামের প্রতি ঝুকে পড়ে। এরই মধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে এসে গভীর সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকান এবং বলেন, ওসমান, আমি মানবজাতির হেদায়েতের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে রাসুল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। তুমি কি আল্লাহর বেহেশত কবুল করবে না? তাঁর মন আগেই প্রস্তুত ছিল। তাই তিনি সাথে সাথে ইসলাম কবুল করলেন। তিনি বলেন, আমি সেই চারজনের চতুর্থজন, যারা প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি বংশীয় গৌরব উপেক্ষা করে ইসলাম কবুল করেন।

তাঁর ইসলাম কবুল করার সংবাদ গোটা উমাইয়া বংশে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাঁর বংশের দুই প্রভাবশালী আকাবা ও আবু সুফিয়ানের ক্ষোভের সীমা রইল না। তারা হযরত ওসমান রা. এর চাচা আকাবা ইবনে আসের কাছে হযরত ওসমানের বিরুদ্ধে নালিশ করল। তারপর তারা তাঁকে রশি দিয়ে শক্ত করে বেধে ঘরে আটকে রাখল। আর তাকে সীমাহীন কষ্ট দিতে লাগল। এমনকি খাবার সরবরাহ বন্ধ করে দিল। ছালা পুড়িয়ে ধোঁয়া তাঁর নাকে ঢুকিয়ে দেওয়ার মত অমানবিক নির্যাতন করত। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তিনি ছিলেন ইসলামের উপর অটল, অবিচল। একসময় নিরুপায় হয়ে তারা তাঁকে আপন পথে ছেড়ে দিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এই অবিচলতায় অত্যন্ত খুশি হলেন এবং মেয়ে রুকাইয়াকে তাঁর সাথে বিবাহ দিলেন। হযরত রুকাইয়া দ্বিতীয় হিজরিতে মদিনায় ইনতেকাল করলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দ্বিতীয় কন্যা উম্মে কুলসুমকেও তাঁর সাথে বিবাহ দেন। এ জন্য তাঁকে জুন্নুরাইন বলা হয়। এই স্ত্রীও ইনতেকাল করলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার তৃতীয় কন্যা থাকলে তাকেও ওসমানের সাথে বিবাহ দিতাম। [১৪]

---

[১৪] ইবনে হিশাম, আল ইসাবা, তাবাকাতে ইবনে সাদ।

www.banglakitab.weebly.com

হিজরত

নবুওয়াতের পঞ্চম বছর মুশরিকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যারা হাবাশায় হিজরত করেছিলেন হযরত ওসমান রা. তাদের একজন। তিনি তার স্ত্রী, নবী-কন্যা রুকাইয়া রা. কে সঙ্গে নিয়ে হিজরত করেন। হযরত লুত আ. এর পর তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি সপরিবারে হিজরত করেন। তাঁর হিজরতের পর বহুদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কোনো খবর না পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। পরবর্তী সময়ে হাবাশা থেকে এক কুরাইশ মহিলা এলে তাকে সংবাদ জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, আমি দেখেছি রুকাইয়া গাধার পিঠে আর ওসমান তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এ সংবাদ শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য দোয়া করলেন। সেখানে তাদের একটি সন্তান, আবদুল্লাহ হয়েছিল। ফলে তিনি আবু আবদুল্লাহ উপাধি লাভ করেন। চতুর্থ হিজরি সনে এই ছেলে ইনতেকাল করে।

হাবাশায় থাকাকালে কেউ গুজব ছড়ালো যে, মক্কার সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছে। তখন হযরত ওসমান রা.-সহ অনেকেই মক্কায় ফিরে এলেন। খবরটা মিথ্যা ছিল। হাবাশা থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য কেউ এই গুজব রটিয়েছিল। ফলে কিছু সংখ্যক সাহাবা পুনরায় হাবাশায় চলে যান। কিন্তু হযরত ওসমান রা. মক্কায় থেকে যান এবং পরবর্তী সময়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মদিনায় হিজরত করেন। তিনি অত্যধিক ধনী হওয়ার দরুন 'গনি' উপাধি লাভ করেছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় মুহাজির ও আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃ-বন্ধন স্থাপন করার সময় হযরত আউফ ইবনে সাবেত রা. এর সাথে হযরত ওসমান রা. এর ভ্রাতৃত্ব গড়ে দেন। হযরত আউফ ছিলেন মুসলিম কবি হযরত হাসসান ইবনে সাবেত রা. এর ভাই। তাই হযরত হাসসান রা. হযরত ওসমান রা কে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাঁর শাহাদাতের পর তিনি খুব কেঁদেছিলেন।[১৫]

---

[১৫] আল ইসাবা, মুসতাদরাক, তাবাকাতে ইবনে সাদ।

www.banglakitab.weebly.com

জিহাদে অংশগ্রহণ

হযরত ওসমান রা. অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। তবে এ কোমলতা ছিল নিজেদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে। হিজরতের পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতগুলো জিহাদ করেছেন তিনি সব কটিতেই সোৎসাহে অংশগ্রহণ করেছেন। তবে বদরযুদ্ধে সশরীরে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। কেননা সেনাপতি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মদিনায় অবস্থান করে অসুস্থ রুকাইয়া রা. এর দেখভাল করার জন্য নির্দেশ দেন। বদরযুদ্ধে জয়লাভ করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় ফিরে আসার পূর্বেই হযরত রুকাইয়া ইনতেকাল করেন। তিনি এসে দেখেন তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থায় লোকজন ব্যস্ত আছে। ওসমান রা. এর মত আরো সাতজন সাহাবি বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের সকলকে বদরী সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তাঁদেরকে গনিমতের অংশও দিয়েছেন। কারণ তারা প্রত্যেকেই যুদ্ধের কাজেই বিভিন্ন স্থানে গিয়েছিলেন। কেউবা মদিনার অস্থায়ী শাসক, কেউবা সংবাদবাহক। ইত্যাদি।

হযরত ওসমান রা. দুই কারণে সীমাহীন দুঃখে নিমজ্জিত হলেন। এক. ইসলামের প্রথম জিহাদে অংশগ্রহণ করতে না পারা। দুই. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আত্মীয়তা-সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে পড়া। হযরত ওমর রা. তাকে এমন দুঃখিত দেখে বললেন, 'আপনার ধৈর্য ধরা উচিত। যা হওয়ার তা হয়ে গেছে।' তিনি বললেন, 'আমার দুঃখ রাসুলের সাথে আমার আত্মীয়তা-সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এমন দুঃখ দেখে তাঁর অপর কন্যা উম্মে কুলসুম রা.-কেও তাঁর সাথে বিবাহ দেন।

অহুদযুদ্ধে মুজাহিদদের ছত্রভঙ্গের সময় যেকজন সাহাবা রাসুলের সঙ্গে থেকে দৃঢ়তার সাথে লড়াই করেছেন হযরত ওসমান রা. তাদের অন্যতম।

চতুর্থ হিজরি সনে যাতুর রিকা যুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় তাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে যান।

www.banglakitab.weebly.com

খন্দক যুদ্ধের পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় রওয়ানা হলে হযরত ওসমান রা. তাঁর সাথে ছিলেন। হুদায়বিয়ার যেই ঐতিহাসিক বিজয়-সন্ধি কাফেরদের সাথে হয়েছিল হযরত ওসমান রা. ছিলেন তার কেন্দ্রবিন্দু। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরার উদ্দেশ্যে হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছে জানতে পারলেন যে, মুশরিকরা তাঁকে এ বছর ওমরা করতে দিবে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ করতে আসেননি বিধায় মক্কাবাসীকে বুঝানোর জন্য হযরত ওসমান রা. কে তাদের কাছে পাঠালেন। তিনি মক্কায় গিয়ে তাদেরকে অনেক বুঝালেন কিন্তু তারা তাকে উল্টো বন্দি করে ফেলল এবং পরবর্তী সময়ে তাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, তুমি তাওয়াফ করে চলে যাও। তিনি বললেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছাড়া আমি কিছুতেই তাওয়াফ করব না।' মক্কাবাসীরা তাঁকে তিনদিন আটকে রাখল কিন্তু হত্যা করার সাহস পেল না। ওসমান রা. এর ফিরে আসতে দেরি দেখে মুসলমানরা ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। আর এ দিকে গুজব ছড়িয়ে পড়লো- ওসমান নিহত হয়েছে। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন বাবলা গাছের নিচে চোদ্দশ সাহাবার হাতে এই মর্মে বাইয়াত নিলেন যে, তারা ওসমান-হত্যার প্রতিশোধ নিবেন; যা ইতিহাসে 'বাইয়াতুর রিদওয়ান' নামে খ্যাত। বাইয়াতের সময় হযরত ওসমান রা. না থাকায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের এক হাত অন্য হাতের উপর রেখে বাইয়াত নিলেন এবং বললেন, এটা ওসমানের হাত। তারপর মক্কাবাসীদের সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সন্ধি করেন সেটাই ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে খ্যাত। এরপর যত যুদ্ধ হয়েছে সব কটির মধ্যেই হযরত ওসমান রা. সশরীরে এবং জানমাল দিয়ে সক্রিয়ভাবে শরিক থেকেছেন।[১৬]

[১৬] বুখারি, তিরমিযি, ইবনে হিশাম, তাবাকাতে ইবনে সাদ।

www.banglakitab.weebly.com

স্বভাব-চরিত্র

হযরত ওসমান রা. জন্মগতভাবেই লজ্জাশীল এবং চরিত্রবান ছিলেন। জাহেলি যুগে মানুষ মদপান, জুয়া খেলা, ব্যাভিচার, লুটতরাজসহ যেসমস্ত অপকর্ম করত, তিনি এগুলোকে ঘৃণা করতেন। তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত। তাই তিনি দ্বিধাহীনভাবেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাঁর লজ্জা ও নম্রতা এত বেশি ছিল যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ওসমানকে দেখে ফেরেশতারাও লজ্জা পায়। তিনি ছিলেন সত্য পরামর্শদাতা, উত্তম উপদেশদাতা এবং নেক কাজ করার ব্যাপারে অপরিসীম আগ্রহী।

দানখয়রাত তাঁর স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি প্রচুর অর্থ দান করেছেন। শুধু তাবুক যুদ্ধেই তিনি দান করেছেন সাড়ে নয়শ উট, পঞ্চাশটি ঘোড়া। ইবনে ইসহাক বলেন, তাবুক যুদ্ধে হযরত ওসমান রা. এত বেশি অর্থ দান করেছিলেন যে, তাঁর সমপরিমাণ কেউ দিতে পারেনি। তাবুক যুদ্ধের এক-তৃতীয়াংশ সৈন্যের দায়িত্বভার তিনি তার কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। ফলে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সামনের পিছনের সব গুনাহ মাফের জন্য দোয়া করেছেন। তিনি বলেন, আজ থেকে ওসমান যা কিছু করবে কোনো কিছুই তার জন্য ক্ষতিকর হবে না।

হযরত আবু বকর রা. এর যুগে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ঐ সময় হযরত ওসমান রা. এর এক হাজার উট বিদেশ হতে খাদ্যসামগ্রী নিয়ে মদিনায় পৌঁছলে অনাহারক্লিষ্ট মানুষেরা তা চড়া মূল্যে ক্রয় করতে চাইল। তিনি বিক্রি না করে এক হাজার উটের সমুদয় খাবার মানুষের জন্য ওয়াক্ফ করে দিলেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে পানির বড় অভাব ছিল। এক ইহুদির কূপ ছাড়া আর কারোরই কূপ ছিল না। তখন ওসমান রা. বেশ কিছু কূপ চড়া মূল্যে ক্রয় করে মুসলমানদের জন্য ওয়াক্ফ করে দেন।

www.banglakitab.weebly.com

এক যুদ্ধে মুসলমানদের খাদ্যের অভাব হলে তিনি চোদ্দটি উট বোঝাই খাবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদিয়া দিয়ে বললেন, মুসলমানদের মাঝে এগুলো বণ্টন করে দিন।

অগাধ ধনসম্পত্তির মালিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি কোনোদিন এই ভাব দেখাননি যে, তিনি ধনবান। অত্যন্ত সা'দাসিধেভাবে তিনি চলাফেরা করতেন। কথাবার্তা, খাওয়াদাওয়ায় সবসময় ছিলেন সাধারণ থেকে আরো সাধারণ। খলিফা হওয়ার পরও তিনি মসজিদে নববীতে মাথার নিচে কাপড় দিয়ে শুয়ে পড়তেন। তাঁর বহু দাস-দাসী থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজের কাজ নিজেই করতেন। কোনো ঘুমন্ত দাসীকে তিনি কখনো ডাকতেন না। প্রতি সপ্তাহে তিনি একটি করে গোলাম আযাদ করতেন।

হযরত ওসমান ছিলেন অত্যন্ত নরম স্বভাবের। খলিফা-পদে অধিষ্ঠিত হয়েও কারো সাথে কঠোর ব্যবহার করেননি। একদিন তিনি খুতবা পাঠ করছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি বাধা দিয়ে বলল, ওসমান, তাওবা কর এবং সীমালঙ্ঘন করা থেকে বিরত হও। হযরত ওসমান রা. তৎক্ষণাৎ কেবলামুখী হয়ে বললেন, হে আল্লাহ, আমি তাওবা করলাম এবং তোমারই মুখাপেক্ষী হলাম।[১৭]

আল্লাহর ভয় ও রাসুলের মহব্বত

হযরত ওসমান রা. এর মাঝে আল্লাহ তায়ালার তাকওয়া ও ভয়-ভীতি ছিল সীমাহীন। আখেরাতের চিন্তায় থাকতেন সর্বদা চিন্তিত। তিনি কোনো কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে এত বেশি কাঁদতেন যে, তাঁর দাড়ি মোবারক ভিজে যেত। লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করত, আপনি কবরের কাছে এলে এত বেশি কাঁদেন কেন, অথচ অন্য সময় এত কাঁদেন না? তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কবর হল আখেরাতের প্রথম ঘাটি। যে এটা পার হতে পারবে সে-ই কামিয়াব। জানি না আমার প্রথম ঘাটি কেমন হবে; তাই এত কাঁদি।

---

[১৭] বুখারি, মুসনাদে আহমদ, তাবারি, খোলাফায়ে রাশেদীন।

www.banglakitab.weebly.com

একবার তিনি ক্রোধবশত এক গোলামের কান ধরে টান দেন। পরে তিনি অনুতপ্ত হন এবং প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য গোলামকে বলেন, আমার কানও তুমি টেনে দাও। সে রাজি না হওয়ায় তিনি তাকে বাধ্য করেন। বলেন, জোড়ে টানো যেমন আমি টেনেছিলাম। দুনিয়ার প্রতিশোধ পরকালের শাস্তি হতে হালকা।

রাসুল সা. এর ভালবাসায় ছিল তাঁর অন্তর ভরপুর। তিনি যেকোনো সময় যেকোনো পরিস্থিতিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করতে চেষ্টা করতেন। বাইয়াতে রিদওয়ানের দিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে হাতকে ওসমানের হাত বলেছিলেন তিনি সে হাত দিয়ে কখনোই অমঙ্গল স্পর্শ করেননি। এতটাই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন রাসুল সা. কে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুখ-শান্তি তাঁর একান্ত কাম্য ছিল। তাই তিনি সবসময় তাঁর পরিবারের লোকজনকে টাকা পয়সা হাদিয়া দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করতেন।

একবার এক সাহাবির দুই ছেলে এক ইহুদির বাগানে গেল। তারা বাগানে পড়ে থাকা দুটি খেজুর খেল। ফলে সেই ইহুদি তাদেরকে গাছের সাথে বেধে রাখল। অভাবের কারণে সাহাবি তাঁর জরিমানা দিয়ে ছেলেদেরকে ছাড়িয়ে আনতে পারছিল না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জেনে কাঁদতে লাগলেন। এ অবস্থা দেখে হযরত ওসমান রা. একশ খেজুর গাছবিশিষ্ট একটি বাগানের বিনিময়ে সেই খেজুর গাছটি ক্রয় করে তাদেরকে মুক্ত করে আনেন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখের পানি মুছে দেন।

খেলাফত লাভ

হযরত ওমর রা. আততায়ীর দ্বারা আক্রান্ত হলে পরবর্তী খলিফা নির্ধারণ করে দেওয়ার জন্য সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে অনুরোধ করল্লেন। তিনি বললেন, যদি আমি খলিফা নিযুক্ত করে যাই তা হলে আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তির পথই অনুসরণ করলাম [তথা হযরত আবু বকর রা.]। আর যদি নিযুক্ত করে না যাই তা হলেও আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তির পথ

www.banglakitab.weebly.com

অনুসরণ করলাম [তথা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]। তারপর তিনি বললেন, যদি আবু ওবায়দা জীবিত থাকত তা হলে তাকেই খলিফা নিযুক্ত করে যেতাম। আমার রব আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলতাম, আপনার নবীকে বলতে শুনেছি, সে এই উম্মতের সবচেয়ে বিশ্বস্ত লোক। আর যদি আবু হুজায়ফার আযাদ-করা গোলাম সালেমও জীবিত থাকত তা হলে তাকে খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে যেতাম। আমার রব আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলতাম, আপনার নবীকে বলতে শুনেছি, সালেম বড় আল্লাহ-প্রেমিক লোক। ফলে তিনি ছয়জনের এক জামাতের নাম উল্লেখ করে বললেন, এঁদের মধ্যেই পরামর্শক্রমে তোমরা একজনকে খলিফা নির্ধারণ করবে এবং তাকে সাহায্য করবে। ফলে হযরত ওসমান রা. এর হাতেই আল্লাহপাক খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, তোমার হাতে খেলাফতের দায়িত্ব এলে তা গ্রহণ কর এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাতে বহাল থেক। এ যেন রাসুলেরই পূর্ব-নির্ধারণ। তাই পরবর্তী সময়ে দেখা গেছে শত বিপদ আসা সত্ত্বেও তিনি খেলাফতের দায়িত্ব ছাড়েননি।

হযরত ওসমান রা. খলিফা হওয়ার পর সেই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন, যা হযরত সিদ্দিকে আকবর রা. এর বেলায় হয়েছিল। ফলে তিনি তাঁর পথই অনুসরণ করলেন। হযরত ওমর রা. যেসমস্ত দেশ জয় করেছিলেন তারা বিদ্রোহ করে বসল। চারদিকে যখন বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল তখন হযরত ওসমান রা. সেগুলোকে কঠোর হাতে দমন করলেন। তিনি সবদিকেই সৈন্য প্রেরণ করলেন। হযরত অলিদ ইবনে আকাবা রা. আজারবাইজানের বিদ্রোহ দমন করেন। হযরত মুগিরা ইবনে শোবা রা. হামাদানবাসীর বিদ্রোহ দমন করেন। হযরত আবু মুসা আশআরি রা. ও হযরত বারা ইবনে আযেব রা. সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রায়বাসীদের বিদ্রোহ দমন করেন। আলেকজান্দ্রিয়ার বিদ্রোহ খুব সহজেই হযরত আমর ইবনুল আস রা. দমন করেন। রোমানরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে হযরত ওসমান রা. আট হাজার মুজাহিদের এক জামাত হযরত সালমান ইবনে রাবিআ রা. এর নেতৃত্বে হযরত মুয়াবিয়া রা. এর সাহায্যে প্রেরণ করেন।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত ওসমান রা. খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পর ওই পথেই চলেছেন যে পথে তার দুই সাথী চলে গেছেন। তিনি বিভিন্ন দেশ জয় করে ইসলাম সম্প্রসারণের প্রতি আত্মনিয়োগ করেন। কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি বিদ্রোহকবলিত ওইসব দেশকে দমন না করলে বিজিত এলাকাগুলো মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যেত।

শাহাদাতবরণ

হযরত ওসমান রা. এর শাহাদাতের ঘটনা খুবই মর্মান্তিক। বড় আফসোস হয় ওইসমস্ত লোকের ব্যাপারে, সাহাবাদের সাথে যারা বে-আদবি করেছিল।

কিছু লোক তখন প্রকাশ্যভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছে বটে তবে গোপনে ইসলাম ধ্বংস করার পায়তারা করে। তাদের নেতৃত্বে ছিল আবদুল্লাহ ইবনে সাবা। মূলত সে ছিল ইহুদি। সে প্রথমে মিসর, পরে সমগ্র ইসলামি সালতানাত ভ্রমণ করে মানুষদেরকে তৃতীয় খলিফার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলতে থাকে। সে তার অপচেষ্টায় সফলও হয়। এমনকি তারা মদিনায় এসে মুসলমানদের মাঝে বিভক্তি ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। সেসময়ই শিয়া মতবাদের সৃষ্টি হয়। এই সূত্র ধরেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত নির্ভেজাল দীন ভেঙ্গে বহুদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তবে সত্য সর্বদাই ভারী থাকে। হযরত আলি রা. অস্ত্র হাতে তাদেরকে প্রতিহত করতে চাইলে হযরত ওসমান রা. বললেন, আমি কোনো মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করব না। উল্লেখ্য দুর্ভাগ্যবশত বিভ্রান্তির শিকার হয়ে কিছু মুসলমানও তাদের সাথে শরিক হয়েছিল। ফলে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ও তার দলবল এটাকে সুযোগ মনে করল এবং ষড়যন্ত্র আরো জোরেশোরে শুরু করল।

বিদ্রোহীরা তাঁকে তিনদিন আটক রাখল এবং এত কষ্ট দিল যে, তাঁকে তাঁর দান করা কূপের পানি পর্যন্ত পান করতে দেয়নি। অবশেষে ১৮ যিলহজ ৩৫ হিজরি বিকেলে তারা দেয়াল টপকে ভিতরে প্রবেশ করল। প্রথমে মুহাম্মদ বিন আবু বকর গিয়ে হযরত ওসমান রা. এর দাড়ি ধরল। তখন তিনি তাকে বললেন, মুহাম্মদ, তোমার পিতা থাকলে কি তুমি

www.banglakitab.weebly.com

এমনটা করতে? ফলে সে লজ্জা পেয়ে দাড়ি ছেড়ে দিল এবং ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তখন অন্যরা তাঁর উপর ঝাপিয়ে পড়ে তরবারির আঘাতে তাকে রক্তাক্ত করে ফেলল। হযরত ওসমান রা. এর স্ত্রী বাধা দিতে এলে তারা তাকেও ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। তারা শুধু তাকে হত্যাই করেনি; যাবার সময় ঘরের আসবাবপত্রও লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। শহীদ হওয়ার সময় তিনি সূরা বাকারা তিলাওয়াত করছিলেন।

পরিস্থিতি এত খারাপ হওয়া সত্ত্বেও তিনি খেলাফতের দায়িত্ব ছাড়েননি। কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক নিজের শাহাদাতের ব্যাপারে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন, তোমাকে হত্যা করা হবে। আর তুমি থাকবে মজলুম। যেদিন তিনি শাহাদাতবরণ করেন সেদিন তিনি স্বপ্নে দেখলেন, রাসুল সা., আবু বকর রা. ও ওমর রা. তাঁকে বলছেন, তাড়াতাড়ি প্রস্তুতি নাও, আজ আমাদের সাথে ইফতার করবে। তিনি সেদিন রোজাদার ছিলেন। শাহাদাতের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।[১৮]

[১৮] বুখারি, মুসনাদে আহমদ, তাবাকাতে ইবনে সাদ, মুসতাদরাকে হাকিম।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত আলি রা.

নাম-পরিচয়

নাম, আলি। উপাধি আসাদুল্লাহ, হায়দার ও মুরতাযা। ডাকনাম আবুল হাসান ও আবু তুরাব। পিতা, আবু তালিব ও মাতা ফাতিমা বিনতে আসাদ।

জন্ম ও বংশপরিচয়

হযরত আলি রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত-প্রাপ্তির দশ বছর পূর্বে মক্কার সুবিখ্যাত কোরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তার মাতা ফাতিমা বিনতে আসাদ কাবাঘর তাওয়াফ করছিলেন। এমন সময় প্রসববেদনা আরম্ভ হয়। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কাবাঘরে ঢুকে পড়লেন এবং সেখানেই হযরত আলি রা. জন্মগ্রহণ করেন। কাবাঘরে জন্মলাভ করার সৌভাগ্য একমাত্র হযরত আলিই অর্জন করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বপুরুষ অল্প কয়েকজন বুযুর্গ এমন ছিলেন, যারা মাতা-পিতা উভয়ের দিক দিয়ে হাশেমি বংশধর, তাদের মধ্যে হযরত আলি রা. এর স্থান সবার আগে।

শৈশবকাল

মুসলিম শরিফ, সিরাতে ইবনে হিশাম প্রভৃতি কিতাবে উল্লেখ রয়েছে, হযরত আলি রা. এর বয়স যখন ৫ বছর তখন মক্কায় চরম খাদ্যসঙ্কট দেখা দেয়। আবু তালিব প্রতাপশালী হলেও অর্থশালী ছিলেন না। তার পরিবার-পরিজনের সদস্য সংখ্যা ছিল খুব বেশি। প্রত্যেকের লালন-পালনের দায়িত্ব ছিল একমাত্র তার উপর। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলি রা. কে নিজের দায়িত্বে নিয়ে নেন এবং শেষ পর্যন্ত আলি রা. এর

www.banglakitab.weebly.com

লালন-পালনের দায়িত্বভার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতেই রয়ে যায়।[১৯]

ইসলামগ্রহণ

হযরত আলির বয়স যখন নয় থেকে এগারো বছরের মধ্যে তখন একদিন তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত খাদিজা রা. কে সিজদাবনত দেখতে পেলেন। তিনি এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তারা বললেন, আমরা এক আল্লাহর ইবাদত করছি। তখন তিনি বিনাদ্বিধায় ইসলামগ্রহণ করেন। বর্ণিত আছে, হযরত খাদিজা রা. এর পর হযরত আলি রা. সর্বপ্রথম ইসলামগ্রহণ করেন। অল্পবয়সী বালকদের মধ্যেও তিনি প্রথম ইসলামগ্রহণকারী।

হিজরত

কোরাইশরা যখন মুসলমানদের উপর সবধরনের নির্যাতন শুরু করল তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে মদিনায় হিজরত করার পরামর্শ দিলেন। সাহাবাগণ কোরাইশদের দৃষ্টি এড়িয়ে একজন দুজন করে মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করতে শুরু করলেন। শেষ পর্যায়ে কেবল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর রা., হযরত আলি রা. এবং কয়েকজন অক্ষম ব্যক্তি ছাড়া কেউ অবশিষ্ট থাকলেন না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত নিজের উপর অর্পিত আমানতসহ খুটিনাটি যাবতীয় কাজ সেরে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় রইলেন। কোরাইশকুল দারুন নদওয়ায় পরামর্শ করে রাসুলকে হত্যা করার সিদ্ধান্তে অঙ্গীকারাবদ্ধ হল। বিশিষ্ট চোদ্দ গোত্রের চোদ্দজন বীর যুবক সেই অন্ধকার রাতে চোদ্দটি নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে রইল। সিদ্ধান্ত ছিল ফজরের নামাযের জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বের হবেন তখন সাথে সাথেই চোদ্দটি তরবারি একসাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু

---

[১৯] মুসলিম, ইবনে হিশাম, ইযালাতুল খিফা।

www.banglakitab.weebly.com

আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঝাপিয়ে পড়বে। ইতিপূর্বে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরাপত্তার জন্য দু'পাশে দু'জন থাকতেন। বাইরে ছিলেন চাচা আবু তালিব। ঘরে ছিলেন বিবি খাদিজা। আজ সেই স্থানে বাইরে হযরত আবু বকর এবং ঘরে হযরত আলি। এখানেই বুঝা যাচ্ছে এ দু'জনের গুরুত্ব ও মহত্ব কত বেশি। তারা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বিশেষ করে আলি রা. কে রেখে যান চৌদ্দটি আরবীয় নেকড়ের মুখে। আজ আর কেউ নেই। সমগ্র আরব ও কোরাইশ একদিকে এবং অন্যদিকে একাকী নির্ভীক আলি। হিজরত প্রসঙ্গে হযরত আলি রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় রওনা হওয়ার পূর্বে আমাকে মক্কায় থেকে লোকজনের যেসব আমানত তার কাছে ছিল তা ফেরত দেওয়ার কথা বললেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলিকে হুকুম করলেন, আমার বিছানায় রাত্র যাপন কর। হযরত আলি রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশমত যে চাদরটি মুড়ি দিয়ে রাসুল শুতেন হযরত আলি তা মুড়ি দিয়ে শুয়ে রাত্রি যাপন করলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনতে পেলেন আল্লাহর নির্দেশ, আমি ওদের সামনে ও পিছনে অন্তরাল স্থাপন করেছি এবং ওদের দৃষ্টির উপর আবরণ রেখেছি, ফলে ওরা দেখতে পাবে না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চললেন মদিনার পথে। হযরত আলি রা. এর সারা রাত কেটে যায় রাসুলের বিছানায়। পাহারাদাররা রাত কাটায় পাহারা দিয়ে। ভোরের আলোয় আলি রা. কে বের হতে দেখে সবাই অবাক! মুহাম্মদ কোথায় এই প্রশ্নের জবাবে হযরত আলি বললেন, তোমরা সারা রাত দরজায় ছিলে, আর আমি ছিলাম ঘুমে। আমি জানি না কোথায় তিনি। চোদ্দজন যুবক হতবাক। সকলেই বিস্মিত। সারা মক্কায় খবর ছড়ায় মুহাম্মদ নেই। সমগ্র কোরাইশ বাহিনী বিদ্যুৎ গতিতে ছোটাছুটি করতে থাকে। এদিকে হযরত আলি রা. তিনদিন পর্যন্ত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশমত আপন কাজ সমাধা করে একাকী মদিনার পথে পাড়ি দিলেন। প্রায় এগার দিন পর হযরত আলি তিনশ মাইল পথ অতিক্রম করে মদিনার নিকটবর্তী কুবাপল্লীতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাজির হলেন। সেদিন হযরত

www.banglakitab.weebly.com

আলিকে দেখে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাগত জানান। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেখে যাওয়া আমানত পৌঁছানোসহ বিভিন্ন দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে আনজাম দেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সেদিন কি পরিমাণ আনন্দ পেয়েছিলেন তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসমাপ্ত কাজ, সামাজিক দায়-দায়িত্ব আলি রা. কোন কোন পরিবেশ পরিস্থিতিতে সমাধা করলেন তা চিন্তা করলে মন অস্থির হয়ে ওঠে। এ মহান দায়িত্ব পালনে রাসুল সা. যাকে রেখে গিয়েছিলেন, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে রাসুলের দায়িত্ব পালন করেছিলেন যিনি, তিনিই আলি ইবনে আবু তালিব।[২০]

মসজিদ প্রতিষ্ঠায় হযরত আলি রা. এর অবদান

শত্রুমুক্ত হয়ে জামাতে নামায পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। সারা পৃথিবীতে কুবাপল্লীই সর্বপ্রথম ইসলামের মসজিদ বুকে ধারণ করার গৌরব অর্জন করে। এ মসজিদ নির্মাণের প্রধান দায়িত্ব অর্পিত হয় হযরত আলি রা. এর উপর। মসজিদের কাজ সম্পন্ন করতে তার সাত দিন সময় লাগে। তাই ইসলামের প্রথম মসজিদ প্রতিষ্ঠায় হযরত আলি রা. এর অবদান ইতিহাসের পাতায় সোনার হরফে লেখা থাকবে।

বিবাহ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ-যোগ্য কন্যা হযরত ফাতিমার জন্য চারদিক হতে প্রস্তাব আসতে থাকে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একই জবাব, আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর কর। একদিন হযরত আবু বকর, ওমর ও সায়িদ রা. একত্রে আলোচনায় সিদ্ধান্ত নেন যে, ফাতিমা রা. এর বিয়েটা হযরত আলির সাথে হওয়াই সমুচিত হবে। হযরত আলি রা. এর নিকট এ প্রস্তাব পেশ করা হলে তিনি তার

---

[২০] তারিখে ইবনে সাদ, তাবারি, আল মুরতাজা।

www.banglakitab.weebly.com

আর্থিক অসচ্ছলতার কথা ব্যক্ত করেন। একপর্যায়ে সাহাবাদের কথামত হযরত আলি রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেন। এতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারুণ আনন্দিত হন। তারপর তিনি কন্যা ফাতিমাকে এ বিবাহের মতামত জিজ্ঞাসা করলে তিনি সানন্দে গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় হিজরি সনে হযরত ফাতিমা রা. কে হযরত আলি রা. এর সাথে বিবাহ দেওয়া হয়। তখন হযরত আলি রা এর বয়স ছিল চব্বিশ বছর। বিয়ের সময় হযরত আলি রা. কে ডেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে চাইলেন, মোহরানা আদায় করার মত তোমার কাছে কিছু আছে কি না। তিনি বলেন, একটি বর্ম ও একটি ঘোড়া রয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঘোড়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তাই বর্মটি বিক্রি করে খরচ সংগ্রহ কর। তিনি সেটি ৪৮০ দিরহামে বিক্রি করে সমুদয় অর্থ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে পেশ করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলাল রা. কে দিয়ে সুগন্ধি আনিয়ে বিয়ে পড়িয়ে দেন। তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি আল্লাহর নির্দেশেই আলির সাথে ফাতিমার বিবাহ সম্পন্ন করেছি।[২১]

হযরত আবু সারিদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি যাদেরকে বিবাহ করেছি এবং আমার মেয়েদের বিবাহ যাদের সাথে দিয়েছি সব আল্লাহর নির্দেশেই করেছি। তারপর নবদম্পতির শান্তি-সুখের জন্য আল্লাহর কাছে সকলকে নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত মোনাজাত করেন। মোনাজাত শেষে উপস্থিত সকলের মধ্যে কিছু খেজুর ছিটিয়ে দেন। বিয়ের পূর্বে হযরত আলি রা. এর কোনো বাড়িঘর ছিল না। হযরত ফাতিমাকে নিয়ে বসবাস করার জন্য যখন বাড়ির প্রশ্ন দেখা দেয় তখন হযরত হারেস ইবনে নোমান রা. তাদের বসবাসের জন্য একটি বাড়ি দিয়ে দেন। হযরত আলি রা. সস্ত্রিক সে বাড়িতে বসবাস করতে থাকেন।[২২]

---

[২১] আল ইসাবা, তাবাকাতে ইবনে সাদ, খোলাফায়ে রাশেদীন।

[২২] খোলাফায়ে রাশেদীন, হায়াতে মুরতজা।

www.banglakitab.weebly.com

পারিবারিক অবস্থা

খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা রা. এর ইনতেকালের পর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে হযরত আলি রা. আরো কয়েকটি বিবাহ করেছিলেন।

হযরত আলি রা. এর পুত্রসন্তানগণ ছিলেন, হযরত ইমাম হাসান রা., ইমাম হুসাইন রা., হযরত মুহসিন রা., হযরত জাফর রা., হযরত আব্বাস রা., হযরত আবদুল্লাহ রা., হযরত ওবায়দুল্লাহ., হযরত আবু বকর রা., হযরত আসগর রহ. হযরত ইয়াহয়া রা.।

আর কন্যাসন্তান হলেন, হযরত রোকাইয়া রা., হযরত উম্মে কুলসুম রা., হযরত যয়নব রা., হযরত উম্মুল হাসান রা., হযরত রোমালা রা.।

জিহাদে অংশগ্রহণ

মুসলমানদের প্রথম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বদরের যুদ্ধ। সে যুদ্ধে হযরত আলি রা. অসাধারণ সাহসিকতার পরিচয় দেন। বলা চলে তার বীরত্ব ও সাহসিকতার কারণে অল্পসংখ্যক মুসলমান বিশাল সুদক্ষ কাফেরবাহিনীকে পরাজিত করে। আরবদের সে সময়ের প্রথা অনুসারে কোরাইশদের দল হতে ওতবা, শায়বা ও অলিদ নামক তিন বীর যুদ্ধ-ক্ষেত্রে এগিয়ে এসে মুসলিমপক্ষকে সম্মুখযুদ্ধের আহ্বান জানায়। এই পক্ষ থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে তিন বীর এগিয়ে গেল। তাদের দেখে ঐ পক্ষের ওতবা জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কে হে? তোমাদেরকে তো কখনো মক্কায় দেখিনি? উত্তরে তারা বললেন, আমরা মদিনাবাসী আনসার। তখন ওতবা কিছুটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, তোমরা কেন? তোমাদের সঙ্গে তো আমাদের কোনো বিবাদ নেই। আমাদের যেসব গৃহশত্রু পালিয়ে এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছে আমরা শুধু একবার তাদের দেখে নিতে চাই। তারপর সে চিৎকার দিয়ে বলতে শুরু করল, হে মুহাম্মদ, সাহস থাকে তো নিজে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নেমে এসো, না হয় কোরাইশদের কাউকে পাঠাও। এবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে মুসলিমপক্ষ থেকে বীরবর হামযা, ওবায়দা আর শেরেখোদা হযরত আলি রা. রণক্ষেত্রে হাজির হলেন। শুরু হল মুখোমুখি যুদ্ধ। কিছুক্ষণ পরেই হযরত আলি রা. এর হাতে অলিদ, হযরত হামযা রা. এর হাতে ওতবা নিহত হয়। কিন্তু

www.banglakitab.weebly.com

দুঃখের বিষয় হযরত ওবায়দা রা. শায়বার হাতে আক্রান্ত হন। এ দৃশ্য দেখে বিজয়ী হযরত আলি রা. হায়দারি হাঁক হেঁকে ঝাপিয়ে পড়লেন শায়বার উপর। ফের শুরু হলো দু'জনের মধ্যে ভীষণ মল্লযুদ্ধ। অল্পক্ষণের মধ্যে শায়বা পরাজিত ও নিহত হল। আর হযরত আলি রা. ওবায়দা রা. কে আহত অবস্থায় কাঁধে তুলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে নিয়ে গেলেন। কোরাইশ-দলপতি আবু জাহল এবার তার বিরাট বাহিনী নিয়ে একযোগে আক্রমণ করে বসল ক্ষুদ্র মুসলিমবাহিনীর উপর। দেখতে দেখতে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। হযরত আলি রা. এর জীবনের এই প্রথম যুদ্ধে তার সুবিখ্যাত জুলফিকার নামক তরবারিখানা হাতে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে তা স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনশ তেরজনের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী যে এক হাজার সুসজ্জিত ও সুদক্ষ বাহিনীকে এমনভাবে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে দিতে পেরেছিল, এর পেছনে হযরত আলির বীরত্বপূর্ণ অবদান ছিল অনেক বেশি। এই যুদ্ধের ফলে মুসলমানদের সাহস ও নৈতিক বল বেড়ে যায় বহু গুণে। বদরযুদ্ধে যে সকল সাহাবা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের উপর আল্লাহ তায়ালা খুশি হয়ে ইরশাদ করেন, আজকের পর তোমরা যা খুশি কর। তোমাদের সমস্ত অন্যায় ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। যদি তোমাদের থেকে কোনো অপরাধ হয়েও যায় তা নেক দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হবে।[২৩]

হুদায়বিয়ার সন্ধি ও হযরত আলি রা.

ষষ্ঠ হিজরি সনে জিলকদ মাসে পনের শ সাহাবি নিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ করার নিয়তে মদিনা হতে মক্কার দিকে অগ্রসর হলেন। মক্কা হতে মাত্র ৫ কিলোমিটার দূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌছে বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পারলেন কোরাইশরা তাদেরকে মক্কানগরীতে প্রবেশ করতে বাঁধা দেবে। যুদ্ধ ছাড়া মক্কার দিকে এক পাও অগ্রসর হতে পারবে না। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ করতে আসেননি। সে যাত্রায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজ পালন করাই লক্ষ্য

[২৩] বুখারি।

www.banglakitab.weebly.com

ছিল। শান্তিপ্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন কোরাইশদের কাছে। কোরাইশরা সুহাইল ইবনে আমরকে সন্ধির শর্ত চূড়ান্ত করার জন্য পাঠালো। এই সন্ধিপত্রের লেখক ছিলেন হযরত আলি রা.। প্রথমেই তিনি লিখলেন বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। কোরাইশের প্রতিনিধি আপত্তি জানিয়ে বলল, রাহমান রাহীম বলে কোনো মাবুদ আছে একথা আমরা বিশ্বাস করি না। ওটা বাদ দিয়ে দাও। হযরত আলি রা. ইতস্তত করতে লাগলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কেটে ফেল। আলি রা. কেটে ফেললেন। তারপর হযরত আলি রা লিখলেন, আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদের পক্ষ হতে। কোরাইশ প্রতিনিধি বলল, মুহাম্মদকে আমরা রাসুল মানি না। রাসুল মানলে ঝগড়াই তো শেষ হয়ে যেত। রাসুল শব্দটা কেটে লিখ আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদের পক্ষ হতে। হযরত আলি রা. তা কাটতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। কিন্তু এটা না করলে কোরাইশরা সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করবে না বলে জানাল। ফলে এক ধরনের অনিশ্চয়তা দেখা দিল। এই অবস্থায় শান্তির দূত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হস্তক্ষেপ করলেন। হযরত আলিকে বললেন, কাগজটা আমার হাতে দাও আর আমাকে দেখিয়ে দাও রাসুল শব্দটি কোথায় লিখেছ। সেটা আমি নিজ হাতে কেটে দিচ্ছি। এই সন্ধিকে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে প্রকাশ্য বিজয় বলে অভিহিত করেছেন।[২৪]

খায়বর বিজয়

সপ্তম হিজরির মহররম মাসে মুসলিমবাহিনী মদিনা হতে খায়বরের উদ্দেশে যাত্রা করল। খায়বর অনেকগুলো সুরক্ষিত দূর্গের সমষ্টি। সম্মুখ যুদ্ধে না-পেরে ইহুদিরা দূর্গ-অভ্যন্তরে আশ্রয় নিল। তাদের যাবতীয় রণসম্ভার আর রসদও সেখানেই মজুদ ছিল। দীর্ঘ অবরোধের ফলে মুসলমানরা অনেকগুলো দূর্গ জয় করে নিল বটে কিন্তু সবচেয়ে বড় কামুস দূর্গটি কিছুতেই জয় করতে পারছিলো না। সেটা জয় করতে রাসুল

---

[২৪] বুখারি, ইবনে হিশাম, হায়াতে মুরতজা।

www.banglakitab.weebly.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে হযরত আবু বকর রা. কে, তার পর হযরত ওমর ফারুক রা. কে প্রেরণ করেন। তারা কেউ সফলকাম হতে পারলেন না। পরবর্তী পর্যায়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন, এবার আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে ঝাণ্ডা তুলে দেবো, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলও তাকে ভালবাসে। তাঁর হাতেই কেল্লা বিজয় হবে। পরদিন সকালে সকল সাহাবিই এই গৌরব অর্জন করার আশা করছিলেন। তাই সকলেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখের সামনে থাকার চেষ্টা করছিলেন। হযরত আলি রা. চোখের রোগে আক্রান্ত হওয়ার দরুন উপস্থিত হতে পারেননি। উপস্থিত না হলে অসুবিধা কি? এ গৌরব যে তার জন্যই নির্ধারিত ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আলি কোথায়? সাহাবায়ে কেরাম রা. বললেন, আলি চোখের রোগে আক্রান্ত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলিকে ডেকে চোখে কয়েকবার হাত বুলিয়ে দিলেন। সব যন্ত্রণা আল্লাহর রহমতে দূর হয়ে গেল। আরাম বোধ করতে লাগলেন তিনি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাতে ইসলামের পতাকা ও কামুস দূর্গ অধিকার করার দায়িত্ব তুলে দিলেন। মহাবীর শেরেখোদা হযরত আলি খায়বরের কামুস দূর্গের প্রধান ফটকের সেই লোহার পাল্লা স্বহস্তে উৎপাটন করেন, যা সত্তরজন নওজোয়ান মিলেও নড়াতে সক্ষম ছিল না। কোনো কোনো বর্ণনা মতে, হযরত আলি রা. উক্ত ফটক ঢালের পরিবর্তে ব্যবহার করেন। খায়বরের যুদ্ধে হযরত আলি রা. অসাধারণ শৌর্য ও বীরত্ব প্রদর্শন করে ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।[২৫]

মদিনার গভর্নর

নবম হিজরির রজব মাসে ত্রিশ হাজার সেনাসদস্যের বিশাল এক দলকে নিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক প্রান্তে রওনা হন। বিভিন্ন মাসলাহাতের পরিপ্রেক্ষিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[২৫] ইবনে হিশাম, হায়াতে মুরতাজা।

www.banglakitab.weebly.com

ওয়াসাল্লাম হযরত আলি রা. কে মদিনার গভর্নর বানিয়ে যান। তখন মুনাফিকরা মদিনায় এই প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে দেয় যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলিকে অনুপযুক্ত মনে করে মদিনায় রেখে গেছেন। আলির সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ কোনো মনোমালিন্য হয়েছে। হযরত আলি রা. এ অভিযোগ শুনে অত্যন্ত মনোক্ষুণ্ণ হলেন এবং অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দ্রুত তাবুক অভিমুখে রওনা করেন। জারাফ নামক স্থানে মুসলিমবাহিনীর সাথে তার সাক্ষাত ঘটে। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মুনাফিকদের অপপ্রচার বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। এসব শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আলি, তুমি কি এ কথার উপর সন্তুষ্ট নও যে, তুমি আমার প্রতিনিধি হবে, যেমন হযরত হারুন আ. হযরত মুসা আ. এর প্রতিনিধি ছিলেন। হযরত মুসা আ. যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওরাত আনার জন্য পঞ্চাশ ব্যক্তিকে নিয়ে পাহাড়ে যান তখন তিনি তার কওমের দেখাশোনার জন্য হযরত হারুন আ. কে স্থলাভিষিক্ত করে যান। অনুরূপ আমি তোমাকে মদিনায় আমার স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে এসেছি। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, হারুন আ. নবী ছিলেন, আর আমার পর কোনো নবী আসবে না। এ কথা শুনে হযরত আলি মদিনায় ফিরে এসে দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন।[২৬]

ইসলাম প্রচার

হযরত আলি রা. যেমন ছিলেন অসাধারণ যোদ্ধা তেমনি অতুলনীয় বাগ্মী ও অভাবনীয় বক্তাও ছিলেন। তিনি বক্তৃতাকালে শ্রোতাবৃন্দের মধ্যে তন্ময়ভাব সৃষ্টি করতে পারতেন। তার ভাষণ ছিল মর্মস্পর্শী। তাই তিনি ছিলেন মানুষের অন্তর্জয়ী বিরল বক্তা ও বিশুদ্ধ বাগ্মী। দশম হিজরিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রতিনিধি পাঠান। ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদকে। তিনি দু'মাস চেষ্টা করেও ভাল ফল দেখাতে না পারায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[২৬] হায়াতে মুরতাজা।

www.banglakitab.weebly.com

ওয়াসাল্লাম আলিকে ইয়ামানে পাঠাতে মনস্থ করলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই প্রস্তাবে হযরত আলি রা. দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যান। তিনি কি কৃতকার্য হতে পারবেন? এ প্রশ্ন উঁকি দিল হযরত আলি রা. এর মাঝে। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলি রা. এর মনোভাব বুঝতে পেরে বললেন, আলি, তুমি চিন্তা কর না। আল্লাহ তোমাকে সফলকাম করবেন। তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলি রা. এর বক্ষে হাত রেখে দুআ করলেন। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বহস্তে আলি রা. এর মাথায় পাগড়ি বেধে দিলেন। হাতে তুলে দিলেন একটি কাল পতাকা। সাথে দিলেন তিনশ সাহাবা। তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলি রা. কে কিছু উপদেশ দিলেন। হযরত আলি রা. রাসুলের প্রাণভরা দোয়া মাথায় নিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে বেরিয়ে গেলেন। ইয়ামানের বিখ্যাত গোত্র ছিল হামদান। তারা সকলেই ইসলাম কবুল করার পর ইয়ামানবাসী ইসলাম কবুল করল। হযরত আলি রা. বিপুল বিজয়ে ভূষিত হলেন।

দূত নির্বাচন

মক্কা বিজয়ের পর নবম হিজরিতে হজের বিধান অবতীর্ণ হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রথম হজ পালন উপলক্ষে হযরত আবু বকর রা. কে হজের আমির নিয়োগ করে বায়তুল্লাহ্‌র উদ্দেশে প্রেরণ করেন। তাদের যাত্রার পর সূরা তাওবা অবতীর্ণ হল। তাতে হজ, কাফেরদের সাথে সম্পর্কোচ্ছেদ, দায়িত্বমুক্তির ঘোষণাসহ বিশেষ কিছু নির্দেশনা ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সূরাটি আবু বকর রা. এর নিকট পাঠিয়ে দিতে চাইলেন। তখন কেউ কেউ নবীজির খেদমতে আরজ করলেন, আরবদের রীতি হলো চুক্তি নবায়ন অথবা চুক্তি বাতিল সম্পর্কিত ঘোষণা কওমের সরদার অথবা প্রিয়জনের মাধ্যমে দেওয়া। সে হিসেবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি বাতিল ঘোষণার জন্য হযরত আলি রা. কে বিশেষ দূত হিসেবে পাঠালেন। এ সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আলি আমার এবং আমি তার।

www.banglakitab.weebly.com

রাসুলের ইনতেকাল

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের ফলে হযরত আলি রা. অন্তরে যে আঘাত পেয়েছেন, তা ছিল তার জীবনের সবচাইতে বড় আঘাত। রাসুলের রোগ হতে ইনতেকাল পর্যন্ত হযরত আলি রা. ছায়ার ন্যায় তার সাথে ছিলেন। এগারো হিজরি সনে রবিউল আউয়াল সোমবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ দেখা দেয়। হযরত আলি রা. কল্পনাও করতে পারেননি যে, সত্যিই তিনি তাদেরকে ছেড়ে চলে যাবেন। তাই লোকজন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শারীরিক অবস্থা জিজ্ঞেস করলে তিনি ভাল আছেন বলে উত্তর দিতেন। সেদিনই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতেকাল করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের পর কাফন-দাফনের সমুদয় কাজ হযরত আলি রা. সমাধা করেন। হযরত আলি রা., হযরত ফজল রা. ও হযরত উসামা রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোসল দেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখ হতে কাফন খুলে সকলেই শেষবারের মত দেখলেন। হযরত আলি রা. বললেন, আমার মাতা-পিতা আপনার নামে উৎসর্গিত হোক। আপনার দেহ কতইনা কোমল ও সুগন্ধিময়। হযরত আলি রাসুলের মুখের দিকে তাকালেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বন্ধ চোখের উপর কয়েক ফোটা পানি জমে ছিল, হযরত আলি রা. মুখ লাগিয়ে তা চুষে নিলেন। হযরত আলি, হযরত আবদুল্লাহ ও হযরত ফজল রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লাশ মোবারক কবরে রাখেন।

খেলাফত লাভ

হযরত ওসমান গনি রা. বারো বছর খেলাফতের দায়িত্ব পালনের পর বিরাশি বছর বয়সে কুরআন তিলাওয়াতরত অবস্থায় বিদ্রোহীদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন। হযরত ওমর রা. যে ছ'জন প্রধান সাহাবিকে নিয়ে নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করে গিয়েছিলেন, ইতিমধ্যে তাদের দু'জনের মৃত্যু হয়েগেছে। একজন শুরু থেকেই খেলাফতের দায়িত্বগ্রহণে অস্বীকৃতি

www.banglakitab.weebly.com

জানিয়ে আসছিলেন। বাকি আছেন হযরত আলি, হযরত তালহা আর হযরত জোবায়ের রা.। বিদ্রোহীরা হযরত আলি রা. কে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য চাপ দিতে লাগল। তিনি দৃঢ়তার সাথে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এবং বলেন, তালহা বা জোবায়ের যে-ই খলিফা হোক আমি সানন্দে তার বাইয়াত গ্রহণ করব। অবশেষে মদিনাবাসীর সুপারিশে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হন তিনি। হযরত আলি রা. এর খেলাফতকাল অত্যন্ত জটিল ও ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করে। মুসলমানদের পরস্পরের লড়াইয়ে জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফ্ফিনে এক লক্ষের অধিক মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। এ সময়েই খারেজি নামে নতুন একটি দলের জন্ম হয়। তাদের সাথেও তার মোকাবেলা করতে হয়।

শাহাদাতবরণ

চার বছর নয়মাস খেলাফতের দায়িত্ব পরিচালনা করে ৪০ হিজরির ১৭ রমজান শনিবার আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম খারেজির শাণিত তরবারির আঘাতে কুফায় শাহাদাত বরণ করেন। তার জানাযা নামাযের ইমামতি করেন হযরত হাসান ইবনে আলি রা.। কুফার জামে মসজিদের পাশে তাকে দাফন করা হয়। অন্যমতে তাকে নাজাফে সমাহিত করা হয়।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত তালহা রা.

নাম ও বংশপরিচয়

নাম, তালহা। ডাকনাম আবু মুহাম্মদ ফাইয়্যায। খায়ের তাঁর উপাধি। পিতার নাম ওবায়দুল্লাহ। মাতার নাম সোবাহ। হযরত তালহা রা. এর বংশধারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের সাথে সপ্তম পুরুষ মুররা ইবনে কাবের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। হযরত তালহা রা. এর পিতা ওবায়দুল্লাহ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত লাভের পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন। অবশ্য হযরত তালহা রা. এর মাতা হযরত সোবাহ রা. ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বহুদিন জীবিত ছিলেন। আমিরুল মুমিনীন হযরত ওসমান গনি রা. বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়ার খবর পাওয়ার পর হযরত সোবাহ রা. ঘরের বাইরে চলে আসেন এবং হযরত তালহা রা. এর কাছে নিজের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন, 'বাবা, তুমি তোমার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বিদ্রোহীদেরকে সরিয়ে দাও'। তখন হযরত তালহা রা. এর বয়স ষাট বছর। এই হিসাবে বোঝা যায় তার মাতা অন্ততপক্ষে আশি বছরেরও বেশি জীবিত ছিলেন। রাসুলের মদিনায় হিজরতের চব্বিশ কি পঁচিশ বছর পূর্বে তালহা রা. জন্মগ্রহণ করেন। তার শৈশবকাল সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। অবশ্য ইতিহাস ঘেটে এতটুকু মজবুতভাবে বলা যায়- ছেলেবেলা থেকেই তিনি ব্যবসায় নিয়োজিত হন। বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশ সফর করার সুযোগ পান।

www.banglakitab.weebly.com

ইসলামের ছায়ায়

হযরত তালহা রা. এর বয়স যখন সতের কি আঠার বছর তখন একবার ব্যবসা উপলক্ষে বসরা গমন করেন। সেখানে জনৈক পাদ্রি তাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতপ্রাপ্তির সুসংবাদ জানায়। কিন্তু জন্মের পর থেকে এ পর্যন্ত যে পরিবেশে লালিত-পালিত হয়েছেন উক্ত পাদ্রির কথার বিশেষ কোনো প্রভাব তার মধ্যে পড়েনি। মক্কায় ফিরে আসার পর হযরত আবু বকর রা. এর নিঃস্বার্থ ওয়াজ-নসিহত দ্বারা হযরত তালহা রা. এর অন্তর থেকে ইসলাম সম্পর্কীয় সন্দেহ দূর হয়ে যায়। অতএব তিনি সিদ্দিকে আকবর রা. এর সাথে রাসুলের খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি সেই আটজন সাহাবির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হন, যারা ইসলামের প্রথম যুগে ইসলাম ধর্মের সুশীতল ছায়ায় নিজেদের ঠিকানা গড়ে নেন।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত তালহা ও অন্যসব মুসলমানের মত জালিম মুশরিকদের জুলুম-অত্যাচার থেকে রেহাই পাননি। হযরত তালহা রা. এর আপন ভাই ওসমান ইবনে ওবায়দুল্লাহ বড় পাষাণ দিলের মানুষ ছিল। সে হযরত তালহা ও সিদ্দিকে আকবর রা. কে এক রশিতে বেঁধে নতুন ধর্ম ত্যাগ করার জন্য অনেক মারপিট করে। ইসলামের প্রতি তাদের এত গভীর প্রেম জন্মেছিল যার দরুন নির্যাতিত হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম ত্যাগ করেননি।

মক্কায় হযরত জুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা. এর সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ভ্রাতৃ-বন্ধন সৃষ্টি করে দেন। তিনি মক্কায় নীরব জীবনযাপন করেন এবং নিজের ব্যবসায় ব্যস্ত থাকেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত সিদ্দিকে আকবর রা. এর সাথে মদিনায় হিজরত করেন তখন হযরত তালহার বাণিজ্যকাফেলা শাম দেশে থেকে ফিরছিলেন। পথিমধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তার সাক্ষাত হয়। তিনি রাসুল ও সিদ্দিকে আকবরের খেদমতে শামদেশীয় কিছু মূল্যবান কাপড় হাদিয়ারূপে পেশ করে বললেন, মদিনাবাসিগণ দারুণ আগ্রহ নিয়ে আপনার অপেক্ষা করছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালবিলম্ব না করে মদিনার পথে পা বাড়ালেন। আর এদিকে হযরত তালহা রা. মক্কায় ফিরে ব্যবসা ছেড়ে সিদ্দিকি পরিবারকে সঙ্গে

www.banglakitab.weebly.com

নিয়ে মদিনায় পৌছুলেন। তাদেরকে মেহমানরূপে সা'দরে গ্রহণ করে নিলেন হযরত আদআদ ইবনে যিরারা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ও উবায় ইবনে কা'ব রা. এর মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন জুড়ে দিলেন।[২৭]

জিহাদে অংশগ্রহণ

একদিন জনৈক কাফের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অতর্কিতে তরবারি দ্বারা আক্রমণ চালাল। কিন্তু রাসুলের এই মাতোয়ারা প্রেমিক হাত বাড়িয়ে এই আক্রমণ প্রতিহত করেন। আঙুলগুলো এক এক করে সব কটি শহীদ হয়। উহ্ শব্দটিও বলেননি তিনি। উল্টো বেশ হয়েছে বলেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে বললেন, যদি তুমি বেশ না বলে বিসমিল্লাহ বলতে তা হলে আসমানের ফেরেশতা তোমাকে উপরে তুলে নিয়ে যেত।

অহুদযুদ্ধে হযরত তালহা রা. বীরত্ব ও সাহসিকতার যে পরিচয় দিয়েছেন পৃথিবীর কোনো জাতিই তার নমুনা দেখাতে পারেনি। তার সারা শরীর তীর-তলোয়ার ও নেজার আঘাতের চিহ্নে ভরপুর ছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. তার শরীরে সত্তরেরও অধিক জখমের চিহ্ন গুনেছিলেন।[২৮]

হযরত তালহা রা. এর বীরত্ব ও সাহসিকতায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে খায়ের উপাধিতে ভূষিত করেন। হযরত সিদ্দিকে আকবর রা. এর সামনে যখনই অহুদযুদ্ধের কথা আলোচনা হত, তখনই তিনি বলে উঠতেন, সেইদিন ছিল হযরত তালহার বৈশিষ্ট্যের দিন। হযরত ওমর ফারুক রা. তাকে অহুদওয়ালা বলতেন। হযরত তালহা রা. সেই বীরত্বের জন্য গর্ব করতেন এবং অত্যন্ত আগ্রহভরে অহুদযুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করতেন।[২৯]

---

[২৭] তাবাকাতে ইবনে সাদ।

[২৮] ফাতহুল বারি।

[২৯] বুখারি।

www.banglakitab.weebly.com

অহুদ যুদ্ধের পর থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত যত যুদ্ধ সংঘটিত হয় হযরত তালহা রা. স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার সব কটিতে অংশগ্রহণ করেন। বাইয়াতে রিদওয়ানের সময় উপস্থিত থেকে তিনি বাইয়াত গ্রহণ করেন।

মুসলিমজাহানে নৈরাজ্য সৃষ্টি

হযরত ওসমান গনি রা. বার বছর পর্যন্ত খলিফা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু শেষ ছয় বছর সমগ্র ইসলামি জাহান বিদ্রোহীদের দ্বারা কলুষিত হয়ে ওঠে। হযরত তালহা রা. খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত ওসমান গনি রা. এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে পরামর্শ দিলেন যে, বিদ্রোহের কারণ তদন্তের জন্য জায়গায় জায়গায় কমিটি গঠন করা হোক। এই পরামর্শ সাদরে গৃহীত হল। সেমতে হিজরি ৩৫ সনে হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা., হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রা., হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. কে দেশের বিভিন্ন স্থানে তদন্তের জন্য নিয়োগ করা হল। নিয়োগপ্রাপ্ত বুযুর্গগণ তদন্তের পর যাকিছু রিপোর্ট পেশ করেছিলেন তা কার্যকর হওয়ার পূর্বেই বিদ্রোহীরা হযরত ওসমান রা. এর ঘর অবরোধ করে ফেলে। হযরত তালহা রা. তখন বয়সের ভারে ক্লান্ত ছিলেন। তাই হযরত ওসমান রা. এর বিশেষ কোনো সাহায্য করতে পারেননি। তবে তিনি নিরপেক্ষ থেকে পরিস্থিতি অবগতির জন্য মাঝে মাঝে বিদ্রোহীদের সাথে মিলিত হন।

একবার তিনি বিদ্রোহীদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন এমন সময় হযরত ওসমান গনি রা. ঘরের ছাদে দাঁড়িয়ে বড় বড় সাহাবাগণের এক একজনের নাম ধরে ডাকলেন। তাদের মধ্যে তালহা রা.-ও ছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আমি আছি। তার পর হযরত ওসমান রা. জনসাধারণের প্রতি যেসব অনুগ্রহ করেছেন সেসবের স্বীকারোক্তি অনুসন্ধান করেন। হযরত তালহা রা. বিনাদ্বিধায় বিদ্রোহীদের সামনেই এসব কথা অকপটে স্বীকার করেন।

হযরত ওসমান রা. এর শাহাদাত

অবশেষে বিদ্রোহীদের অবরোধ যখন ভয়ানক আকার ধারণ করে তখন হযরত আলি রা. এবং হযরত জুবায়ের রা. এর মত হযরত তালহা রা.-ও নিজের ছেলে হযরত মুহাম্মদ ইবনে তালহা রা.-কে হযরত ওসমান গনি

www.banglakitab.weebly.com

রা.-এর দেহরক্ষী নিযুক্ত করেন। বিদ্রোহীরা যখন আক্রমণ করে তখন হযরত মুহাম্মদ ইবনে তালহা রা. সর্বাধিক বীরত্বের সাথে তার মোকাবেলা করেন। পাহারাদাররা সংখ্যায় নগণ্য হলেও তারা বারবার বিদ্রোহীদের আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং তাদেরকে স্তব্ধ করে দেন। কিন্তু কিছুসংখ্যক পাষাণহৃদয় বিদ্রোহী ভিন্ন পথ দিয়ে ঢুকে সুপথের এই জ্বলন্ত বাতিটি চিরতরে নিভিয়ে দেয়। হযরত তালহা রা. এই দুঃসংবাদ শুনে বললেন, হযরত ওসমান রা. এর উপর আল্লাহ্ পাক রহমত বর্ষণ করুন। লোকেরা বলল, বিদ্রোহীরা এখন স্বীয় দুষ্কর্মে লজ্জিত। তিনি বললেন, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ধ্বংস করুন। তারপর তিনি সূরা ইয়াসিনের এই আয়াত পাঠ করেন–

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ

'সুতরাং তারা ওসিয়ত করারও সুযোগ পাবে না এবং নিজ পরিবারের লোকদের নিকট ফিরে যেতেও পারবে না'।[৩০]

হযরত ওসমান গনি রা. এর শাহাদাতের পর মিসরীয়রা খলিফাপদের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য হযরত আলি রা. কে বাধ্য করে। মসজিদে নববীতে বাইয়াতের জন্য জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। হযরত তালহা রা. যদিও নিজে খেলাফতের যোগ্য ছিলেন এরপরও তিনি হযরত আলি রা. এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন।

খলিফাতুল মুমিনীন হযরত ওসমান গনি রা. এর শাহাদাত ছিল একটা জঘন্য দুর্ঘটনা। ফলে সমগ্র দেশে বিশৃঙ্খলা এবং ফাসা'দ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এমনকি বিদ্রোহীদের প্রভাবে মদিনায়ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করতে থাকে। হযরত তালহা রা. চার মাস অপেক্ষা করেন; হয়তো শৃঙ্খলা ফিরে আসবে।

চার মাসের মধ্যেও যখন খেলাফতের পক্ষ থেকে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় খুব একটা উন্নতি দেখা গেল না তখন তিনি নিরাশ হয়ে এর সংস্কারকল্পে হযরত জুবায়ের রা.-সহ মদিনা থেকে মক্কায় গমন করেন। হযরত আয়েশা

[৩০] সূরা ইয়াসিন, আয়াত, ৫০।

www.banglakitab.weebly.com

রা. পবিত্র হজ পালনার্থে মক্কায় গমন করেছিলেন এবং মদিনার পরিস্থিতি অবগত হয়ে তখন পর্যন্ত অবস্থান করছিলেন। তাই এই বুযুর্গদ্বয় সর্বপ্রথম হযরত মা আয়েশা রা. এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে মদিনার পরিস্থিতি বর্ণনা করেন এবং এই বিশৃঙ্খল অবস্থা সংস্কারের জন্য তাকে সম্মত করান। সামান্য আলোচনার পর হযরত মা আয়েশা রা. এই কাজের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। হযরত তালহা রা. এর মত অনুযায়ী প্রথমে বসরা যাওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হল। কারণ বসরায় হযরত তালহা রা. এর বহু সংখ্যক সমর্থক ছিল। তাই তারা ধারণা করেছিলেন সেখানে এই অভিযানের জন্য বিপুলসংখ্যক লোক একত্র করা যাবে। তা ছাড়া মিসরীয় বিদ্রোহীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বনু উমাইয়ার বহুলোক মদিনা ত্যাগ করে মক্কায় আশ্রয় নিয়েছিল। তারাও এই সংস্কারপ্রয়াসী দলে মিলিত হল। এভাবে একহাজার ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত এই দল বসরায় গমন করেন। বসরার কাছাকাছি পৌঁছুলে সেখানকার গভর্নর ওসমান ইবনে হানিফ তাদেরকে বাধা দিলেন। আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা বৃথা গেল।

অবশেষে শক্তিপ্রয়োগ করে বসরা দখল করে নেওয়া হল। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা ও হযরত তালহা রা. এর আগমন এবং যুদ্ধ-প্রস্তুতি ইত্যাদি সম্পর্কে হযরত আলি রা. অবগত ছিলেন। তাই তিনি মদিনা থেকে রওনা হয়ে জিকার নামক স্থানে আগমন করেন। এখান থেকে অন্তত নয় হাজার যোদ্ধা সংগ্রহ করে বসরার দিকে অগ্রসর হন।

হযরত তালহা ও হযরত জুবায়ের রা. তাদের আগমন এবং যোদ্ধাদের খবর শুনে সৈন্যদেরকে প্রস্তুত করেন। তারপর হিজরি ৩৬ সনের ১০ জমাদিউল উখরা তারিখে উভয় দল মুখোমুখি হয়। যুদ্ধ শুরুর পূর্বে আপোষ-মীমাংসার জন্য উভয় দলের নেতৃবৃন্দ জোর প্রচেষ্টা চালান। ইত্যবসরে হযরত আলি রা. হযরত জুবায়েরকে ডাকিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে হযরত জুবায়ের রা. মত পরিবর্তন করে এই যুদ্ধ থেকে বিরত হন। হযরত তালহা রা. তার ডান হাত হযরত জুবায়েরকে যুদ্ধ না করার সংকল্প নিতে দেখে তিনিও যুদ্ধ থেকে বিরত থাকলেন।

www.banglakitab.weebly.com

শাহাদাত বরণ

মারওয়ান, যে হযরত ওসমান গনি রা. এর শাহাদাতের ব্যাপারে হযরত তালহা রা. এর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করত, সে হযরত তালহা রা. এর যুদ্ধবিরতির সুযোগ নিয়ে তার দিকে তীর নিক্ষেপ করে। তীর যদিও পায়ে লেগেছিল কিন্তু এই তীরই হযরত তালহা রা. এর জন্য মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াল। হযরত তালহা রা. এর সঙ্গীগণ পা থেকে তীর বের করার চেষ্টা করলে তিনি বলেন, ছেড়ে দাও, এটি তীর নয়, বরং আল্লাহর ডাক। শাহাদাতের সময় তালহা রা. এর বয়স বাষট্টি কি চৌষট্টি বছর হয়ে ছিল। সেই যুদ্ধের ময়দানের পাশেই তাকে সমাধিস্থ করা হয়। তবে এই অঞ্চলটি একটু নিচু হওয়ায় সাধারণত পানিতে ডুবে থাকত। একবার একব্যক্তি তিনদিন ধরে স্বপ্নে দেখছিল, হযরত তালহা রা. বলছেন, এই কবর থেকে আমার মৃতদেহ অন্যত্র নিয়ে যাও! হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. উক্ত স্বপ্নের কথা শুনে হযরত আবু বকর রা. জনৈক সাহাবির একটি ঘর দশহাজার রৌপ্য মুদ্রায় ক্রয় করে সেই ঘরে হযরত তালহা রা. এর লাশ স্থানান্তরিত করেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনামতে দীর্ঘকাল পরও হযরত তালহা রা এর মৃতদেহ পচেনি বরং যেভাবে দাফন করা হয়েছিল ঠিক সেইভাবেই বিদ্যমান ছিল। এমনকি চোখে যে কাফুর লাগানো হয়েছিল তখনও পর্যন্ত তা বর্তমান ছিল।[৩১]

অনুপম চরিত্র

হযরত তালহা রা. ছিলেন অতি উন্নত চরিত্রের অধিকারী। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত তার রক্তের কণায় কণায় মিশে ছিল। অহুদের যুদ্ধে এবং অপরাপর যুদ্ধে তার কল্পনাতীত বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রকাশিত হয়। জিহাদের সময় তিনি যেমন প্রাণের ভয় করতেন না তেমনি মালের পরোয়াও করতেন না। তিনি অঙ্গীকার করেছিলেন প্রত্যেক জিহাদে মোটা অঙ্কের চাঁদা প্রদান করবেন। এই অঙ্গীকার তিনি অতি সর্তকতার সাথে পালন করেন। তার এই গুণের

[৩১] উসদুল গাবা

www.banglakitab.weebly.com

প্রশংসা করে আল্লাহ পাক বলেন, 'কিছুসংখ্যক লোক এমনও আছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত-অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে।' উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত তালহা রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তালহা, তুমি তাদের মধ্যকার, যারা অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে।[৩২]

দানশীলতা

হযরত তালহা রা. ছিলেন দানখয়রাতের বেলায় খুবই উদার। ফকির-মিসকিনদের জন্য তার দরজা সবসময় খোলা থাকত। কায়েস ইবনে আবু হাযেম বলেন, আমি হযরত তালহা ব্যতীত এমন কোনো লোক দেখিনি যিনি কিছু চাওয়ার আগেই দান করেন।[৩৩] যিলকারাদের যুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজাহিদীনকে সঙ্গে নিয়ে একটি কূপের পাশ দিয়ে গমন করেন। হযরত তালহা রা. ন্যায্যমূল্যে কূপটি ক্রয় করে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেন। যিলউসরা যুদ্ধেও হযরত তালহা রা. সমস্ত মুজাহিদীনকে দাওয়াত খাইয়েছিলেন। তাবুকযুদ্ধের প্রাক্কালে যখন স্বাভাবিকভাবে সমস্ত মুসলমানই দুর্ভিক্ষ এবং আর্থিক দুর্দশার কবলে নিপতিত হন তখন হযরত তালহা রা. যুদ্ধের খরচের জন্য বিরাট অঙ্কের চাঁদা প্রদান করেন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে ফাইয়্যায সম্বোধনে ভূষিত হন।

একবার তিনি হযরত ওসমান গনি রা. এর কাছে সাত লক্ষ রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে জমি বিক্রয় করে সমুদয় অর্থ আল্লাহর পথে দান করে দেন। তার স্ত্রী হযরত সাওদা বিনতে আউফ বলেন, একবার আমি তাকে চিন্তিত দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি আজ এত উদাস এবং চিন্তিত কেন? আমার কোনো দোষ-ত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়নি তো? উত্তরে তিনি বললেন, না, না, তোমার কোনো দোষ নেই। আসল ব্যাপার হল আমার কাছে এখন অনেক টাকা পয়সা জমা হয়ে গেছে। তাই চিন্তা করছি

---

[৩২] ফাতহুল বারি

[৩৩] ফাতহুল বারি

www.banglakitab.weebly.com

এত টাকা-কড়ি দিয়ে কী করব? আমি বললাম, এই জন্য চিন্তার কী আছে? গরিব-দুঃখীর মাঝে বণ্টন করে দিলেই তো হয়। এই কথা শোনামাত্র তিনি বাঁদীকে ডেকে চার লক্ষ স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা নিজের জাতির মাঝে বণ্টন করে দিলেন। বনু তামিমের যেসব দরিদ্র লোক ছিল, হযরত তালহা রা. একাই প্রত্যেকের লালন-পালন করতেন। মেয়েদের এবং বিধবাদের বিবাহ করিয়ে দিতেন। ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ করতেন। বনু তামিমির ঋণের পরিমাণ ছিল ত্রিশহাজার রৌপ্যমুদ্রা। এই ত্রিশহাজার হযরত তালহা রা. আদায় করে দেন। হযরত মা আয়েশা রা. কে তিনি প্রতিবছর ছয় হাজার দিরহাম হাদিয়া দিতেন।[৩৪]

আতিথেয়তা

আতিথেয়তা ছিল হযরত তালহা রা. এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। একবার বনু ওযরার তিন ব্যক্তি মদিনায় আগমন করে ইসলাম গ্রহণ করল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই মেহমানদের দেখাশোনার ভার কে নিবে? সঙ্গে সঙ্গে হযরত তালহা রা. দাঁড়িয়ে বললেন, আমি নিব, ইয়া রাসুলাল্লাহ। তারপর তিনি সানন্দে মেহমান তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে চলে এলেন। তাদের দুজন পরপর দুটি জিহাদে শাহাদাতবরণ করেন। তৃতীয়জনও কিছুকাল পর তালহা রা. এর ঘরে ইনতেকাল করেন। মেহমানদের সাথে তার এত গভীর ভালবাসা জন্মেছিল যে, প্রায় সময় তাদের কথা বলতেন। এমনকি মাঝে মাঝে স্বপ্নেও তাদের দর্শন লাভ করতেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলমানেরই কর্তব্য। হযরত তালহা রা. সুন্নতের অনুসরণ নিজের জন্য ফরজ করে নিয়েছিলেন। এই কারণেই তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাকিছু দেখতেন বা শোনতেন সর্বদা তা মনে রাখতেন। ঘটনাক্রমে কোনো কথা ভুলে গেলে তিনি ভীষণ চিন্তিত ও দুঃখিত হতেন। একবার হযরত ওমর রা. তাকে চিন্তিত দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছ তালহা? এত চিন্তিত কেন তুমি? কারো সাথে ঝগড়া

---

[৩৪] তাবাকাতে ইবনে সাদ।

www.banglakitab.weebly.com

করনি তো? হযরত তালহা রা. উত্তর দিলেন, তেমন কিছু না। আমি বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কোনো বান্দা তার মৃত্যুর সময় যদি নির্দিষ্ট একটি কালিমা পাঠ করে, তা হলে সে মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাবে। এবং তার চেহারাও উজ্জ্বল দেখাবে। তখন আমার সেই কালিমা স্মরণ ছিল কিন্তু এখন স্মরণ নেই। তাই চিন্তা করছি। হযরত ওমর রা. বললেন, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ। হযরত তালহা রা. তা শুনে প্রফুল্লচিত্তে বললেন, খোদার কসম, আমার উদ্দিষ্ট কালিমা এটাই।[৩৫]

জীবিকানির্বাহ

হযরত তালহা রা. এর জীবিকানির্বাহের প্রধান উপায় ও উৎস ছিল বাণিজ্য। অতএব রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব সম্পর্কীয় সংবাদও এই বাণিজ্যের পথ ধরেই অবগত হয়েছিলেন তিনি। অবশ্য তিনি মদিনায় হিজরত করার পর কৃষিকার্য শুরু করেন ও ক্রমশ তা অধিক পরিমাণে বর্ধিত করেন। খায়বরের জমিদারি ছাড়া ইরাকেও তার জমিদারি ছিল। কানাত এবং সোরাত তার প্রসিদ্ধ জমিদারি। এই দুই এলাকায় কৃষিকাজের বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। এমনকি কানাতের জমিতেই প্রতিদিন বিশটি উট শুধু পানি সেচের কাজ করত। এই দুই জমিদারির দৈনিক আয় গড়ে একহাজার স্বর্ণমুদ্রা বা দিনার ছিল। তিনি অত্যন্ত ধনাঢ্য ছিলেন। লক্ষাধিক স্বর্ণ এবং রৌপ্যমুদ্রা জসনাধারণের মধ্যে বন্টনের পরও দেখা গেছে, তার মৃত্যুর পর অসংখ্য ধনসম্পত্তি বিদ্যমান রয়েছে। একবার হযরত মোআবিয়া রা. তার পুত্র হযরত মুসা ইবনে তালহা রা. এর কাছে বললেন, তোমার পিতা তোমাদের জন্য বাইশ লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা এবং দু'লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ব্যতীত সোনা-চাঁদি বহু পরিমাণে রেখে গেছেন। এ তো গেল অস্থাবর সম্পত্তির মোটামুটি হিসাব। তার স্থাবর সম্পত্তির মোট দাম ছিল তিন কোটি দিরহাম।[৩৬]

---

[৩৫] মুসনাদ।
[৩৬] তাবাকাতে ইবনে সাদ।

www.banglakitab.weebly.com

পরিবার-পরিজন

হযরত তালহা রা. বিভিন্ন সময়ে একাধিক বিবাহ করেছিলেন। তার স্ত্রীদের নাম হযরত হাসানা বিনতে জাহাশ, হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে আবু বকর রা., হযরত সাওদা বিনতে আউফ, হযরত উম্মে আবান বিনতে ওতবা ইবনে রবিআ, হযরত খাওলা বিনতে কাইফা। এদের প্রত্যেকের গর্ভে তার সন্তান হয়েছিল।

ছেলেদের নাম মুহাম্মদ, ইমরান, ঈসা, ইয়াহয়া, ইসমাইল, ইসহাক, যাকারিয়া, ইয়াকুব, মুসা, ইউসুফ। মেয়েদের নাম উম্মে ইসহাক, আয়েশা, শো'বা, মারয়াম।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম রা.

নাম ও বংশপরিচয়

নাম যুবায়ের। উপাধি হাওয়ারিয়্যু রাসুলিল্লাহ। ডাকনাম আবু আবদুল্লাহ। পিতার নাম আওয়াম। মাতার নাম সাফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব। হযরত যুবায়ের রা. এর মা সাফিয়া ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুপু। সুতরাং তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুপাতো ভাই। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিনী হযরত খাদিজা রা. ছিলেন তার ফুফু। অন্যদিকে তিনি আবু বকর সিদ্দিক রা. এর কন্যা আসমা রা.-কে বিয়ে করেন। আর হযরত আসমা ছিলেন হযরত আয়েশা রা. এর বোন। এভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একাধিক সূত্রে তার আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিল।

জন্মগ্রহণ

হযরত যুবায়ের রা. হিজরতের আটাশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তার মা তাকে কঠোর শাসনের মাধ্যমে প্রতিপালন করেন। প্রায় সময় তার মা তাকে মারধর করতেন যেন বড় হয়ে তিনি একজন সাহসী ও আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ হন।

ইসলামগ্রহণ

তিনি মাত্র ষোল বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন। যদিও তার বয়স ছিল কম। তবু দৃঢ়তা ও জীবনবাজি রাখার ক্ষেত্রে কারো থেকে পিছিয়ে ছিলেন না তিনি। তার ইসলাম গ্রহণের পর একবার কেউ রটিয়ে দিয়েছিলো যে, মুশরিকরা রাসুল

www.banglakitab.weebly.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বন্দি অথবা হত্যা করে ফেলেছে। এ কথা শুনে তিনি আবেগ ও উত্তেজনায় এতই আত্মভোলা হয়ে পড়েছিলেন যে, সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার খাপ থেকে বের করে মানুষের ভিড় ঠেলে আল্লাহর রাসুলের দরবারে হাজির হলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে যুবায়ের? তিনি বললেন, শুনেছি, আপনি বন্দি অথবা নিহত হয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত খুশি হয়ে তার জন্য দোয়া করলেন।[৩৭]

হিজরত

মুসলমানদের উপর কাফেরদের অত্যাচার-নিপীড়নের মাত্রা দিন দিন বাড়তে লাগলো। এমনকি তার চাচাও তাকে ইসলাম থেকে ফেরানোর জন্য চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু তাওহিদের ছাপ যার অন্তরে একবার লেগে যায় তা কি মুছে ফেলা সম্ভব? ক্ষেপে গিয়ে চাচা আরো কঠোরতা শুরু করে দেন। উত্তপ্ত পাথরের উপর চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে এমনভাবে মারতেন যে, তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যেত। তবু তিনি বলতেন, যত অত্যাচারই কর আমি কাফের হতে পারি না। একপর্যায়ে তিনি নিরুপায় হয়ে জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে হাবাশায় হিজরত করেন। এরপর হাবাশা থেকে ফিরে এসে মদিনায় হিজরত করেন।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ

তিনি বদরসহ সকল যুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অংশগ্রহণ করেন এবং সকল যুদ্ধে অত্যন্ত সাহস ও বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন। বদরযুদ্ধে মুশরিকদের প্রতিরোধ ব্যূহ ভেঙ্গে তিনি তছনছ করে দেন। একজন মুশরিক সৈনিক টিলার উপরে উঠে মুখোমুখি যুদ্ধের আহ্বান জানালে যুবায়ের রা. তাকে মুহূর্তের মধ্যে এমনভাবে জাপ্টে ধরেন যে, দুজনই গড়িয়ে নিচে পড়তে থাকেন। এই দৃশ্য দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এদের মধ্যে যে প্রথম ভূমিতে পড়বে সে

---

[৩৭] উসদুল গাবা

www.banglakitab.weebly.com

নিহত হবে। সত্যি তা-ই হয়েছে। মুশরিকটি প্রথমে মাটিতে পড়ে যায়। এই সুযোগে হযরত যুবায়ের রা. তরবারির এক আঘাতে তাকে হত্যা করে ফেলেন। এ যুদ্ধে তিনি হলুদ রঙের পাগড়ি পরেছিলেন। তাকে দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আজ ফিরিশতাগণও এই বেশে যুদ্ধে এসেছে।[৩৮]

বদরের যুদ্ধে তিনি এত সাংঘাতিকভাবে লড়ছিলেন যে, তার তরবারি ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল এবং আঘাতে আঘাতে তার সারা শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। একটি ক্ষত এত গভীর ছিল যে সারাজীবনের জন্য তা গর্তের মত রয়ে গিয়েছিল। তার পুত্র হযরত উরওয়া বলেন, আমরা সেই গর্তে আঙুল ঢুকিয়ে খেলা করতাম।

খন্দকের যুদ্ধে ইহুদি-গোত্র বনু কুরায়যার অবস্থা জানার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে প্রেরণ করেন। এ সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবায়েরকে নিজের হাওয়ারি উপাধিতে ভূষিত করেন। [হাওয়ারি অর্থ হিতাকাঙ্ক্ষী, সাহায্যকারী, সহচর]। এ ছাড়া তিনি হযরত ওমর রা. এর খেলাফতকালে ইয়ারমুক ও মিসরের বিজয়-অভিযানেও অংশগ্রহণ করেন। ওসমান রা. এর হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে জঙ্গে জামালেও তিনি অংশগ্রহণ করেন।

খায়বরের যুদ্ধে তিনি অসীম বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দেন। খায়বরের ইহুদি-নেতা মুরাহহিব নিহত হলে বিশাল দেহ ও বিপুল শক্তির অধিকারী তার ভাই ইয়াসির ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে হুংকার ছেড়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানায়। হযরত যুবায়ের রা. লাফিয়ে উঠলেন। তখন তার মা হযরত সাফিয়া রা. বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, নিশ্চয় আজ আমার কলিজার টুকরা শহীদ হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। বরং যুবায়েরই তাকে হত্যা করবে। সত্যি সত্যি কিছুক্ষণের মধ্যে হযরত যুবায়ের রা. তাকে হত্যা করেন।

খন্দকযুদ্ধের সময় মদিনার ইহুদি-গোত্র বনু কুরায়যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পাদিত শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করে আহযাব তথা

---

[৩৮] জুরযানি।

www.banglakitab.weebly.com

কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে। তাদের এ বিশ্বাসঘাতকতার কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ মর্মাহত হন। তাদের অবস্থা জানার জন্য কাউকে তাদের কাছে পাঠাতে চাইলেন। তিনবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে কওমের সংবাদ নিয়ে আসতে পারে? প্রত্যেকবারই হযরত যুবায়ের রা. বললেন, আমি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আগ্রহে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, প্রত্যেক নবীরই হাওয়ারি ছিলো। আর আমার হাওয়ারি হচ্ছে যুবায়ের। হযরত যুবায়ের রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অহুদযুদ্ধের দিন আমার জন্য তার মাতা-পিতাকে একত্র করেছিলেন। অর্থাৎ বলেছিলেন, আমার মাতা-পিতা তোমার উপর কোরবান হোক।[৩৯]

হযরত যুবায়ের রা. সম্পর্কে তার পুত্র হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের বলেন, একদা হযরত আয়েশা রা. আমাকে বলেন, হে উরওয়া, তোমার পিতাদ্বয়- আবু বকর এবং যুবায়ের, সেসব ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদের ব্যাপারে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে–

ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ.

'যারা আহত হওয়ার পরও আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মান্য করেছে'।[৪০]

অহুদের ময়দান থেকে ফিরে আসার পর মাঝ পথে তাদের আফসোস হলো যে, আমরা অনর্থক ফিরে এলাম। কঠিন আক্রমণ চালিয়ে আজ মুহাম্মদসহ সকল মুসলমানকে হত্যা করে দেওয়াই উচিত ছিলো। তাই তারা পুনরায় মদিনা আক্রমণ করার ইচ্ছা করল। যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি জানতে পারলেন তখন ঘোষণা করলেন, এমন কে কে আছে যারা মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবন করবে? তখন সত্তরজন সাহাবি প্রস্তুত হলেন। তাদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন, যারা গতকালের

---

[৩৯] বুখারি।
[৪০] সূরা আলে ইমরান, আয়াত, ১৭২।

www.banglakitab.weebly.com

যুদ্ধে কঠিনভাবে আহত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে হযরত আবু বকর ও হযরত যুবায়ের ছিলেন। সকলেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবনে রওয়ানা হলেন। যখন তারা হামরাউল আসাদ নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছালেন তখন নোআইম ইবনে মাসউদ সংবাদ দিলো যে, আবু সুফিয়ান পুনরায় মদিনায় আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু সাহাবাগণ এতে কোনোরূপ প্রভাবান্বিত হলেন না। অপরদিকে মা'বাদ ইবনে খোযাআ, সে মুসলমান ছিল না কিন্তু মুসলমানদের হিতার্থী ছিল, সে মক্কায় যাওয়ার পথে আবু সুফিয়ানকে বলল, আবু সুফিয়ান, তুমি এই ভেবে ধোঁকায় পড়ে আছো যে, মুসলমানরা দুর্বল হয়ে পড়েছে। রণসাজে সজ্জিত আমি তাদের বিশাল বাহিনীকে হামরাউল আসাদে দেখে এসেছি। এ সংবাদ শুনে আবু সুফিয়ান সোজা মক্কার পথ ধরলো। অহুদযুদ্ধে আহত হওয়ার পরও যেসকল সাহাবা এ পর্বে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের ব্যাপারে উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। তাদের মধ্যে হযরত যুবায়েরও ছিলেন।

হাদিস বর্ণনা

হযরত যুবায়ের রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাওয়ারি ও সার্বক্ষণিক সহচর ছিলেন। এরপরও আল্লাহভীতি ও সতর্কতার কারণে খুব কমই হাদিস বর্ণনা করতেন। একদিন তার পুত্র আবদুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, আব্বা, অন্য সাহাবাগণের মত আপনি বেশি বেশি হাদিস বর্ণনা করেন না, এর কারণ কী? তিনি বললেন, বেটা, অন্যদের থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য ও বন্ধুত্ব আমার কোনো অংশে কম ছিল না। যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেছি সেদিন থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য হতে বিচ্ছিন্ন হইনি। কিন্তু তার এ সতর্কবাণী আমাকে অত্যন্ত সচেতন করেছে- 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে তার আবাসস্থল নির্ধারণ করে নেয়'।

www.banglakitab.weebly.com

সততা

হযরত যুবায়ের রা. এর সততা ও আমানতদারি ছিল অসাধারণ। মৃত্যুকালে লোকজন তাকে আপন আপন সন্তানসন্ততি ও ধনসম্পদের মুহাফিজ বানাবার ইচ্ছা ব্যক্ত করত। মুতি ইবনে আসওয়াদ তাকে অসি বানাতে চাইলে তিনি অস্বীকৃতি জানান। তখন তিনি কাতর কণ্ঠে বলতে থাকেন, আমি আপনাকে আল্লাহর রাসুল ও আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে বলছি, আমি ফারুকে আজম হযরত ওমর রা.-কে বলতে শুনেছি, যুবায়ের দীনের একটি রুকন।

দানশীলতা

বদান্যতা, দানশীলতা ও আল্লাহর রাস্তায় খরচের ব্যাপারে তিনি অন্য কারো থেকে কখনো পিছিয়ে থাকেননি। তার এক হাজার দাস ছিল। প্রতিদিন তিনি তাদের ভাড়া খাটিয়ে মোটা অংকের অর্থ উপার্জন করতেন। কিন্তু তার একটি পয়সাও নিজের বা পরিবারবর্গের জন্য ব্যয় করা সমীচীন মনে করতেন না। সবই আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিতেন। মোটকথা, নবীজির একজন হাওয়ারির মধ্যে যেসব গুণ থাকা সম্ভব তার সবই হযরত যুবায়ের রা.-এর মধ্যে ছিল।

ইনতেকাল

জঙ্গে জামাল থেকে হযরত যুবায়ের রা. একাকী বসরার দিকে ফেরার পথে সিজদারত অবস্থায় ইবনে জারমুয নামক এক বিশ্বাসঘাতক তরবারির এক আঘাতে দেহ থেকে তার মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এভাবে তিনি ৩৬ হিজরিতে শাহাদাত বরণ করেন। আস-সিবা উপত্যকায় তাকে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা.

নাম ও বংশপরিচয়

নাম আবদুর রহমান। ডাকনাম আবু মুহাম্মদ। পিতার নাম, আউফ। মাতার নাম, শেফা।

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতনুসারে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার নাম ছিল আবদে আমর। কেউ কেউ বলেন, আবদুল কাবা। ইসলাম গ্রহণের পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম পরিবর্তন করে আবদুর রহমান রাখেন।

জন্মগ্রহণ

আল্লাহর গজবে ধ্বংসপ্রাপ্ত ঐতিহাসিক হস্তিবাহিনীর ঘটনার দশ বছর পর তথা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের দশ বছর পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সেই হিসাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নবুওয়াত লাভ করেন এবং ইসলাম প্রচার শুরু করেন তখন তাঁর বয়স ত্রিশ বছরের বেশি ছিল।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. জন্মগতভাবেই নির্মল স্বভাবের অধিকারী এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই তিনি মদপান ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি প্রশস্ত মনের অধিকারী ছিলেন। বিশেষত আল্লাহর ভয়, রাসুলের ভালবাসা, সততা ও সত্যবাদিতা, দয়া ও উদারতা তার অত্যন্ত উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য ছিল। এতসব কিছুর পরও বীরত্ব-দূরদর্শিতা এবং বিবাদ মীমাংসার গুণে তিনি ছিলেন অনন্য ও অদ্বিতীয়।

www.banglakitab.weebly.com

ইসলাম গ্রহণ

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. হযরত আবু বকর রা. এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন হাতেগোনা কয়েকজন ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনো দারুল আরকামে অবস্থান করছিলেন। তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী আটজনের একজন। এবং সেই পাঁচজনেরও একজন, যারা হযরত আবু বকর রা. এর দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনিও নওমুসলমানদের মত কাফেরদের জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। অমানসিক অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি হাবাশায় হিজরত করেন।

মদিনায় হিজরত

তিনি সেই প্রথম মুহাজিরদের একজন, যারা মদিনায় হিজরতের পূর্বে হাবাশায় হিজরত করেন। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করার পর মক্কায় ফিরে আসেন এবং মক্কার অন্য সকল সাহাবার সাথে মদিনায় হিজরত করেন। হিজরতের পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক অসাধারণ নীতি চালু করলেন, যা পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও পাওয়া যায় না। তার এই নীতিই ইসলামকে সমুন্নত করেছে এবং সকল মুসলমানের মধ্যে একতাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। ভিনদেশি কাউকে সহজেই গ্রহণ করে নেওয়া মানবীয় দুর্বলতার অন্যতম দিক। ফলে মক্কার সাহাবায়ে কেরাম মদিনায় অবস্থান করবেন বলে চলে এলেন। তাই তাদের বাসস্থান ও কর্মস্থলের প্রয়োজন ছিল। ফলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। তিনি প্রত্যেক আনসার সাহাবির দায়িত্বে একজন করে মুহাজির সঙ্গীকে দিয়ে দিলেন। মহান আল্লাহর কী করুণা! সেই আনসার সাহাবাগণ পৃথিবীর বিরল কীর্তি দেখিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত মানুষের সামনে আদর্শ স্থাপন করলেন। তারা প্রত্যেকেই যার যার দায়িত্বে অর্পিত সাহাবিকে নিজের জীবনের অর্ধেক দিয়ে দিলেন। যার দুটি ঘর, তিনি তার মুহাজির ভাইয়ের জন্য একটি ছেড়ে দিলেন। যার দুটি ফসলি জমি, তিনি একটি দিয়ে দিলেন। এমনকি যার দুজন স্ত্রী, তিনি সেখান থেকেও একজনকে দিয়ে দিলেন। কী অনুপম

www.banglakitab.weebly.com

ত্যাগ! সেই হিসাবে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. এর দায়িত্ব দিলেন হযরত সা'দ বিন রাবী রা. কে। হযরত সা'দ আনসারি রা. যেমন ধনী ছিলেন, তেমনি ছিলেন দানবীর। তিনি বললেন, আমি আমার ধন-দৌলতের অর্ধেক তোমাকে দিচ্ছি আর আমার দুই স্ত্রী আছে, তাদের মধ্য থেকে যাকে তোমার পছন্দ হয় বল, আমি তাকে তালাক দিয়ে দিই। ইদ্দত শেষ হলে তুমি তাকে বিবাহ করে নিয়ো। কিন্তু হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. তা গ্রহণ করলেন না। কেননা তার স্বভাবজাত উদারতা এবং আত্মমর্যাদার দরুন বললেন, আপনার এই আন্তরিকতার জন্য আমি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহ পাক আপনার সম্পদ আরো বৃদ্ধি করুন এবং সন্তান-সন্ততিতে বরকত দান করুন। আমাকে শুধু বাজার চিনিয়ে দিন। তারপর তিনি তাকে বনু কায়নুকা বাজারে নিয়ে গেলেন। প্রথম দিন ব্যবসা করে কিছুটা ঘি আর পনির লাভ করেন। পরদিন তিনি রীতিমত ব্যবসা শুরু করলেন। অল্প দিন পরই তিনি প্রচুর লাভবান হন। একদিন তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন আর তার হাতে বিবাহের আলামত দেখা যাচ্ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এসব কিসের আলামত? তিনি বললেন, এক আনসারি রমণীর সাথে আমার বিবাহ হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কী পরিমাণ মহর আদায় করেছো? তিনি বললেন, একটি খেজুরদানা পরিমাণ স্বর্ণ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা হলে একটি ছাগল দিয়ে হলেও অলিমার ব্যবস্থা কর।

জিহাদে অংশগ্রহণ

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. বদর অহুদসহ সকল জিহাদেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। বদরযুদ্ধে হযরত ইবনে আউফের দুই পাশে দুই আনসারি বালক দণ্ডায়মান ছিলেন। একজনের নাম মুআয, অপরজনের নাম মুআওয়িজ। হযরত আবদুর রহমান রা. তাদেরকে দেখে মনে মনে ভাবলেন, এতো ছোট বালক, যুদ্ধে কেন? ওরা কতটুকুনইবা পারবে। তারা

www.banglakitab.weebly.com

দুজন হযরত ইবনে আউফকে জিজ্ঞেস করলেন, চাচা, আবু জাহল কোন্‌টা? আমরা জেনেছি আবু জাহল নাকি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড় দুশমন। তাই আমরা তাকে দেখতে চাই এবং সর্বপ্রথম আমরা তাকেই খতম করবো। দয়া করে তাকে চিনিয়ে দিন। তাদের কথা শুনে হযরত ইবনে আউফ মনে মনে বললেন, আরে এদেরকে আমি ছোট্ট মনে করছি, এরা দেখি দুর্দান্ত সাহসী। এরই মধ্যে আবু জাহল সৈন্যদেরকে সারিবদ্ধ করতে করতে এদিকেই আসছিল। সাথে সাথে হযরত ইবনে আউফ বালকদ্বয়কে দেখিয়ে বললেন, ঐ তো আবু জাহল, যাকে তোমরা খোঁজছো। বালকদ্বয় তাকে দেখামাত্র ক্ষুধার্ত শার্দুলের ন্যায় তার উপর ঝাপিয়ে পড়লো এবং তার ইহজীবন সাঙ্গ করে দিল।

অহুদযুদ্ধে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধের পর দেখা গেছে তাঁর দেহে বিশটিরও বেশি জখমের চিহ্ন। বিশেষত শরীরের জখমটি মারাত্মক ছিল। সুস্থ হওয়ার পরও স্বাভাবিক চলাফেরা করতে পারতেন না। ষষ্ট হিজরি সনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দুমআতুল জান্দাল যুদ্ধে সেনাপতি করে প্রেরণ করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে নিজ হাতে পাগড়ি বেধে দিলেন এবং ইসলামি পতাকা তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, বিসমিল্লাহ বলে আল্লাহর রাস্তায় রওনা হও। যারা আল্লাহর নাফরমানি করে, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর। কাউকে ধোঁকা দিয়ো না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে মেরো না। এমনকি দুমআতুল জান্দালে পৌছে প্রথমে কালব গোত্রের লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে। তারা যদি খুশি মনে তোমার দাওয়াত কবুল করে তা হলে তাদের রাজকন্যাকে বিবাহ করবে। অন্যথায় যুদ্ধ করবে। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. মর্যাদার সাথে মদিনা ত্যাগ করে দুমআতুল জান্দালে পৌছেন এবং তিনদিন সেখানে সুন্দরভাবে ইসলামের তাবলিগ করেন। ফলে কালব গোত্রের সর্দার আসবাগ বিন সালাবা তার বিপুল সংখ্যক জাত-ভাইসহ ইসলাম গ্রহণ করেন। এবং যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি তারা জিজিয়া দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। এরপর হযরত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মোতাবেক কালব গোত্রের সর্দারের কন্যা তুমাযির

www.banglakitab.weebly.com

বিনতে আসবাগকে বিবাহ করেন। হযরত আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান এই ঘরেরই সন্তান। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা অভিমুখে সাহাবাদের বিশাল নুরানি জামাত নিয়ে যখন রওনা হলেন, সেই ঐতিহাসিক রক্তপাতহীন বিরল বিজয় অভিযানে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. শরিক ছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার আশপাশের ছোট বড় বহু অভিযান প্রেরণ করেন। সবগুলোর মধ্যেই হযরত আবদুর রহমান রা. সক্রিয় ছিলেন।

ইলম ও ফজল

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. অন্য সাহাবাদের চেয়ে কম হাদিস রেওয়ায়েত করেছেন। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবতের বরকতে তার ইলমের ঝুলি মুক্তায় পরিপূর্ণ ছিল। খোলাফায়ে রাশেদীনকে তিনি তার সমৃদ্ধ জ্ঞান দ্বারা উপকৃত করেছেন। হযরত সিদ্দিকে আকবর রা. এর খেলাফতকালে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিরাস-সম্পর্কীয় প্রশ্ন যখন ব্যাপক আকার ধারণ করলো এবং খলিফা আবু বকর রা.-সহ সকলেই কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়লো তখন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. সেই হাদিসের সত্যতা প্রমাণ করলেন, যে হাদিসে বলা হয়েছে নবী-রাসুলদের মিরাস হয় না।

হযরত ওমর রা. এর খেলাফতকালে যখন ইরান বিজিত হয় তখন হযরত ওমর রা. চিন্তিত ছিলেন যে, ইরানের অগ্নিপূজকদের সাথে কী মোআমালা করা হবে? তখন হযরত আবদুর রহমান রা. সমাধান প্রদান করেন। তিনি বললেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে আহলে কিতাবিদের ন্যায় ব্যবহার করেছিলেন এবং তাদেরকে জিম্মি ঘোষণা করেছিলেন। আঠার হিজরি সনে আমওয়াস নামক স্থানের প্লেগ রোগ দেখা দিল। হযরত ওমর রা. সাহাবাদেরকে নিয়ে এই মর্মে পরামর্শসভা করলেন যে, মহামারি-কবলিত এলাকা থেকে পলায়ন করা জায়েজ আছে কি না? এই প্রশ্নের কেউ সঠিক সমাধান দিতে পারলেন না। হযরত আবদুর রহমান রা. সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন না। পরবর্তী সময়ে যখন জানতে পারলেন, তখন তিনি হযরত ওমরের কাছে এসে বললেন,

www.banglakitab.weebly.com

আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ‘তোমরা মহামারি কবলিত এলাকায় যেয়ো না। আর যদি প্রথম হতে সেখানে থেকে থাক, তা হলে সেখান থেকে পলায়ন কর না’।

সততা

সততা ও দিয়ানতদারি হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. এর প্রকৃতিতেই মিশে ছিল। তাঁর সততার উপর সাহাবাগণের এতই বিশ্বাস ছিল যে, তার যেকোনো বর্ণনাই যথেষ্ট হত। তার সাক্ষ্যদানের পর অন্য কোনো সাক্ষীর প্রয়োজন হত না। একবার হযরত যুবায়ের রা. হযরত ওসমান রা.-এর দরবারে মোকদ্দমা দায়ের করেন। তিনি বলেন, আমি হযরত ওমর রা. এর ওয়ারিসগণের কাছ থেকে এক খণ্ড জমি ক্রয় করেছি। জমিটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জায়গির হিসাবে প্রদান করেছিলেন। এখন আবদুর রহমান রা. দাবি করছেন যে, উক্ত জমি তাকে ও হযরত ওমরকে জায়গির হিসাবে দেওয়া হয়েছিল এবং অমুক স্থান হতে অমুক স্থান এর [অর্থাৎ হযরত আবদুর রহমানের]। এখন আপনিই বিচার করুন। তখন হযরত ওসমান রা. বললেন, আবদুর রহমান নিজের পক্ষে এবং বিপক্ষে সাক্ষী দেওয়ার অধিকারী। অর্থাৎ তিনি যা বলেন সেটাই সঠিক। কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার পর যে ব্যক্তি আমার পরিবারের রক্ষণা-বেক্ষণ করবে, সে অত্যন্ত সত্যবাদী এবং নেককার হবে। দেখা গেলো সেই সৌভাগ্য হযরত আবদুর রহমান অর্জন করলেন। তিনি হজ এবং অন্যান্য সফরে হযরত উম্মাহাতুল মুমিনীনের সাথে থাকতেন এবং তাদের যানবাহন ও পর্দার বন্দোবস্ত করতেন। এ ছাড়া অন্য সকল খেদমত আনজাম দিতেন। উদ্দেশ্য শুধু উম্মাহাতুল মুমিনীনের খেদমতের গৌরব অর্জন করা।

তাকওয়া ও খোদাভীতি

অত্যধিক তাকওয়া ও খোদাভীতির কারণে পৃথিবীর যেকোনো ঘটনা তার জন্য শিক্ষার উপকরণ হয়ে দাঁড়াত। আল্লাহর জালালত ও হাইবতের কথা স্মরণ হলেই কাঁদতে থাকেন। একদিন তিনি রোযাদার ছিলেন, সন্ধ্যায় যখন তার সামনে খাবার উপস্থিত করা হল, তখন মুসলমানদের

www.banglakitab.weebly.com

দারিদ্র্যের কথা তার মনে পড়ল। তিনি বললেন, হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের রা. আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। তিনি শহীদ হয়েছেন। তার কাফনের জন্য মাত্র একটি কাপড় ছিল। তাও আবার এমন ছোট যে, মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যেত আর পা ঢাকলে মাথা খুলে যেত। এমনিভাবে হযরত হামযা রা. শহীদ হয়েছেন। তিনিও আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। তারও একই অবস্থা হয়েছিল। কিন্তু আমার জন্য দুনিয়া এখন প্রশস্ত হয়ে গেছে। পার্থিব ভোগ্য-সামগ্রী আমার সামনে এখন এত পরিমাণ যে, আমার ভয় হচ্ছে, আমার নেক আমলের বদৌলতে হয়তো এই নেয়ামত– এ বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তাকওয়া ও খোদাভীতি, বিনয় ও নম্রতার এমন দৃষ্টান্ত সাহাবা ছাড়া আর কারও মাঝে পাওয়া যাবে না।

রাসুলের ভালবাসা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্য লাভে ধন্য হওয়ার কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত এবং হেফাজত কোনোটাতেই পিছনে থাকতেন না হযরত আবদুর রহমান রা.। অহুদ যুদ্ধে সাহাবাগণের আত্মবিসর্জনের কঠিন পরীক্ষা হয়। সেই পরীক্ষায় তিনি সর্বাগ্রে ছিলেন। সারা দেহে অন্তত বিশটি আঘাত লাগে। এর পরও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ত্যাগ করে যুদ্ধ-ময়দান হতে পলায়ন করেননি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সামান্য সময় না দেখলে তিনি পেরেশান হয়ে পড়তেন এবং দিশেহারা হয়ে খোঁজতে থাকতেন। একদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর বাগানে গিয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি অভ্যাসবশত অনেকক্ষণ সিজদায় রইলেন। দীর্ঘ সময় সিজদায় পড়ে থাকতে দেখে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। ফলে তিনি দ্রুত তার কাছে ছুটে এলেন। তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা তুলে বললেন, আবদুর রহমান, তোমার কী হয়েছে? তোমাকে এত ভীত ও আতঙ্কিত দেখাচ্ছে কেন? হযরত আবদুর রহমান রা. কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি অনেকক্ষণ ধরে সিজদা থেকে মাথা ওঠাচ্ছিলেন না দেখে আমার ভয় হলো যে, খোদা না করুন, আপনি

www.banglakitab.weebly.com

আপনার প্রভুর সাথে মিলিত হয়ে গেলেন কি না। এ কথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমাকে হযরত জিবরাইল আ. বলেছেন, আমি কি আপনাকে ঐ সংবাদ দিব না, যা আল্লাহ পাক বলেছেন? তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আপনার উপর দরুদ পাঠ করবে, আমি তার উপর রহমত বর্ষণ করবে। এবং যে ব্যক্তি আপনার উপর সালাম পাঠ করে, আমি তার উপর শান্তি বর্ষণ করি'। এই সুসংবাদের শুকরিয়া আদায় করতে গিয়ে অনেকক্ষণ সিজদায় ছিলাম।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অফাতের পর হযরত আবদুর রহমান রা. সর্বদা তার কথা ভাবতেন আর আলোচনা করতেন। হযরত নওফল ইবনে আয়াস রা. বলেন, হযরত আবদুর রহমান রা. এর সংগ ছিল অত্যন্ত আমোদপূর্ণ। তিনি একদিন আমাকে তার বাসায় দাওয়াত করলেন। আমি গেলাম। তিনি আমাকে নিয়ে খেতে বসলেন। খাবারের মধ্যে আটার রুটি এবং গোশত দেখে তিনি কাঁদতে লাগলেন। আমি বললাম, হে আবু মুহাম্মদ, এই কান্নাকাটি কেন? তিনি বললেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন কিন্তু সারাটা জীবন তিনি এবং তার পরিবার কখনো পেট ভরে যবের রুটিও খেতে পাননি। এখন দেখছ আমরা কত কিছু খাচ্ছি। তাই আমার মনে হচ্ছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর জীবিত থাকা আমাদের জন্য উচিত হচ্ছে না।

জীবিকা নির্বাহ ও পোশাক-পরিচ্ছদ

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. এর জীবিকানির্বাহের প্রধান উৎস ছিল ব্যবসা। অবশ্য তিনি জীবনের শেষ দিকে কৃষিকাজও করেছিলেন। তবে তার আয়ের বড় অংশ আসত ব্যবসা থেকে যা তিনি হিজরতের পর শুরু করেছিলেন। খায়বর বিজয়ের পর মুসলমানদের জীবিকানির্বাহে প্রাচুর্য আসে। কিন্তু হযরত আবদুর রহমান রা. এর প্রাচুর্য আগে থেকেই ছিল। তবু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বর এলাকা হতে তাঁকে বিরাট এক জমিদারি প্রদান করেছিলেন। ফলে তিনি

www.banglakitab.weebly.com

কৃষি-যোগ্য জমি পেয়ে পুরোদমে কৃষি কাজ শুরু করেন। শুধু জরফ নামক এলাকার জমিতেই বিশটি উট পানি সেচের কাজ করত।

হযরত আবদুর রহমানের হাতে আল্লাহ পাক বিপুল বরকত দান করেছিলেন। তিনি নিজেই বলতেন, আমি যদি একটি পাথর উঠাই, তার নিচেও স্বর্ণ পাওয়া যায়। তাই তার এত বিপুল বরকতের কারণে প্রচুর দান করা সত্ত্বেও তিনি উত্তরাধিকারিদের জন্য অজস্র সম্পদ রেখে গেছেন। তার মৃত্যুর পর দেখা যায় তার চারজন স্ত্রী ও সন্তানদের ১৬ আনার ৮ ভাগের একভাগ সম্পদ সকলেই একত্রে পেয়েছে। এই একভাগ চারভাগে ভাগ করে দেওয়া হলো। দেখা গেল প্রত্যেকের ভাগে ৮০ হাজার করে স্বর্ণ মুদ্রা পড়েছে। আর তার একখণ্ড স্বর্ণ এত বড় ছিল যে, কুঠার দ্বারা তা কাটতে হয়েছে এবং কাটতে গিয়ে হাতে ফোসকা পড়ে গেছে। এরপর তার পরিত্যাক্ত সম্পদের মধ্যে একহাজার উট, একশত ঘোড়া এবং ত্রিশ হাজার ছাগলও ছিল।

তিনি এত ধনী হওয়া সত্ত্বেও তার চলাফেরা, খাওয়া-পরা ছিল খুব সা'দাসিধা। কারণ সেই হাদিস তার কাছে ছিল- পৃথিবীতে তুমি এমনভাবে বসবাস কর যেন পরদেশি মুসাফির। তা ছাড়া তারা তো ঐ সমস্ত মানুষ যারা নবীর পরশে ধন্য, যারা ছিলেন নির্মোহ খোদাভীরু, আর আখেরাতমুখী। হ্যাঁ, তবে তিনি যে রেশমি কাপড় পরিধান করতেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এর অনুমতি দিয়েছিলেন।

একবার তার ছেলে হযরত আবু সালামা রা. রেশমি কাপড় পরিধান করলেন। হযরত ওমর রা. তা দেখে টুকরো টুকরো করে ফেললেন। হযরত আবদুর রহমান রা. বললেন, আপনি কি জানেন না যে; রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এর অনুমতি দিয়েছেন? তিনি বললেন, জানি। তা কেবল তোমার জন্য। অন্য কারও জন্য নয়।

উল্লেখ্য, হযরত আবদুর রহমান রা. এর শারীরিক অসুস্থতার কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে রেশমি কাপড় পরার অনুমতি দিয়েছিলেন।

www.banglakitab.weebly.com

দানশীলতা

হযরত আবদুর রহমান রা. ছিলেন অত্যন্ত দানশীল। তিনি আল্লাহর রাস্তায় অধিক পরিমাণে দান করতেন। এরপরও তার সম্পদ কমত না। বেড়েই যেত। তিনি অহুদযুদ্ধে ৩০টি গোলাম আযাদ করেছিলেন। একবার তার কর্মচারীরা মৌসুম শেষে ব্যবসা করে যখন মদিনায় পৌছয়, তখন সাতশ উটের পিঠ কেবল গম, আটা এবং অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী দ্বারা ভরপুর ছিল। এই বিশাল দলটি মদিনায় পৌছলে সারা মদিনায় সাড়া পড়ে গেল। এই সংবাদ যখন আয়েশা রা. শোনলেন তখন তিনি বললেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আবদুর রহমান হামাগুড়ি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ কথা শুনে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. দৌড়ে হযরত আয়েশা রা. এর কাছে এসে বললেন, আপনাকে সাক্ষী রাখছি যে, এই ব্যবসার সমস্ত মাল, এমনকি সমস্ত উট এবং তার আনুষঙ্গিক যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি আমি আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করলাম।

সাহাবাগণের সম্পদ কখনও তাদের ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশের জন্য ছিল না। বরং যে পরিমাণ সম্পদ লাভ হত সেই পরিমাণ দানও করতেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. এর দান রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকেই বৃদ্ধি পেয়েছে। যখন সূরা তাওবা নাযিল হয় তখন সাহাবাদেরকে দানের প্রতি উৎসাহিত করা হয়। ফলে তিনি তার মালের অর্ধেক তথা চার হাজার স্বর্ণমুদ্রা [দিনার] দান করেন। তারপর তিনি প্রতিরাতে ৪০ হাজার করে স্বর্ণমুদ্রা দান করেন। এমনকি জিহাদের জন্য তিনি ৫০০ উট এবং ৫০০ ঘোড়া দান করেন। সাধারণ সময়ে তার দানখয়রাত এমন ছিল যে, কখনো কখনো একদিনেই তিনি ত্রিশ জন গোলাম আযাদ করে দিতেন। একবার হযরত ওসমান রা এর কাছে ৪০ হাজার দিনার বিক্রি করে সেসমস্ত মাল আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেন।

এত দান-সদকার পরও তিনি এই আশংকা করতেন যে, আমার এত মাল-সম্পদ আখেরাতে আমার কোনো ক্ষতি করবে না তো? তাই তিনি উম্মে সালামা রা. এর কাছে এসে বললেন, আমার আশংকা হচ্ছে যে, আমার ধন-সম্পদ আমাকে ধ্বংস করে দিবে। তিনি উত্তরে বললেন, এসব

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহর রাস্তায় খরচ করো। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তার এই দান অব্যাহত ছিল। মৃত্যুর সময়ও তিনি ৫০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা এবং এক হাজার ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় দান করে গেছেন। তিনি বদরী সাহাবা প্রত্যেকের জন্য ৪০০ দিনারের অসিয়ত করে গেছেন। দেখা গেল তার মৃত্যুর পর বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবি একশ জনের মত জীবিত ছিলেন। তারা প্রত্যেকেই আনন্দের সাথে তার এই দান গ্রহণ করেন। হযরত আবদুর রহমান রা. মৃত্যুর সময় উম্মাহাতুল মুমিনীনের জন্য একটি বাগান অসিয়ত করে যান, যা চার লক্ষ দিরহামে বিক্রি হয়। এর আগেও তিনি তাদের জন্য এক খণ্ড জমি দান করেন, যা চল্লিশ হাজার দিনার বিক্রয় হয়। তাই হযরত আয়েশা রা. প্রায় সময় হযরত আবদুর রহমানের ছেলেকে বলতেন, 'তোমার পিতাকে আল্লাহ্ পাক বেহেশতের সালসাবিল [একটি কূপের নাম] দ্বারা শান্তি দান করুন'।

ইনতেকাল

হযরত আবদুর রহমান রা. ৩২ হিজরি সনে ৭৫ বছর বয়সে ইনতেকাল করেন। তার জানাজার সামনে দাঁড়িয়ে হযরত আলি রা. বলেছিলেন, হে আবদুর রহমান, তুমি আল্লাহর কাছে যাচ্ছ, তুমি তো দুনিয়ার স্বচ্ছ পানি পেয়েছ এবং ঘোলা পানি ছেড়ে যাচ্ছ। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. তার জানাজা বহনকারীদের মধ্যে শামিল ছিলেন। তাকে জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হয়।

বিবাহ্ ও সন্তান-সন্ততি

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. চারটি বিবাহ করেছিলেন। জনৈক আনসারি মেয়েকে বিবাহকালে মহরস্বরূপ তিনি দিয়ে ছিলেন ২০ হাজার দিনার। তার সন্তান-সন্ততি তিরিশ জনের মত ছিল।

মাকাম ও মর্যাদা

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. শীর্ষস্থানীয় সাহাবাদের অন্যতম। জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবির তিনি একজন।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. সেই ছয় শুরা সদস্যের একজন হযরত ওমর রা. যাদের মধ্যে পরবর্তী খলিফা নিয়োগের দায়িত্ব অর্পণ করে গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, তোমাদের মাঝে কাউকে পরামর্শক্রমে খলিফা নিযুক্ত করো। হযরত আবদুর রহমান রা. ছিলেন অত্যন্ত চৌকস এবং গভীর জ্ঞানের অধিকারী। ফলে বারবার রাষ্ট্রক্ষমতা তার পদতলে এসেছে। কিন্তু তিনি তা বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি যেমন ছিলেন নির্লোভ তেমনি ছিলেন উপস্থিত বুদ্ধিতে দুর্লব ব্যক্তিত্ব।

হযরত ওমর রা. এর ইনতেকালের পর যখন সমানে বিশৃঙ্খলা হতে লাগলো তখন ছয় শুরা সদস্য পরামর্শসভা ডাকলেন। ইসলামি আইন অনুযায়ী পূর্ববর্তী খলিফা যার নাম ঘোষণা করে যান তিনিই হবেন পরবর্তী খলিফা। যেমন হযরত আবু বকর রা. হযরত ওমর রা. কে নিযুক্ত করে না গেলেও ছয়জনের নাম ঘোষণা করে গেছেন। পরবর্তী খলিফা এদের মধ্য হতেই হতে হবে। তারা হলেন হযরত ওসমান রা., হযরত আলি রা., হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা., হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা., হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা., হযরত তালহা রা. এবং হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.। কিন্তু হযরত ওমর রা. এর মৃত্যুর পর তিনদিন যাবৎ আলোচনা চলছিল, কে হবেন পরবর্তী খলিফা? ফলে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. অতি চমৎকার এক পরামর্শ দিলেন, যা সবার মনঃপুত হয়। তিনি বললেন, এ পর্যন্ত জনগণের পক্ষ হতে আমাদের মধ্যে যাদের নাম উচ্চারিত হয়নি, আমরা নিজেদের গুটিয়ে অন্যের নাম বলি। তা হলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। ফলে তাই হলো। হযরত যুবায়ের রা. পেশ করলেন হযরত আলির নাম। হযরত তালহা রা. পেশ করলেন হযরত ওসমান রা এর নাম। আর হযরত সা'দ করলেন আবদুর রহমান রা. এর নাম। তখন হযরত আবদুর রহমান রা. এই মহৎ কর্মটি করে দেখালেন, যা পৃথিবীর ইতিহাসে কেয়ামত পর্যন্ত স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি বললেন, এখন দেখছি খলিফা আমাদের তিনজনের মধ্যে কেউ হবে। আমি কাজটা সহজ করে দিচ্ছি। আমি নিজে খলিফা হওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব না। এবার আপনাদের দু'জনের মধ্যেই এই প্রশ্ন

www.banglakitab.weebly.com

সীমাবদ্ধ রইল। আল্লাহর আহকাম, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত এবং পূর্ববর্তী দুই খলিফার নিয়ম অনুযায়ী কাজ করবেন বলে যিনি ওয়াদা করবেন তিনিই দায়িত্ব নিবেন। তারপর উভয়ের প্রত্যেকেই আলাদাভাবে ডেকে তাদের মাকাম, বড়ত্ব ও বুযুর্গি স্মরণ করিয়ে বললেন, যদি আপনার উপর এই দায়িত্ব দেওয়া হয় তা হলে ইনসাফ করবেন, আর আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেওয়া হলে মেনে নিবেন, বিরুদ্ধে যাবেন না। এভাবে উভয়ের সম্মতি নিয়ে তিনি জনসম্মুখে বক্তৃতা করলেন এবং হযরত ওসমান রা. এর হাতে সর্বপ্রথম বাইয়াত হলেন। পরে একে একে সবাই তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলেন। হযরত ওসমান রা. তৃতীয় খলিফা নিযুক্ত হলেন।

তার এই মাকাম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই ঘোষণা দিয়ে গেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আবদুর রহমান আসমান-জমিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিশ্বস্ত ব্যক্তি। একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে দেখলেন আবদুর রহমান নামায পড়াচ্ছেন। হযরত আবদুর রহমান রা. পিছনে আসতে চাইলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, থাক, নামায পড়াও। ফলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিছনে নামায আদায় করলেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খালিদ রা. কে বলেছিলেন, [ঘটনাটি পূর্বে গেছে] তোমাদের কারো অহুদ পাহাড় পরিমাণ দানও আবদুর রহমানের দানের সমান হবে না। এ ছাড়াও দূরদর্শিতা, বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে তিনি জীবন পরিচালনা করেছেন। সর্বদা খেলাফতের কাজে তিনি খলিফার বিভিন্ন সিদ্ধান্তে সঙ্গে থাকতেন এবং যথোপযোগী পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত দিয়ে উম্মতকে সঠিক পথ দেখাতেন।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.

নাম ও পরিচয়

সা'দ অর্থ সৌভাগ্য। এই অর্থে হযরত সা'দ রা. সত্যিই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৌভাগ্যবান সাহাবি। পবিত্র ধর্ম ইসলাম তার তাকদিরে এনে দেয় পরম সৌভাগ্য। আর তাকে পৌঁছিয়ে দেয় দিগ্বিজয়ী বীরের মহান আসনে। নবী-পরিবারের বাইরে পুরুষদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী তিনজনের তৃতীয়জন তিনি। তিনি সেই মহান দশ সাহাবারও একজন, দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একসঙ্গে যাদেরকে জান্নাতপ্রাপ্তির সনদ ও সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর সেনাপতিত্বে কাদেসিয়া, মাদায়েন, তিকরিতসহ প্রভৃতি অঞ্চলের বিজয় দান করেছিলেন। আর সেই বিজয়সমূহের মধ্য দিয়েই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সুন্দর ভবিষদ্বাণীর বাস্তবায়ন ঘটেছিল।

হাদিস, ইতিহাস ও রিজালশাস্ত্রের সকল কিতাবে তিনি সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস নামে প্রসিদ্ধ। আবু ওয়াক্কাস ছিল হযরত সা'দের পিতা মালেকের ডাকনাম। আর তার ডাকনাম ছিল আবু ইসহাক। তার পিতা ডাকনামে প্রসিদ্ধি লাভ করলেও তিনি তার মূলনামেই পরিচিতি অর্জন করেন। হযরত সা'দ রা. কোরেশের বনু যোহরা শাখার লোক ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জননী হযরত আমেনা ছিলেন, এই যোহরা গোত্রেরই কন্যা। এ কারণে হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. আত্মীয়তা-সম্পর্কে ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মামা। এ কথা খোদ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক বার স্বীকার করে বলেছেন, আত্মীয়তার দিক দিয়ে সা'দ আমার মামা হন। রাসুল

www.banglakitab.weebly.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময় তার এই মামাকে নিয়ে গর্বও করতেন। বর্ণিত আছে, একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন সাহাবার সঙ্গে বসে ছিলেন। এমন সময় হযরত সা'দকে আসতে দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণকে বললেন, ইনি হলেন আমার মামা। সুতরাং কেউ পারলে আমার মামার মত এমন মামা দেখাক।

ইসলামগ্রহণ

হযরত সা'দ রা. ইসলাম গ্রহণ করলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আনন্দিত হন। কারণ হযরত সা'দ রা. ছিলেন অভিজাত ও সুপুরুষ।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতপ্রাপ্তির সতেরো বছর পূর্বে হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. জন্মগ্রহণ করেন। নবুওয়াতের সূচনাকালে হযরত সা'দ রা. ছিলেন সতেরো বছরের টগবগে তরুণ। তখন অতি গোপনে ইসলাম ও তাওহিদের দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছিল। খাদিজা-আবু বকরসহ কয়েকজন সত্যসন্ধানী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো পথ অনুসরণ করে হযরত আবু বকর রা.-ও গোপনে লোকজনকে সত্যধর্মের সন্ধান দিতে লাগলেন। তার উৎসাহে, তার অসিলায় হযরত সা'দ রা. এর অন্তরে ইসলাম গ্রহণের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়। যার ফলে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

জননীর ক্ষুব্ধ আচরণ

সকল মা তার সন্তানকে ভালবাসেন এবং সন্তান ভালবাসে মাকে। এই ভালবাসা প্রকৃতিগত ও স্বভাবজাত। আর এটাই স্বাভাবিক। এর মাঝেও কোনো কোনো মা সন্তানকে এবং কোনো কোনো সন্তান মাকে একটু বেশিই ভালবাসে। মায়ের প্রতি একটু বেশিই অনুগত হয়ে থাকে। যেমন ছিলেন হযরত সা'দ এবং তার জননী। তারা একে অপরকে বড় বেশি

www.banglakitab.weebly.com

ভালবাসতেন। এরপরও হযরত সা'দ রা. এর মা ছেলের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ শুনে ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন। বললেন, সা'দ, তুমি এটা আবার কোন্ ধর্ম গ্রহণ করলে! এই নতুন ধর্ম তোমাকে তোমার মাতাপিতার ধর্ম থেকে বিমুখ করে দিচ্ছে। তোমাকে আমি আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তুমি তোমার এই নতুন ধর্ম ছেড়ে দাও। অন্যথায় আমি খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে মরে যাব। আর এই কারণে যুগ যুগ ধরে লোকজন তোমাকে ভর্ৎসনা দিবে।

একদিকে মায়ের ভালবাসা অন্যদিকে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের মহব্বত। এখন কোন্ দিকে যাবেন রাসুলের এই প্রিয় সাহাবি? তিনি তার মাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, মা, আমি আমার দীন-ধর্ম কিছুতেই ত্যাগ করব না। এটা আমার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আর আপনিও দয়া করে কোনো আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত নিবেন না।

মক্কায় অবস্থান

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী হওয়ার পর প্রায় তিন বছরকাল গোপনে ইসলাম ও তাওহিদের দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এরপর আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ্যে লোকজনকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ প্রদান করেন। ফলে মক্কার নিকটবর্তী সাফা পাহাড়ের পাদদেশে কোরেশের সকল শাখার লোকজনকে সমবেত করে প্রকাশ্যভাবে ইসলামের ঘোষণা দেন। এ-ই ছিল ইসলামের প্রতি প্রথম প্রকাশ্য আহ্বান।

এর কদিন পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরদাদা জনাব আবদে মানাফের সন্তানদের মধ্য থেকে প্রায় চল্লিশজনকে একত্র করে বললেন, ওই মহান প্রতিপালকের কসম করে বলছি, যিনি এক ও অদ্বিতীয়, আমি তোমাদের প্রতি তাঁর রাসুল ও পয়গম্বর হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।

ইসলামের প্রকাশ্য ঘোষণার পর থেকে নবী ও নওমুসলিমদের উপর নানা ধরনের জুলুম-নির্যাতন শুরু হয়। সেসব নির্যাতনের ইতিহাস বড় করুণ ও নির্মম। নির্যাতনের মাত্রা যখন খুব বেড়ে গেল তখন কতিপয় মুসলমান পাশের দেশ আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। আবিসিনিয়ায় হিজরতের ঘটনা

www.banglakitab.weebly.com

দুইবার ঘটে। কিছু সংখ্যক মুসলমান তখনও হিজরত করেননি। শত নির্যাতন সত্ত্বেও তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থেকে যান। রাসুলের সঙ্গে থেকে যাওয়া মুসলিমদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.। আত্মরক্ষার খাতিরে তিনি সাধারণত মক্কার অনাবাদ এলাকায় গিয়ে একান্তে, একাগ্রচিত্তে, আল্লাহর ইবাদত করতেন। কখনো-কখনো অন্য কতিপয় সাহাবাও সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিতেন। তারাও নিশ্চিন্ত মনে ইবাদতে মগ্ন হয়ে যেতেন।

ইসলামের জন্য প্রথম রক্তপাত

একদিনের ঘটনা। এক নির্জন অনাবাদ এলাকায় কয়েকজন সাহাবাসহ হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন ছিলেন। একদল মুশরিক সেখান দিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। তাদের ইবাদত করা দেখে ইসলাম নিয়ে তারা বিদ্রূপ করতে লাগল। কাফেরদের মুখে ইসলামের বিদ্রূপ শুনে এই সঙ্কটময় মুহূর্তেও হযরত সা'দ রা. ঝলসে উঠলেন। তিনি তার উত্তেজনা দমিয়ে রাখতে পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিলেন উটের বড় মোটা একটি হাড়। সজোরে ছুড়ে মারলেন বিদ্রূপকারীদের উদ্দেশে। ফলে একজন মুশরিকের মাথা ফেটে রক্তস্রোত বইতে লাগল। ইসলামের খাতিরে এটিই ছিল প্রথম রক্তপাত, যা হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. এর হাতে সঙ্ঘটিত হয়েছিল।

হিজরত

মুসলমানদের উপর মুশরিকদের অত্যাচার-নির্যাতন দিন দিন বাড়তে লাগল। অতিষ্ঠ হয়ে উঠল মুসলমানদের জীবন। এই অবস্থায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণকে মদিনায় হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ মোতাবেক সাহাবায়ে কেরাম একজন-দুজন করে গোপনে মদিনায় হিজরত করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে হিজরত করেন রাসুল সা. এর প্রিয় সাহাবি হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.।

www.banglakitab.weebly.com

ইসলামের জন্য প্রথম তীর চালনা

হিজরতের পর মদিনায় পৌঁছে মুসলিমগণ যদিও স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা লাভ করেছিলেন তবু প্রতিটি মুহূর্ত তাদের মক্কার মুশরিকীনের আক্রমণের আশঙ্কায় কাটত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার শত্রু-পক্ষের অবস্থা ও অবস্থান জানার জন্য হযরত আবদ ইবনুল হারেসকে ষাট কি আশিজন অশ্বারোহীসহ প্রেরণ করেন। হযরত সা'দ রা. ছিলেন এই কাফেলার সদস্য। এই কাফেলা চারদিকের খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে হিজাজের সমুদ্র-তীরবর্তী যেই এলাকায় গিয়ে পৌঁছুল, সেইখানে তারা একদল মুশরিকের মুখোমুখি হল। মুসলিমগণ চারপাশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও অবগতির জন্য গিয়েছিলেন কিন্তু হযরত সা'দ রা. উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে মুশরিকীনের উদ্দেশে তীর ছুড়ে মারলেন। ইসলামের ইতিহাসে আল্লাহর রাস্তায় চালানো এটাই ছিল প্রথম তীর।

জিহাদে অংশগ্রহণ

দ্বিতীয় হিজরির রমজান মাসে সংঘটিত বদরের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে রীতিমত ইসলামের জিহাদ-অভিযানের সূচনা হয়। এর আগে-পরে বেশ কটি ছোট ছোট জিহাদ-অভিযান সংঘটিত হয়ে যায়। ইতিহাসের ভাষায় সেগুলোকে সারিয়া বলা হয়। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. সেসবের কোনোটির সেনাপতি নিযুক্ত হন। আবার কোনোটিতে তিনি সদস্য হিসাবে যোগদান করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে সংঘটিত গাজওয়ায়ে বুওয়াতে তিনি ছিলেন পতাকা ধারণকারী।

হিজরতের পরও মক্কার কোরেশ-বংশীয় মুশরিকদল ইসলাম ও মুসলিমগণকে ধ্বংস ও নিঃশেষ করে ফেলার জন্য বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্র করে আসছিল। তাদের সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য মুসলমানদেরও কোনো কৌশল অবলম্বন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

এ কথা সবার জানা যে, কোনো দেশ ও জাতির কোমর ভেঙে দেওয়ার জন্য তাদের প্রচলিত অর্থব্যবস্থার পঙ্গুত্ব সাধনই যথেষ্ট। সেই লক্ষ অর্জনের জন্য মুসলিমগণ মক্কাবাসীদের যেসব বাণিজ্য-কাফেলা মদিনার পাশ দিয়ে সিরিয়ায় গমন করে তাদের উপর আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ

www.banglakitab.weebly.com

করেন। সেই আক্রমণের ধারাবাহিকতায় সত্য-মিথ্যার মাঝে সংঘটিত হয় প্রথম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। বদরের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে হযরত সা'দ রা. অসাধারণ ত্যাগ ও কোরবানি, বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দান করেন। এই যুদ্ধে তার ছোট ভাই হযরত ওমায়ের রা.-ও অংশগ্রহণ করে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। হযরত ওমায়ের রা. এর তখনও কিশোরকাল পার হয়নি। যুদ্ধের পূর্বে যখন রাসুল সা. মুসলিম-যোদ্ধাদের পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করছিলেন তখন কিশোর সাহাবি হযরত ওমায়ের রা. এই ভয়ে লুকোচ্ছিলেন যে, রাসুল সা. তাকে দেখে বয়সের স্বল্পতার কারণে ফিরিয়ে দিবেন। সত্যই রাসুল সা. তাকে ফিরিয়ে দিলেন। এ কারণে হযরত ওমায়ের রা. খুব কাঁদতে লাগলেন। ফলে রাসুল সা. এর হৃদয় নরম হল এবং তাকে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। হযরত সা'দ রা. তখন আনন্দে এগিয়ে এসে তলোয়ারখানা তাঁর কাঁধে ঝুলিয়ে দিলেন। তারপর দুইভাই একসঙ্গে আল্লাহর পথে জিহাদে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু জিহাদ শেষে হযরত সা'দ রা. একা মদিনায় ফিরে এলেন। আর ছোট ভাই হযরত ওমায়েরকে বদরপ্রান্তরে শহিদ অবস্থায় রেখে এলেন।

মুশরিকদের জনৈক বীর সরদার সাইদ ইবনুল আসকে তিনি হত্যা করেন। নিহত সাইদের যুলকুতায়ফা নামক অত্যন্ত সুন্দর একটি তরবারি ছিল। তলোয়ারখানা হযরত সা'দ রা. এর দারুণ পছন্দ হয়েছিল। জিহাদে চূড়ান্ত বিজয়ের পর হযরত সা'দ রা. সেই তলোয়ারখানা হাতে নিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে তা গ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত যেহেতু গনিমতের মাল সম্পর্কে কোনো বিধান নাজিল হয়নি তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যেখান থেকে নিয়েছ সেখানেই রেখে দাও। কিছুক্ষণ পরই সুরা আনফাল নাজিলের মাধ্যমে গনিমতের মাল-সম্পর্কীয় বিধান প্রদান করা হয়। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ রা. কে ডাকিয়ে এনে যুলকুতায়ফা তলোয়ারখানা প্রদান করলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে কাউকে দেওয়া এই ছিল প্রথম তরবারি।

www.banglakitab.weebly.com

অহুদের যুদ্ধ

বদরপ্রান্তরে সংঘটিত জিহাদে মুশরিকগোষ্ঠী ভীষণভাবে পরাজিত হয়। পরাজয়ের প্রতিশোধ-নেশায় উন্মত্ত হয়ে পড়ে কোরেশ-নেতৃবৃন্দ। ফলে তারা প্রস্তুতি নিতে থাকে আর একটা যুদ্ধের। তৃতীয় হিজরি সনে সংঘটিত হয় সেই যুদ্ধ। তীরন্দাজ মুজাহিদগণের সামান্য অবহেলায় মুসলিমদের বিজয়ের মাঝে হঠাৎ বিপর্জয় নেমে আসে। মুজাহিদীন বিচলিত হয়ে পড়েন। তাদের পা কেঁপে ওঠে। বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন তারা। কিন্তু হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. সেসকল বীরের মধ্যেই শামিল ছিলেন, যারা বিচলিত হওয়া জানতেন না। তাই তিনি তীর দ্বারা কাফেরদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালান। প্রত্যেকটি তীরের আঘাতে তিনি এক একজন কাফেরকে হত্যা করতে লাগলেন। হযরত সা'দ রা. ছিলেন সুনিপুণ তীরন্দাজ। খোদ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এমনিভাবে তীর নিক্ষেপ করতে দেখে উৎসাহ দিতে লাগলেন। তীর এগিয়ে দিতে দিতে বলতে লাগলেন, তীর চালাও। আমার মাতা-পিতা তোমার জন্য কোরবান হোক। তুমি তীর চালাও।

যুদ্ধের চরম মুহূর্তে একজন মুশরিক মুসলিমগণের উপর বীরবিক্রমে আক্রমণ করছিল। তার আক্রমণের প্রচণ্ডতায় সকল মুসলমান হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। এই লোকটাকে নিশানা করার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দকে নির্দেশ দান করলেন। এরই মধ্যে তার সকল তীর নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। একটামাত্র তীর ছিল, যার মাথায় ফলা ছিল না। তবে সেটা চোখা ও সুচালো ছিল। হযরত সা'দ রা. রাসুলের নির্দেশ পালনার্থে সেই অকেজো তীরটাই বীর মুশরিকের কপাল নিশানা করে এমন সুন্দরভাবে ছুড়ে মারলেন যে, তীর যথাস্থানে বিদ্ধ হল। এবং সে দিশেহারা হয়েই পা উপরের দিকে তুলে আবার নিচে পড়ে গেল।

অহুদের জিহাদ হতে মক্কা বিজয় পর্যন্ত যেসব জিহাদ সংঘটিত হয়েছে, হযরত সা'দ রা. প্রত্যেক জিহাদেই অসীম বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। মক্কা বিজয়ের পর সংঘটিত হুনায়নের জিহাদে তিনি অহুদের জিহাদের মত বীরত্ব ও সাহসিকতা, দৃঢ়তা ও অবিচলতার পরিচয় দান করেন। তায়েফ ও তাবুকের অভিযানেও তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ

www.banglakitab.weebly.com

করেন। হিজরি দশম সনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের লক্ষ্যে মক্কার উদ্দেশে গমন করেন। হযরত সা'দ রা. তখনও তার সঙ্গে ছিলেন।

সা'দের রোগযন্ত্রণা ও রাসুলের ভবিষ্যদ্বাণী

তিরিশ বছর বয়সে হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করেন। এর পর থেকে মদিনা তার ধ্যান-জ্ঞানে পরিণত হয়। পরিণত হয় জীবন-মরণের একমাত্র কেন্দ্রবিন্দুতে। হিজরতের পর তার জীবনের সবচাইতে বড় স্বপ্ন-সাধ ছিল পবিত্র ভূমি মদিনায় তার ইনতেকাল হোক। কিন্তু বিদায় হজের সফরে মক্কায় পৌঁছে তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমনকি জীবনের ব্যাপারে তিনি নিরাশায় ভোগতে থাকেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখার জন্য তার শয্যাপাশে তাশরিফ আনেন। হযরত সা'দ রা. আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমি সম্পদশালী মানুষ। কিন্তু আমার একজনমাত্র মেয়ে। সে-ই আমার একমাত্র ওয়ারিস-উত্তাধিকারী। তাই আপনি যদি অনুমতি দেন তা হলে আমি আমার সমস্ত মালের দুই-তৃতীয়াংশ আল্লাহর রাস্তায় দান করে যাব। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এভাবে দান করতে বারণ করলেন। তারপর তিনি আবেদন করলেন, দুই-তৃতীয়াংশ না হলে অর্ধেকের অনুমতি দিন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবারও নিষেধ করে বললেন, অবশ্য এক-তৃতীয়াংশ দান করতে পারো। তবে এও বেশি হয়ে যায়। শোন, ওয়ারিসের জন্য তুমি এই পরিমাণ সম্পদ রেখে যাও, যাতে তোমার পর তারা অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে পড়ে। তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় যা কিছু করবে তার বদলা পাবে। এমনকি, নিজের স্ত্রীর মুখে এক লোকমা ভাত তুলে দিলেও সাওয়াব হবে।

ধীরে-ধীরে তার রোগ-যন্ত্রণা বৃদ্ধি পেতে লাগল। সমান তরালে বৃদ্ধি পেতে লাগল মদিনার প্রতি তার ভক্তি-ভালবাসার মাত্রা ও পরিমাণ। একপর্যায়ে তার রোগযন্ত্রণা মারাত্মক আকার ধারণ করল। রোগকাতর অবস্থায় তিনি কান্নাকাটি করছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

www.banglakitab.weebly.com

তাকে কাঁদতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। হযরত সা'দ রা. বললেন, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের মহব্বতের খাতিরে মাতৃভূমি ত্যাগ করেছিলাম, সেই মাতৃভূমির মাটিই বুঝি আমার ভাগ্যে আছে, এই আশঙ্কা করছি। অথচ আমার জীবনের পরম আশা হল মদিনার মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করব। তার এই মনোবাসনা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সান্ত্বনা দিলেন। তার বুকে হাত রেখে আল্লাহর কাছে তিনবার দোয়া করলেন, হে আল্লাহ, সা'দকে রোগমুক্ত করুন। হে আল্লাহ, সা'দকে রোগমুক্ত করুন। হে আল্লাহ, সা'দকে রোগমুক্ত করুন। পরবর্তীসময়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দোয়া হযরত সা'দ রা. এর জন্য অমৃততুল্য প্রমাণিত হল। হযরত সা'দ রা. আরোগ্য লাভ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এই সুসংবাদও জানালেন যে, সা'দ, ততদিন পর্যন্ত তোমার ইনতেকাল হবে না যতদিন তোমার হাতে একটি জাতির উপকার এবং আরকটি জাতির ক্ষতিসাধন না হবে।

বিজয়-অভিযান

মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্যে হযরত সা'দ রা. এর বিভিন্ন বিজয় অভিযানের মধ্য দিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষদ্বাণী সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। তার দ্বারা আরব ও মুসলিমজাতি বিপুলভাবে উপকৃত হয়েছে। এবং ভিনজাতি-গোষ্ঠিগুলো চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া ও ভবিষ্যদ্বাণী কি বিফলে যেতে পারে? হযরত সা'দ রা. সুস্থ হয়ে উঠলেন। সুস্থ হয়ে তিনি মদিনায় ফিরে যান। মদিনায় ফিরে এর এক বছর পর হযরত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতেকাল করেন। কিন্তু হযরত সা'দ রা. বেঁচে ছিলেন পঞ্চাশ হিজরি সন পর্যন্ত। ইতিহাস-বিখ্যাত বিভিন্ন অভিযানে বিপুল বিজয় অর্জনের মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী– সা'দ ততদিন জীবিত থাকবে যতদিন তার হাতে একটি জাতির উপকার এবং আরেকটি জাতির ক্ষতিসাধন না হবে, এর সফল বাস্তবায়ন ঘটিয়েছেন। ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর সেনাপতি

www.banglakitab.weebly.com

হিসাবে হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের নাম সোনালি হরফে লেখা থাকবে।

ইসলামের বিজয়-ইতিহাসে কাদেসিয়ার যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. এর সেনাপতিত্বে পরিচালিত এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে পারসিকদের শক্তিমত্তা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। পরাজিত সেনাসদস্যরা বাবেলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। হযরত সা'দের বাহিনী বাবেল আক্রমণ করে আশপাশের সমগ্র অঞ্চল দখল করে নেন। এরপর মুসলিম সেনাবাহিনী পারসিকদের রাজধানী মাদায়েনের দিকে এগিয়ে যান। রাজধানীর অদূরে পৌছে যেখান থেকে খসরুর প্রাসাদগুলো দেখা যাচ্ছিল, হযরত সা'দ রা. সানন্দে চিৎকার দিয়ে উঠলেন, আল্লাহু আকবার, আজ রাসুলুল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হল।

আহযাব-যুদ্ধের সময়কার ঘটনা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনার চারদিকে পরিখা খনন করছিলেন তখন তাকে খসরুর প্রাসাধগুলো দেখানো হয়েছিল। জিবরিল আমিন তাকে জানিয়েছিলেন যে, তার অনুগত অনুসারীরা ওগুলো একদিন দখল করে নিবে। এখন সেই ঘটনার বাস্তব রূপ নিতে যাচ্ছে।

যাই হোক, মুসলিমবাহিনী রাজধানী অবরোধ করে রাখলেন। এভাবে চলল কয়েক মাস। অবশেষে মুসলিম সেনাসদস্যরা ফোরাত নদীর পশ্চিম তীরে শক্ত অবস্থান নিলেন আর পূর্বতীরে অবস্থান নিয়েছে পারসিক বাহিনী। হযরত সা'দ রা. মুসলিমবাহিনীকে তাদের বিপজ্জনক অবস্থা ও অবস্থান বুঝিয়ে বললেন, নদী পারাপারের জন্য প্রয়োজন ছিল বহু নৌকার। অন্যদিকে সব নৌকা পারসিকদের দখলে। যেকোনো সময় পারসিকরা মুসলমানের উপর ঝাপিয়ে পড়বে। অতএব শত্রুদের নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত শক্তঘাটি থেকে তাদের বিতাড়িত না করা পর্যন্ত মুসলিমগণ নিরাপদ হতে পারছেন না। মুজাহিদীনের সামনে একটিমাত্র পথ খোলা রয়েছে। যেভাবেই হোক তাদেরকে নদী পার হতে হবে।

দজলা নদী অত্যন্ত গভীর ও প্রচণ্ড খরস্রোতা। মুসলিমদের কোনো নৌকাও ছিল না। কিন্তু একটি জিনিস তাদের ছিল। তাদের ছিল দুর্জয় সাহস আর সুদৃঢ় ঈমান। সুতরাং নদী তাদের পার হতেই হবে। বাছাই

www.banglakitab.weebly.com

করা হল ছয়শ সাহসী যোদ্ধা। তারপর তাদেরকে ঘোড়াসহ নদীতে ছেড়ে দেওয়া হল। প্রবল স্রোত ঠেলে তারা অপর তীরে উঠে গেলেন। এই বিরল সাহসিকতা এবং বীরত্বপূর্ণ দৃশ্য ঘটে যাচ্ছে পারসিদের চোখের সামনেই।

এভাবে মুসলিমবাহিনীর হাতে সমগ্র মাদায়েন পদানত হয়। এরপর হযরত সা'দ রা. এর বাহিনী তিকরিতের দিকে অগ্রসর হয়। সেখানে মুসলিম সেনারা বিপুল বিজয় অর্জন করে। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর রা. এর খেলাফতকালে এ সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা সৃষ্টি হচ্ছিল।

গভর্নর পদে নিয়োগ লাভ

সিদ্দিকে আকবর হযরত আবু বকর রা. এর শাসন আমলে হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. হাওয়াজিনের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। এরপর দীর্ঘদিন তিনি বিভিন্ন রণাঙ্গনে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করে বার্ধক্যে উপনীত হন। শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। জীবন-সায়াহ্নে আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. তার উদ্দেশে নতুন আদেশ জারি করেন। সেটি ছিল মূলত সেনাপতিত্বের মহান দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান করে মাদায়েনের গভর্নর পদে নিয়োগদানের অবগতিপত্র। গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর হযরত সা'দ রা. দীর্ঘদিন মাদায়েনে অবস্থান করেন। কিন্তু সেখানকার আবহাওয়া আবরদের অনুকূলে ছিল না। ফলে তাদের রঙ ফেকাশে হয়ে যাচ্ছিল। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছিল। বিষয়টি খলিফা হযরত ওমর রা. জানতেন। ফলে তিনি একবার বললেন, আরব-সীমান্তে কোনো এক জায়গা পছন্দ করে সেখানে নতুন শহরের গোড়াপত্তন করো। খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর রা. এর নির্দেশ মোতাবেক সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস প্রথমে কুফানগরীর গোড়াপত্তন করেন। এবং তার হাত ধরেই কুফানগরী আবাদ হয়েছে। এইখানে তিনি এমন একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, যে মসজিদে চল্লিশ হাজার মুসল্লি একসঙ্গে নামায আদায় করতে পারতেন।

www.banglakitab.weebly.com

ইনতেকাল

জীবন-সীমার শেষপ্রান্তে এসে তিনি মদিনার দশ মাইল দূরে আতিক নামক স্থানে নির্মিত কসরে সাদে বসবাস করতে থাকেন। এবং এখানেই পঞ্চাশ হিজরি সনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে [ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্নাইলাইহি রাজিউন] মাওলায়ে কারিমের সঙ্গে মিলিত হন। তাকে জান্নাতুল বাকিতে কবরস্থ করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি চৌত্রিশজন [সতেরোজন পুত্র এবং সতেরোজন কন্যা] সন্তানসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী ও ভক্ত-মুরিদান রেখে যান।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত সায়িদ ইবনে যায়েদ রা.

নাম ও বংশপরিচয়

নাম সায়িদ। ডাকনাম আবুল আওয়ার। পিতার নাম যায়েদ। মাতার নাম ফাতেমা বিনতে বাজ। হযরত সায়িদ ইবনে যায়েদ রা. এর বংশ রাসুলুল্লাহ্ সা. এবং হযরত ওমর রা. উভয়ের বংশের সাথে মিলিত হয়।

সত্যান্বেষী পিতা এবং পুত্রের ইসলাম গ্রহণ

হযরত সায়িদ রা. এর পিতা যায়েদ ছিলেন জাহিলি যুগের মক্কার সেই মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত যারা ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই সর্বপ্রকার শিরিক ও পৌত্তলিকতা, পাপাচার ও অশ্লীলতা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছেন। এমনকি মুশরিকদের জবাই-করা প্রাণীও তিনি খেতেন না।

হযরত আসমা রা. বলেন, একবার আমি যায়েদকে দেখলাম, কাবার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে বলছেন, ওহে কোরাইশবংশের লোকেরা, আল্লাহর কসম, আমি ছাড়া দীনে হানিফের উপর তোমাদের কেউ নেই।[৪১]

জাহিলি যুগে সাধারণত কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করলে জীবন্ত পুঁতে ফেলা হত। কোথাও কোনো কন্যাসন্তান হত্যা বা দাফন করা হচ্ছে শোনতে পেলে হযরত যায়েদ সেই হতভাগ্য শিশুর অভিভাবকের নিকট গিয়ে আলোচনা-সাপেক্ষে সন্তানটিকে নিজ দায়িত্বে নিয়ে নিতেন। বড় হলে

[৪১] বুখারি।

www.banglakitab.weebly.com

পিতার কাছে গিয়ে বলতেন, ইচ্ছা করলে এখন তুমি নিজ দায়িত্বে নিতে পার বা আমার দায়িত্বে ছেড়ে দিতে পার।[৪২]

কোরাইশরা তাদের কোনো একটি উৎসব পালন করছিল। মানুষের ভিড় থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে যায়েদ গভীরভাবে তা পর্যবেক্ষণ করলেন। তিনি দেখলেন পুরুষেরা দামি রেশমি পাগড়ি মাথায় বেঁধেছে, গায়ে জড়িয়েছে ইয়ামানি চাদর। আর নারী ও শিশুরা সেজেছে পোশাক ও অলংকারে। তিনি আরও দেখলেন, ধনীরা তাদের দেব-দেবীর সামনে পশু বলি দেওয়ার জন্য সাজিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থা দেখে তিনি কাবার দেয়ালে ঠেস দিয়ে বললেন, হে কোরাইশের লোকসকল, আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা। তিনি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদেরকে পানি পান করান। জমিনে ঘাস উৎপন্ন করে তাদেরকে আহার দান করেন। আর তোমরা সেগুলো অন্যের নামে জবাই করছ? আমি মনে করি সত্যিই তোমরা একটা মূর্খ সম্প্রদায়। এ কথা শুনে জনৈক খাত্তাব উত্তেজিত হয়ে উঠল। তার মুখে আঘাত হানল। শুধু কি তাই! গোত্রের মূর্খ ও দুষ্টপ্রকৃতির লোকদেরকে তার পিছনে লেলিয়ে দিল তাকে উত্ত্যক্ত করার জন্য। ফলে তিনি বাধ্য হয়ে মক্কা ছেড়ে হেরাপর্বতে আশ্রয় নিলেন। এতেও খাত্তাব ক্ষান্ত হল না। সে যেন গোপনে মক্কায় প্রবেশ করতে না পারে, এ জন্য লোক লাগিয়ে রাখল। তারপরও যায়েদ কোরাইশদের অগোচরে ওয়ারাকা ইবনে নওফিল, আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ, ওসমান ইবনুল হারিস এবং উমাইয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিবের সাথে গোপনে মিলিত হন। আরবরা যে চরম গোমরাহীতে লিপ্ত আছে, এ ব্যাপারে তাদের সাথে আলোচনা করেন। তিনি তাদেরকে বলেন, ‘আল্লাহর কসম, আপনারা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে, আপনাদের এ জাতি কোনো বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত নেই। তারা দীনে ইবরাহিমকে বিকৃত করে তার বিরুদ্ধাচরণ করে চলছে। আপনারা যদি মুক্তি চান তা হলে নিজেদের জন্য সঠিক দীন অনুসন্ধান করুন।’

---

[৪২] তাবাকাতে ইবনে সাদ

www.banglakitab.weebly.com

তারপর এ চারজন ইহুদি, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মগুরুর নিকট গেলেন দীনে ইবরাহিম সম্পর্কে জানার জন্য। ওয়ারাকা ইবনে নাওফিল খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ ও ওসমান ইবনুল হারিস কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলেন না। আর যায়েদের জীবনে ঘটে গেল এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। আমরা তার মুখেই শোনব সেই কাহিনী।

হযরত যায়েদ রা. বলেন, 'আমি ইহুদি ও খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে অবগত হলাম। সে ধর্মে আত্মিক শান্তি না পেয়ে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলাম। একপর্যায়ে আমি সিরিয়ায় গেলাম। আমি আগেই শুনেছি সেখানে একজন রাহিব আছেন, যিনি আসমানি কিতাবে অভিজ্ঞ। তার কাছে আমি আমার ঘটনা বললাম। তিনি বললেন, 'ওহে মক্কাবাসী ভাই, আমার মনে হয় আপনি দীনে ইবরাহিম অনুসন্ধান করছেন?'

বললাম, হ্যাঁ, আমি তাই অনুসন্ধান করছি।

তিনি বললেন, আপনি যার সন্ধান করছেন, এ যুগে তা পাওয়া যাবে না। সত্য তো আপনার শহরে। আল্লাহ আপনার কওম হতে এমন এক মহামানব পাঠাবেন যিনি দীনে ইবরাহিমকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। আপনি যদি তাকে পান তার অনুসরণ করবেন।'

যায়েদ, প্রতিশ্রুত নবীকে খুঁজে বের করার জন্য দ্রুত মক্কায় ফিরে গেলেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য দীনসহ মক্কানগরীতে আবির্ভূত হলেন। এবং ধর্মের প্রচার-প্রসারও করতে লাগলেন। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! যায়েদ তাঁর সাক্ষাত পেলেন না। কারণ মক্কায় পৌছার পূর্বেই একদল বেদুইন ডাকাত তাঁর উপর চড়াও হয়ে তাঁকে হত্যা করে ফেলে। তাই তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত হতে বঞ্চিত হলেন। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্বমুহূর্তে আকাশ পানে তাকিয়ে তিনি এই দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ, যদিও আপনি এ কল্যাণ থেকে আমাকে বঞ্চিত করলেন; আমার পুত্র সায়িদকে তা থেকে আপনি বঞ্চিত করবেন না।'

আল্লাহ তায়ালা যায়েদের এই দোয়া কবুল করেছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজনের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। প্রথমভাগেই যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ডাকে

www.banglakitab.weebly.com

সাড়া দিয়ে ঈমান এনেছিলেন, তাঁদের মধ্যে হযরত সায়িদ রা. একজন। তিনি একাই ইসলাম গ্রহণ করেননি; সাথে তাঁর সহধর্মিনী ফাতিমা বিনতে খাত্তাবও ইসলাম গ্রহণ করেন।

জিহাদে অংশগ্রহণ

দ্বিতীয় হিজরি সনে কোরাইশদের সেই বিখ্যাত বণিকদল –যাকে উদ্দেশ্য করে বদরযুদ্ধ সংঘটিত হয়– শামদেশ হতে আসছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সায়িদ ও তালহা রা. কে গুপ্তচর হিসাবে প্রেরণ করেন। তাঁরা শাম-সীমান্তে তুজবার নামক স্থানে কসদ জোহানির মেহমান হন। কোরাইশি বণিকদল সীমান্ত অতিক্রম করলে তাঁরা তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে দ্রুত মদিনায় রওনা হন; যেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বণিকদলটির সংবাদ দিতে পারেন। কিন্তু বণিকদল কিছু সন্দেহ করে সমুদ্র তীরবর্তী পথ ধরে চলতে লাগল। আর মক্কায় এই সংবাদ পাঠিয়ে দিল যে, দ্রুত আমাদের জন্য সাহায্যকারী দল পাঠাও। যেকোনো মুহূর্তে মুহাম্মদ ও তার বাহিনী আমাদের উপর হামলা করতে পারে। এই সংবাদ পেয়ে তাদের সাহায্যে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করার জন্য এক বিশাল বাহিনী ছুটে এলো। অবশেষে এই সাহায্যকারী দল ও বণিকদল একত্র হয়ে ঐতিহাসিক বদরপ্রান্তরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। যার ফলে সারা বিশ্বে মুসলমানদের মর্যাদা সমুন্নত হয়।

হযরত সায়িদ রা. যখন মদিনায় পৌছেন, তখন বদরযুদ্ধে জয়ী হয়ে মুসলমানরা আনন্দচিত্তে যুদ্ধের ময়দান হতে ফিরে এলেন। হযরত সায়িদ রা. যেহেতু একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে আদেশপ্রাপ্ত ছিলেন, তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকেও বদরযুদ্ধের গনিমতের মালের অংশ প্রদান করেন এবং জিহাদের সাওয়াবপ্রাপ্তির সুসংসবাদ জানান।[৪৩]

সায়িদ ইবনে যায়েদ রা. জীবনের সকল শক্তি ইসলামের সেবায় ব্যয় করেন। ইসলাম গ্রহণের সময় তার বয়স বিশ বছরও অতিক্রম করেনি। বদরযুদ্ধ ছাড়া রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সকল যুদ্ধেই

---

[৪৩] তাবাকাতে ইবনে সাদ।

www.banglakitab.weebly.com

তিনি অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়াও পারস্যের কিসরা ও রোমের কায়সারের সিংহাসন ধূলিস্যাৎ করার ব্যাপারে তিনি মুসলিমবাহিনীর সাথে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ইয়ারমুক যুদ্ধে বীরত্বের সীমাহীন পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন তিনি। তিনি বলেন, ইয়ারমুকের যুদ্ধে আমরা ছিলাম ছাব্বিশ হাজার কিংবা তার কাছাকাছি। অপরদিকে রোমান সৈন্যসংখ্যা ছিল একলাখ বিশ হাজার। তারা অত্যন্ত দৃঢ় পদক্ষেপে পাহাড়ের ন্যায় অটল থেকে আমাদের দিকে ধেয়ে এলো। তাদের অগ্রভাগে বিশপ ও পাদ্রি-পুরোহিতদের একটি দল। হাতে তাদের ক্রুশখচিত পতাকা, মুখে প্রার্থনা-সংগীত। পিছন থেকে তাদের সুরে সুর মিলাচ্ছিল বিশাল এক সেনাবাহিনী। তাদের সেই সম্মিলিত কণ্ঠস্বর মেঘের গর্জনের ন্যায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। মুসলিমবাহিনী এ বিপুল সংখ্যা ও ভয়াবহ অবস্থা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। মনে মনে কিছুটা ভয়ও পেল। সেনাপতি আবু ওবায়দা তখন উটে দাঁড়িয়ে মুসলিমবাহিনীর উদ্দেশে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। তিনি বলেন, আল্লাহর বান্দারা, আল্লাহকে সাহায্য কর, তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন। তোমাদের পা দৃঢ় রাখবেন। আল্লাহর বান্দারা, ধৈর্য ধারণ কর। ধৈর্য হল কুফুরি থেকে মুক্তির পথ, মহান সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম এবং অপমান ও লজ্জার প্রতিরোধক। তোমরা তীর-বর্শা শাণিত করে ঢাল হাতে প্রস্তুত হয়ে যাও। অন্তরে আল্লাহর যিকির ছাড়া সকল চিন্তা ঝেড়ে ফেল। সময় হলে আমি তোমাদের নির্দেশ দেব, ইনশাআল্লাহ। হঠাৎ মুসলিমবাহিনীর ভিতর থেকে এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে আবু ওবায়দাকে বলল, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এখনি আল্লাহর রাহে আমার জীবন কোরবান করে দিব। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছে দিতে হবে, আপনার কি এমন কোনো কথা আছে? আবু ওবায়দা বললেন, হ্যাঁ, আছে। তাকে আমার ও সকল মুসলমানের পক্ষ হতে সালাম পৌঁছে দিয়ে বলো, হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের প্রভু আমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন, তা আমরা সত্য পেয়েছি। সায়িদ রা. বলেন, আমি তার কথা শোনামাত্র দেখতে পেলাম, সে তার তরবারি কোষমুক্ত করে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমিও দ্রুত মাটিতে লাফিয়ে পড়লাম। হাঁটুতে ভর দিয়ে বর্শা হাতে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। এরপর মুসলিমবাহিনী

www.banglakitab.weebly.com

রোমানদের উপর সর্বাত্মক আক্রমণ চালাল এবং তাদেরকে পরাজিত ও পরাভূত করল।

গভর্নর পদে নিয়োগ

হযরত সায়িদ ইবনে যায়েদ রা. যেমন ছিলেন দিগ্বিজয়ী মুজাহিদ, তেমনি স্বভাব-চরিত্র, তাকওয়া ও বুজুর্গিতেও ছিলেন অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব। তার মাঝে পার্থিব জগতের ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার সামান্য লালসাও ছিল না। তিনি দিমাশক অভিযানেও অংশগ্রহণ করেন। দিমাশক জয়ের পর আবু ওবায়দা তাকে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করেন। এভাবে তিনি হলেন দিমাশকের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম গভর্নর। কিন্তু জিহাদের প্রতি প্রবল আগ্রহের কারণে এ পদ তাকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। তিনি আবু ওবায়দাকে চিঠি লিখলেন, আপনারা জিহাদ করবেন, আর আমি বঞ্চিত থাকব! এমন আত্মত্যাগ ও কোরবানি আমার দ্বারা সম্ভব না। সুতরাং এই চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে অন্য কাউকে আমার স্থানে প্রেরণ করুন। আমি অচিরেই আপনার সাক্ষাতলাভ করবো। আবু ওবায়দা বাধ্য হয়ে ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ান রা. কে পাঠিয়ে দেন। আর হযরত সায়িদ রা. পুনরায় জিহাদের ময়দানে ফিরে আসেন।

একটি ঘটনা

উমাইয়া শাসন আমলে হযরত সায়িদ রা. কে কেন্দ্র করে লোকমুখে একটি আশ্চর্য ঘটনা প্রচলিত ছিল। ঘটনাটি হল, ওরওয়া বিনতে উওয়াইস নামের এক মহিলা এ বদনাম ছড়াতো যে, সায়িদ ইবনে যায়েদ তার একখণ্ড জমি জবরদখল করে নিজ জমির সাথে মিলিয়ে নিয়েছে। সর্বত্র সে এ কথা বলে বেড়াতো। একপর্যায়ে মদিনার গভর্নর মারওয়ান ইবনে হাকামের নিকট বিষয়টি উত্থাপিত হল। গভর্নর বিষয়টি তদন্ত করার জন্য হযরত সায়িদ রা. এর নিকট লোক পাঠালেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি এই বিষয়টি শুনে ভীষণ কষ্ট পেলেন। তিনি বলেন, তারা মনে করে আমি তার উপর জুলুম করেছি। এটা কীভাবে সম্ভব হতে পারে? অথচ আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

www.banglakitab.weebly.com

যে ব্যক্তি এক বিঘত জমি জবরদখল করে নিবে, কিয়ামতের দিন সাত স্তর জমি তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। হে আল্লাহ, সে মনে করছে আমি তার উপর জুলুম করছি। যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তা হলে তাকে অন্ধ করে দাও; যে কূপ নিয়ে আমার সাথে ঝগড়া করছে সেই কূপেই তাকে নিক্ষেপ কর। আর আমার জন্য এমন একটি প্রমাণ পেশ করে দাও, যার দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আমি তার উপর জুলুম করিনি। এ ঘটনার কিছুদিন পরই আকিক উপত্যকা এমনভাবে প্লাবিত হল যার ফলে দু'জমির মাঝে বিতকির্ত চিহ্নটি স্পষ্ট হয়ে উঠল। মুসলমানগণ এটা দেখেই বুঝতে পারল সায়িদ সত্যবাদী। তারপর একমাস অতিবাহিত হতে না হতেই সেই মহিলা অন্ধ হয়ে যায় এবং একদিন পায়চারী করতে করতে সেই কূপে পড়েই মারা যায়।

আশারায়ে মোবাশ্‌শারার অন্যতম

যে সকল সাহাবা জীবিত থাকা অবস্থায় জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন, তারা হলেন আশারায়ে মোবাশ্‌শারা তথা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ভাগ্যবান দশ সাহাবি। হযরত সায়িদ রা. ছিলেন তাদের একজন। হযরত সায়িদ রা. বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আবু বকর জান্নাতি, ওমর জান্নাতি, ওসমান জান্নাতি, আলি জান্নাতি, তালহা জান্নাতি, যুবায়ের জান্নাতি, আবদুর রহমান জান্নাতি, সা'দ ইবনে মালিক জান্নাতি, আবু ওবায়দা জান্নাতি এবং দশম এক ব্যক্তিও জান্নাতি। তোমরা চাইলে আমি তার নামও বলতে পারি। রাবী বলেন, লোকেরা সমস্বরে চিৎকার দিয়ে বলল, বলুন হে রাসুলের সাহাবি, নবম লোকটি কে? বললেন, নবম লোকটি আমি। তারপর তিনি কসম করে বললেন, যে ব্যক্তি একটিমাত্র যুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অংশগ্রহণ করেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তার চেহারা ধূলিধুসরিত হয়েছে, তার এই আমলটি অন্য যেকোনো ব্যক্তির জীবনের সকল সৎকর্ম অপেক্ষা উত্তম যদিও সে হযরত নুত আ. এর সমান বয়স লাভ করে।

www.banglakitab.weebly.com

ইনতেকাল

শামদেশ বিজয়ের পর হতেই হযরত সায়িদ ইবনে যায়েদ রা. এর জীবন অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হচ্ছিল। হিজরি ৫০ কি ৫১ সনে সত্তর বছর বয়সে তিনি নশ্বর পৃথিবী হতে চির বিদায় নিয়ে মহান প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান। মদিনার নিকটবর্তী আতিক নামক স্থানে হযরত সায়িদ রা. এর নিবাস ছিল। জীবনের শেষ সময়গুলো তিনি তার নিজ আবাসস্থলে থেকে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন। তিনি সেখানে ইহলোক ত্যাগ করেন। জুমাবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. জুমুআর নামাযের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। এমন সময় হযরত সায়িদ রা. এর ইনতেকালের সংবাদ পান। সংবাদ পেয়ে সাথে সাথে হযরত সায়িদ রা. এর বাড়ি আতিকের উদ্দেশে রওয়ানা দেন। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. তাকে গোসল দিয়ে কাফন পরান এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. তার জানাযার নামাযের ইমামতি করেন। তারপর মদিনায় এনে তাকে দাফন করা হয়।[৪৪]

---

[৪৪] তাবাকাতে ইবনে সাদ

www.banglakitab.weebly.com

আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ রা.

আমরা আশরাফুল মাখলুকাত। আমরা আশরাফুল উম্মাত। আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। শেষ নবীর উম্মাত। আমাদের এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হল আমরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত, হেদায়েত ও পথনির্দেশ অনুসরণ করে চলি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ অনুসারী হলেন হযরত সাহাবায়ে কেরাম। ইসলামি শরিয়তের তামাম বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম আমাদের জন্য মানদণ্ড। তারা সত্যের মাপকাঠি। আমরা তাদের অনুকরণ করব এবং তাদের দেখানো পথে চলব। কারণ তারা এই উম্মতের সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানব-কাফেলা। তারা ছিলেন মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তোষভাজন। তারাও ছিলেন আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তাদের মধ্যকার বহুজনের ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের আগাম সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। এঁদের ব্যাপারে হযরত ইবনে ওমর রা. ইরশাদ করেন, কোনো ব্যক্তি যদি কারো অনুসরণ করতে চায় তা হলে সে যেন বিগত লোকেদের অনুসরণ করে, যাদের জীবনের শুভ-সমাপ্তি ঘটেছে। নিঃসন্দেহে তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত সাহাবা। তারা ছিলেন স্বচ্ছ সুন্দর অন্তঃকরণ এবং সুগভীর ইলমের অধিকারী। ইলম ও আমলে, স্বভাব ও সরলতায় তাদের মাঝে এতটুকুন লৌকিকতা ছিল না। এই কারণেই খোদ আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচর, সহযোগী ও সাহাবি নির্বাচিত করেন।

তাদের ঈমান ও ইখলাস, তাদের ইবাদত ও একাগ্রতা, দৃঢ়তা ও অবিচলতা, ত্যাগ ও কোরবানি, তাকওয়া ও খোদাভীতিসহ ঘটনাবহুল জীবনের যাবতীয় কিছু শুনে হৃদয়ের গভীর থেকে কখনো সুবহানাল্লাহ,

www.banglakitab.weebly.com

কখনোবা আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করতে থাকি। নীরবে গভীর তন্ময় হয়ে ওয়ায়েজের আলোচনা শোনতে থাকি। আর মনে-মনে ভাবতে থাকি তারা বোধহয় মানুষ ছিলেন না। ছিলেন মানব-ফেরেশতা। এ কারণেই সম্ভব হয়েছে এ ধরনের ত্যাগ ও কোরবানির নজির ও দৃষ্টান্ত পেশ করা। বাস্তব সত্য হল, তারা ফেরেশতা ছিলেন না। তবে তারা ছিলেন নবীর প্রেমে ব্যাকুল ও বেকারার। তারা ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবত-ধন্য সাহাবা। এই মহান কাফেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সদস্য হলেন আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ রা.।

নাম-পরিচয়

আবু ওবায়দা তার ডাকনাম। মূলনাম আমের। উপাধি আমিনুল উম্মাহ। তার পিতার নাম আবদুল্লাহ। জাররাহ তার দাদার নাম। দাদার নামের সঙ্গে তিনি সম্বন্ধযুক্ত হয়েছেন। তার পুরো নাম ও বংশলতিকা নিম্নরূপ। আমিনুল উম্মাহ, আবু ওবায়দা আমের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাররাহ ইবনে হিলাল ইবনে উহাইব ইবনে জারাহা ইবনে হারেস ইবনে ফিহর আলকারশি আলফিহরি। তার বংশলতিকা ফিহর পর্যন্ত এসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশলতিকার সঙ্গে মিলিত হয়। তার মাতাও ছিলেন এই ফিহরি গোত্রেরই নারী।

শারীরিক গঠন

তার চেহারা ছিল উজ্জ্বল সুন্দর ও আকর্ষণীয়। যে কাউকে খুব সহজেই মুগ্ধ করে দিত। তার দেহ ছিল হালকা-পাতলা। গড়ন ছিল লম্বা। দাড়ি খুব ঘনও ছিল না আবার পাতলাও ছিল না।

স্বভাব-প্রকৃতি

তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী এবং ততধিক লজ্জাশীল। তার দিকে তাকালে চোখ এমনিতেই শীতল হয়ে আসত। অন্তর জুড়িয়ে যেত। একবার দেখা হলে দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠত। তার সোহবত-সংশ্রবে অন্তরজগত অনাবীল প্রশান্তি লাভ করত। তিনি কোনো দীনী কাজের দায়িত্ব পেলে কিংবা কোনো দীনী কাজের সিদ্ধান্ত

www.banglakitab.weebly.com

নিলে সেই কাজ পরিপূরণরূপে আন্‌জাম দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা-সাধনা করে যেতেন। আর এ সময় তার চেহারা তলোয়ারের মত উজ্জ্বল হয়ে চমকাত। তিনি ছিলেন এই উম্মতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আমানতদার। তার প্রশংসা করতে গিয়ে হযরত ইবনে ওমর রা. বলেন, কোরাইশের তিনব্যক্তি তিনটি গুণে অনন্য ছিলেন। তাদের চেহারায় ছিল রক্তিম আভা। আখলাক ছিল বিমুগ্ধকারী। আর লজ্জাশীলতা ছিল তাদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। তারা হলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা., হযরত ওসমান গনি রা. এবং হযরত আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ্ রা.।

আখলাক-চরিত্র

আমিনুল উম্মাহ্ হযরত আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ্ রা. এর সমগ্র জীবন ও চরিত্রের সাথে মিশে ছিল আল্লাহর ভয় ও সুন্নতের অনুকরণ। বিনয় ও নম্রতা, সততা ও সরলতা, দয়া-মায়া এবং অন্যের হিতকামনাসহ বহু অনন্য গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন তিনি।

তাঁর তাকওয়া ও খোদাভীতির অবস্থা এই ছিল যে, সামান্য ঘটনা থেকেও তিনি প্রভূত শিক্ষা গ্রহণ করতেন। এবং আল্লাহর হাইবত ও বড়ত্বের কথা স্মরণ করে জারজার হয়ে কাঁদতেন। একবার হযরত ওমর রা. কোনো এক মজলিসে বলেছিলেন, প্রত্যেক মানুষ তার জীবনে বহুকিছু পাওয়ার আশা করে কিংবা স্বপ্ন দেখে। আমার স্বপ্ন-সাধ কী জান? আমার মনোবাসনা হল, আমার এমন একটি বাড়ি থাকবে যে বাড়িতে শুধু আবু ওবায়দার মতো মানুষগুলো বসবাস করবে।

একবার হযরত ওমর রা. যখন শামদেশে গেলেন তখন সবাই তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে এলো। হযরত ওমর রা. জিজ্ঞেস করলেন, আমার ভাই কোথায়? লোকজন জানতে চাইল, আপনার ভাই কে? হযরত ওমর রা. বললেন, আবু ওবায়দা আমার ভাই। তারা বলল, তিনি এখনোই আসবেন। যখন আবু ওবায়দা এলেন তখন হযরত ওমর রা. তার সঙ্গে মোলাকাত করে বললেন, আমাকে আপনার বাড়িতে নিয়ে চলুন। হযরত আবু ওবায়দা রা. হযরত ওমর রা. কে তার বাড়িতে নিয়ে গেলেন। হযরত ওমর রা. ঘরে ঢুকে দেখলেন একটি তলোয়ার, একটি ঢাল এবং উটের

www.banglakitab.weebly.com

একটি কাজোয়া ছাড়া ঘরের ভিতর অন্য কিছুই নেই। এই অবস্থা দেখে হযরত ওমর রা. কেঁদে ফেললেন। তারপর হযরত ওমর রা. তাকে চারশ দিনার এবং চারহাজার দিরহাম হাদিয়া দিলেন। হযরত আবু ওবায়দা রা. এই হাদিয়া গ্রহণ করে মুজাহিদীনের মাঝে বণ্টন করে দিলেন।

ইসলাম গ্রহণ

ইসলামের সূচনাকালে, দারুল আরকামে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থান নেওয়ার পূর্বে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. ইসলাম গ্রহণ করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানতে চেয়েছিলেন এখন আমার কী দায়িত্ব? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার যেই কাজ তোমারও সেই কাজ। আমার মত তুমিও মানুষকে ইসলাম ও তাওহিদের দাওয়াত দিবে। এরপর হযরত আবু বকর রা. এর দুইদিনের মেহনত ও প্রচেষ্টার ফলে আটজন সৌভাগ্যবান পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে হযরত আবু ওবায়দা রা.-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হিজরত

কোরাইশ-বংশীয় মুশরিকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কতিপয় মুসলমান আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। আবিসিনিয়ায় হিজরতের ঘটনা দুইবার সংঘটিত হয়। প্রথমবার তিনি পনের কি ষোলজন নারী-পুরুষের সঙ্গে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। কিছুদিন তারা সেখানে ভালোই ছিলেন। পরবর্তী সময়ে একটি গুজবের উপর ভিত্তি করে হযরত আবু ওবায়দাসহ কয়েকজন মুহাজির মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। গুজবটি ছিল এই যে, মক্কার অধিকাংশ লোক ইসলামধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছে। কিন্তু তারা মক্কায় এসে জানতে পারলেন, কুরাইশের ইসলাম গ্রহণের সংবাদটি ছিল মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। কয়েকদিন মক্কায় কাটাবার পর লক্ষ্য করলেন, মুশরিকদের অত্যাচারের মাত্রা বহুগুণ বেড়ে গেছে। সুতরাং তিনি দ্বিতীয়বার আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। পরবর্তী সময়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবায়ে কেরামকে মদিনায় হিজরত করার সাধারণ অনুমতি প্রদান করেন তখন হযরত আবু ওবায়দা রা. মদিনায় হিজরত করেন।

www.banglakitab.weebly.com

জিহাদে অংশগ্রহণ

ইসলামের অকুতোভয় বীর সেনানি হযরত আবু ওবায়দা রা. যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিনে সংঘটিত কোনো জিহাদেই অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেননি। বদর অহুদ খন্দকসহ নববী আমলে সংঘটিত সকল জিহাদে তিনি অংশগ্রহণ করে অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসিকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন।

হযরত আবু ওবায়দা রা. এর পিতা ইসলাম গ্রহণ করেননি। বদরের যুদ্ধে তিনি তার পিতাকে হত্যা করেন। যুদ্ধ চলাকালীন হযরত আবু ওবায়দা রা. তার পিতার মুখোমুখি হন। তাকে দেখে তার পিতা তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে এবং তাকে হত্যা করার জন্য নিশানা বানায়। তারপর তীর ছোড়তে থাকে। পিতার ছুড়েমারা প্রতিটি তীরই তিনি নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে প্রতিহত করতে লাগলেন। তার উদ্দেশ্য কেবল আত্মরক্ষা করা। তিনি তার পিতার আঘাতের বিপরীতে প্রতিঘাত করছিলেন না। সবশেষে তার মাঝে ঈমানের জোশ উথলে উঠল। তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেন না। ঈমানি জোশ পিতা-পুত্রের সম্পর্কের উপর প্রভাব বিস্তার করল। আবু ওবায়দা রা. পিতার উপর তলোয়ার উঁচিয়ে হঠাৎ আক্রমণ করে বসলেন। তলোয়ারের আঘাতে তার মাথা দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে। এ ছিল ইসলামের প্রতি সুনির্মল ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ।

অহুদের যুদ্ধের নিশ্চিত বিজয় যখন তীরন্দাজদের সামান্য অবহেলার কারণে মুসলিম শিবিরে বিপর্যয় নেমে এলো, যখন রাসুলের চেহারা মোবারক জখম ও রক্তাক্ত হল এবং যখন তার মাথা মোবারকে হ্যালমেটের দুটো কড়া গেঁথে গেল তখন হযরত আবু বকর রা. সেই কড়া খোলার জন্য এগিয়ে এলেন। একইসময় এগিয়ে এলেন হযরত আবু ওবায়দা রা.। অত্যন্ত মিনতির সুরে তিনি হযরত আবু বকর রা. কে বললেন, আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, দয়া করে এই কাজটুকুন আমাকে করার সুযোগ দিন। হযরত আবু বকর রা. তাকে সুযোগ দিলেন। হযরত আবু ওবায়দা রা. এগিয়ে এলেন এবং চিন্তা করতে লাগলেন, যদি হাতের সাহায্যে কড়া খুলতে যাই তা হলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশি ব্যথা পাবেন। তাই তিনি তার সম্মুখের দাঁত দ্বারা একটি কড়া

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

কামড়ে ধরে সজোরে টান দিলেন। কড়াটা বেড়িয়ে এলো বটে তবে সঙ্গে সঙ্গে তার সেই দাঁতটিও শহীদ হয়ে গেল। দ্বিতীয় কড়াটা তোলার সময় আর একটি দাঁত শহীদ হয়ে যায়। এই ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের ভালবাসার উজ্জ্বল নিদর্শন। তার জন্য যারা প্রাণোৎসর্গ করতে সদা প্রস্তুত, দুটো দাঁত তার জন্য উৎসর্গ করতে দ্বিধা কিসের!

একবার মদিনার পার্শ্ববর্তী সালাবা ও আনমার গোত্রে প্রচণ্ড খাদ্যসংকট দেখা দেয়। ফলে তারা আশপাশের এলাকাগুলোতে লুণ্ঠন ও লুটতরাজ শুরু করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য হযরত আবু ওবায়দা রা. কে দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি তাদের দস্যুবৃত্তি কঠোর হাতে দমন করেন। তিনি চল্লিশজন মুজাহিদ নিয়ে তাদের উপর চিরনি অভিযান পরিচালনা করেন। ফলে তাদের বহুসংখ্যক মারা পড়ে। বাকিরা পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। একজন গ্রেফতার হয়ে এলে পরবর্তী সময়ে সেও স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে। এই অভিযান ছাড়াও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশ কটি ছোট যুদ্ধ-অভিযানে তাকে সেনাপতি করে পাঠান।

অষ্টম হিজরির রজব মাসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নেতৃত্বে সমুদ্র-তীরবর্তী এলাকা- জুহায়নার দিকে অভিযান পরিচালনা করেন। এ সম্পর্কে হযরত জাবের রা. বলেন, এ অভিযানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু ওবায়দাকে আমাদের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। আর আমাদের বিদায় দেওয়ার সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রসদ হিসাবে এক থলি খেজুর দিলেন। কারণ রসদ হিসাবে দেওয়ার মত মুসলমানদের এরচেয়ে বেশি কিছু ছিল না। প্রতিদিন আমাদেরকে একটি করে খেজুর দেওয়া হত। আমরা তা শিশুর মত চুষে চুষে খেয়ে পেট ভরে পানি পান করে নিতাম। কখনো খিদের তাড়নায় পানিতে গাছের পাতা ভিজিয়ে খেয়ে নিতাম। এই অভিযানে সাহাবাদের সংখ্যা ছিল তিনশজন।

একসময় যখন এও নিঃশেষ হয়ে গেল তখন থেকে আল্লাহর কুদরতের খেলা শুরু হল। সমুদ্র-তীরে আমবর নামক এমন একটি মাছ পাওয়া গেল,

www.banglakitab.weebly.com

যা সমস্ত মুজাহিদ আঠারো দিন পর্যন্ত তৃপ্তিসহকারে আহার করেছিলেন। প্রতিদিন এক গরু-পরিমাণ কেটে নেওয়া হত। এটা আকারে এত বড় ছিল যে, যখন তা শেষ হয়ে গেল তখন আবু ওবায়দা রা. এর নির্দেশে ওই মাছের সিনার হাড় দাঁড় করানো হল এবং সবচেয়ে লম্বা মানুষটিকে উটের উপর আরোহণ করিয়ে উক্ত হাড়ের নিচ দিয়ে অতিক্রম করতে বলা হল। কিন্তু মজার বিষয় হল এই যে, সেই আরোহী অনায়াসে সেখান দিয়ে অতিক্রম করে গেলেন কিন্তু তার মাথা সেই হাড় স্পর্শ করল না। এই অভিযানে কোনো যুদ্ধ না হওয়ায় নিরাপদে তারা মদিনায় ফিরে এলেন।

অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজয় হয়। এরপর হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধের ঘটনা ঘটে। প্রত্যেক যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করে বিরল সাহসিকতার পরিচয় দেন।

জিহাদে অংশগ্রহণ ছাড়াও তার বহু গুরুত্বপূর্ণ খেদমত রয়েছে। নবম হিজরিতে নাজরানবাসী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে অনুরোধ করল, হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের জন্য এমন একজন ধর্ম-শিক্ষক দিন, যিনি ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আমাদের মধ্যকার বিবাদ-বিসংবাদেরও মীমাংসা করবেন। অর্থাৎ তিনি আমাদের বিচারকও হবেন। এ কথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু ওবায়দা, ওঠ। হযরত আবু ওবায়দা রা. উঠে দাঁড়ালেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজরানবাসীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আবু ওবায়দা এই উম্মতের আমিন। আমি তাকে তোমাদের সঙ্গে পাঠালাম।

দশম হিজরিতে বিদায় হজ পালনের জন্য রাসুল সা. মক্কা শরিফ তাশরিফ নিয়ে গেলেন। সঙ্গে হযরত আবু ওবায়দা রা.-ও ছিলেন। ওই সফর হতে ফিরে আসার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতেকাল করেন। তারপর খেলাফতের প্রশ্ন উঠল। এই প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত মতবিরোধে পরিণত হল। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. খেলাফতের জন্য দুইজন সাহাবির নাম প্রস্তাব করেছিলেন। একজন হযরত ওমর রা. অপরজন হযরত আবু ওবায়দা রা.। তিনি বললেন, এই দেখুন, তিনি হলেন, ওমর ইবনুল খাত্তাব, যার সম্বন্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, তার দ্বারা আল্লাহপাক দীনের সম্মান বৃদ্ধি

www.banglakitab.weebly.com

করেছেন। আর ইনি হলেন আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আমিনুল উম্মাহ উপাধিতে ভূষিত করেছেন। এদের মধ্যে যার হাতে ইচ্ছা আপনারা বাইয়াত হতে পারেন। কিন্তু তারা উভয়ে হযরত আবু বকর রা. এর সম্মুখেই আপন আপন নাম তুলে নিলেন। এবং অগ্রগামী হয়ে তার হাতে বাইয়াত হলেন। তারপর মুহাজির ও আনসারদের প্রত্যেকেই বিনাদ্বিধায়, নিঃসঙ্কোচে হযরত আবু বকর রা. এর হাতে বাইয়াত হন। এ ছাড়াও চৌদ্দ হিজরিতে দামেশক বিজয়ের ব্যাপারে তার ভূমিকা ছিল অনন্য।

দামেশক বিজয়ের পর মুসলিম সৈন্যদল সম্মুখ দিয়ে অগ্রসর হয়ে ফাহল নামক স্থানে ঘাটি স্থাপন করলেন। রোমান মুখপাত্র যখন মুসলিম সেনাদের কাছে এলো তখন মুসলমানদের বড়-ছোটর মাঝে সমতা দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের সেনাপতি কে? মুসলিম সৈন্যগণ হযরত আবু ওবায়দা রা. এর দিকে ইঙ্গিত করল। তিনি তখন মাটির উপর বসে ছিলেন। মুখপাত্র জিজ্ঞেস করল, সত্যিই কি আপনি মুসলমানদের সেনাপতি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। মুখপাত্র তাকে লক্ষ্য করে বলল, তোমার সৈন্যদের জন্য জনপ্রতি দুটি করে স্বর্ণের আশরাফি দেওয়া হবে। বিনিময়ে তোমরা এই স্থান ত্যাগ করে চলে যাবে। হযরত আবু ওবায়দা রা. রোমান মুখপাত্রের এই ব্যাঙ্গাত্ম কথা শুনে এবং তার অবস্থা দেখে মুসলিম সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য তৈয়ার হওয়ার নির্দেশ দিলেন। দ্বিতীয় দিন যুদ্ধ আরম্ভ হল। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার সঙ্গে সৈন্য পরিচালনা করেন। এমনকি মুসলমানদের অল্পসংখ্যক যোদ্ধা রোমানদের পঞ্চাশ হাজার বীর যোদ্ধাকে পরাজিত করে সমগ্র জর্দান দখল করে নেন।

জর্দান বিজয়ের পর মুসলিমবাহিনী দখল করতে করতে হিম্‌সের দিকে অগ্রসর হন এবং সেদিকে বিভিন্ন অঞ্চল অভিযান পরিচালনা করেন। মুসলমানের সাথে মোকাবেলা করার সাহস পেল না তারা। ফলে স্বেচ্ছায় হিম্‌স শহর মুসলিমদের হাতে অর্পণ করেন।

www.banglakitab.weebly.com

ইয়ারমুকের যুদ্ধ

পনেরো হিজরিতে রোমানরা প্রত্যেক যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেছিল। তাই তারা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে যুদ্ধের নেশায় উন্মাদ হয়ে পড়ে। রোমসম্রাট হেরাক্লিয়াসের ডাকে চারদিক হতে ফড়িঙের ন্যায় রোমীয়দের সৈন্যসংখ্যা এক লক্ষের অধিক হয়ে গেল। পক্ষান্তরে মুসলিমযোদ্ধাদের সংখ্যা ত্রিশ কি বত্রিশ হাজার। বলতে গেলে এক চতুর্থাংশের সমানপ্রায়। কিন্তু মুসলিম-কমান্ডারদের বুদ্ধিমত্তা এবং সৈন্যদের মাত্রাহীন জোশ বিপক্ষের বিরাট ক্ষতিসাধন করে এবং রোমীয়রা পিছু হটতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে তাদের সত্তর হাজার সৈন্য নিহত হয় এবং মুসলিমদের মধ্যে অন্তত তিনহাজার শহিদ হন।

আঠারো হিজরি সনে আরবদেশে যখন খাদ্যের অভাব দেখা দেয় তখন আবু ওবায়দা রা. শামদেশ হতে চার হাজার উট বোঝাই খাদ্যসামগ্রী আরবে প্রেরণ করেন।

ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রেও তিনি অত্যন্ত উৎসাহী ও অগ্রগামী ছিলেন। তার মাধ্যমে হাজারও নর-নারী ইসলাম গ্রহণ করেন। যেমন, তোম্মুক গোত্র, সলিম গোত্র এবং আরবদেশের বহুলোক, যারা দীর্ঘকাল যাবত শামদেশে বসবাস করত; খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী, হযরত আবু ওবায়দা রা. এর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

শামদেশে প্লেগ

আঠারো হিজরি সনে শামদেশে প্লেগের কারণে অত্যধিক ক্ষতি হয়। তাই হযরত ওমর রা. হযরত আবু ওবায়দা রা. এর কাছে এই মর্মে পত্র পাঠান যে, আপনি মদিনায় চলে আসুন। আপনাকে বিশেষ দরকার। হযরত আবু ওবায়দা রা. আমিরুল মুমিনীনের উদ্দেশ্য বোঝতে পেরে তার চিঠির উত্তরে লিখেন যে, তকদিরের লেখা কখনো খণ্ডানো যায় না। সুতরাং মুসলিমদেরকে পরিত্যাগ করে আমি অন্যত্র গমন করা ভালো মনে করছি না। হযরত ওমর রা. স্পষ্ট বোঝতে পারলেন যে, আবু ওবায়দা রা. কোনোমতে নিজের অভিমতের বিপরীত করবেন না। তাই তিনি শেষবারের মত অনুরোধ করে লিখেন যে, সৈন্য-সামন্ত নিয়ে উঁচু ও

www.banglakitab.weebly.com

স্বাস্থ্যকর স্থান খুঁজে নিয়ে সেখানে অবস্থান করুন। আপনারা এখন যেখানে আছেন তা নিচু এবং আর্দ্র এলাকা। হযরত আবু ওবায়দা রা. এ প্রস্তাব মেনে নেন। তাই তিনি জাবিয়ায় স্থানান্তরিত হন।

প্লেগে আক্রান্ত ও ইনতেকাল

জাবিয়ায় পৌছার পর হযরত আবু ওবায়দা রা. প্লেগ-রোগে আক্রান্ত হন। রোগের আক্রমণ ছিল তীব্র। তিনি বোঝতে পারলেন যে, তার জীবনসন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। তাই তিনি লোকজনকে একত্রিত করে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওয়াজ-নসিহত করলেন যে, আমি তোমাদেরকে এমন কিছু আমলের অসিয়ত করছি, যদি তোমরা তা পালন কর তা হলে তোমরা সফলকাম হবে।

১. নামায কায়েম করবে।
২. যাকাত আদায় করবে।
৩. রমযান মাসে রোযা রাখবে।
৪. সদকা দিবে।
৫. হজ ও ওমরা পালন করবে।
৬. সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে।
৭. আমিরের কথামত চলবে এবং কখনো তার অবাধ্য হবে না।
৮. দুনিয়া যেন তোমাদের জীবনকে ধ্বংস করে না দেয়। কেননা একজন মানুষ যদি হাজার বছরও বেঁচে থাকে তা হলে তার জীবনে এমন এক সময় আসবে এবং এমন অবস্থা সৃষ্টি হবে, যা আমি তার ভুক্তভোগী, যা তোমরা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছ।

নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আদমসন্তানের জন্য অনিবার্যরূপে মরণ লিখে দিয়েছেন, যা কেউ খণ্ডাতে পারবে না। তবে তোমাদের মধ্যে বুদ্ধিমান ওই ব্যক্তি যে আল্লাহর হুকুম মেনে আল্লাহকে রাজি-খুশি করে এবং পরকালের জন্য নেক আমল করবে।

এরপর বললেন, বন্ধুগণ, এই রোগ আল্লাহর রহমত এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া। ইতিপূর্বে অসংখ্য বুজুর্গানে দীন এই রোগে আক্রান্ত হয়ে ইহকাল ত্যাগ করেছেন। এখন আবু ওবায়দাও

www.banglakitab.weebly.com

সেই পথে প্রভুর মিলনপ্রার্থী। এ কথা বলে সকলকে শেষবারের মত সালাম দিলেন। এবং তিনি হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. এর দিকে ফিরে তাকালেন। তাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করে বললেন, মুয়াজ, তুমি নামাযের ইমামতি কর। এক দিকে নামায শেষ হয় অন্যদিকে আমিনুল উম্মাহ হযরত আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ রা. শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে আপন প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করেন এবং উপস্থিত লোকদের উদ্দেশে অত্যন্ত বিগলিত কণ্ঠে বলেন, বন্ধুগণ, আজ এমন একব্যক্তি আমাদেরকে নিঃসঙ্গ করে চলে গেলেন আল্লাহর কসম, তার ন্যায় কোমল ও স্বচ্ছ অন্তর, নিঃস্বার্থ ও অহিংস মন, আখেরাতের পিয়াসু, জনগণের কল্যাণকামী কেউ ছিলেন না। তাই তার আত্মার মাগফেরাত ও দারজাত বুলন্দির জন্য আল্লাহপাকের দরবারে সকলেই দোয়া করুন।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল আটান্ন বছর। এই অল্পবয়সে তিনি বহু তাৎপর্যপূর্ণ কাজ সুসম্পন্ন করেন।

[সমাপ্ত]

www.banglakitab.weebly.com

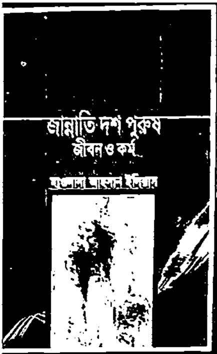

JANNATI DOSH POOROOSH

Written By
Mawlana Ahsan Eliyas

Cover Design
Shah Iftekhar Tariq
Print Media

Pubished By
Al-Ashak Prokashoni
e-mail
al.ashakprokasoni@yahoo.com

আল-এছহাক প্রকাশনী

ISBN 984-837-006-4

9 789848 370063

www.banglakitab.weebly.com